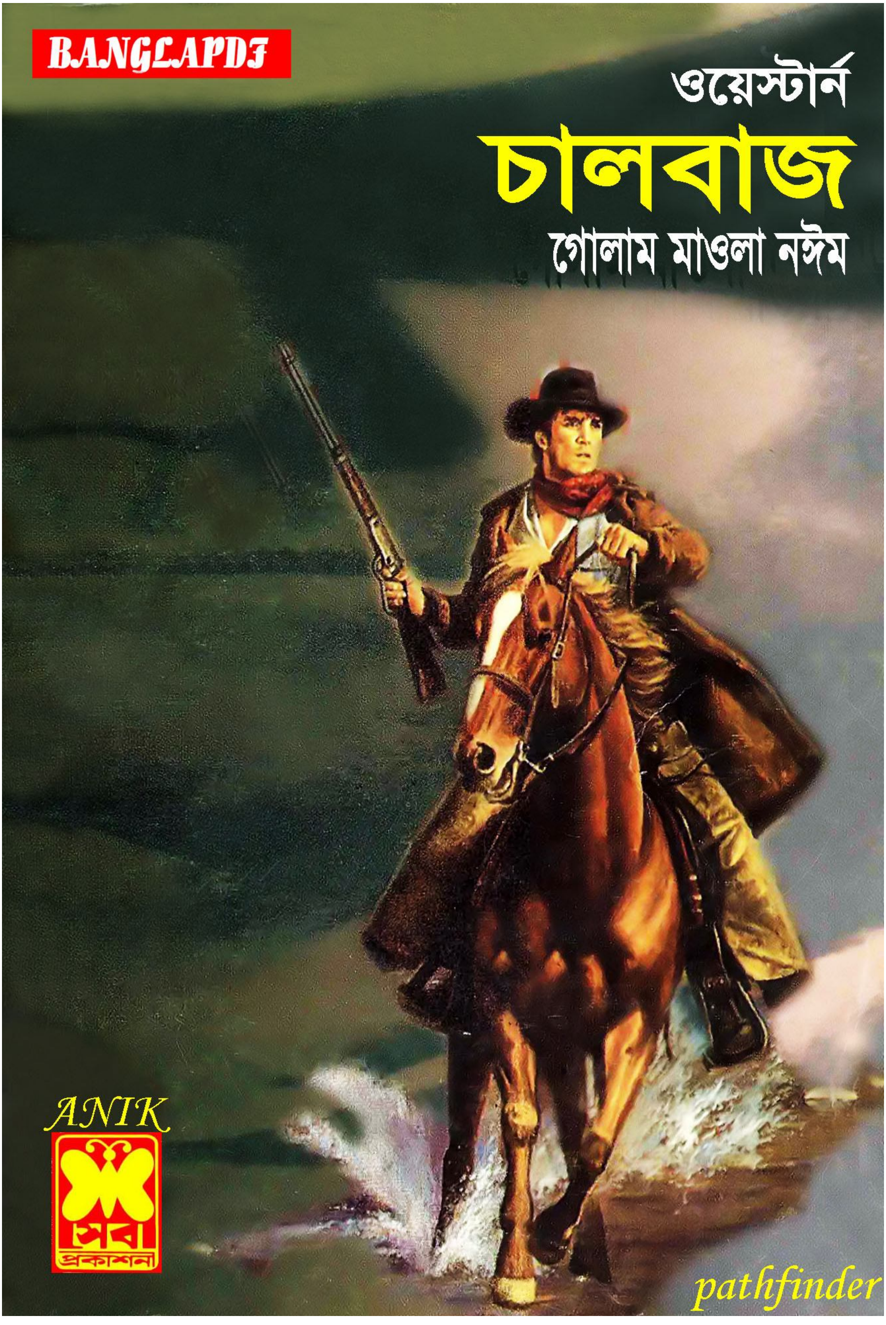
ওয়েস্টার্ন

চালবাজ

গোলাম মাওলা নঈম



সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-4233-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০০৪

প্রচ্ছদ রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি পি ও. বক্স ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

CHALBAJ
A Collection of Western Stories
By Golam Mawla Naeem

সেবা প্রকাশনা

চৌত্রিশ টাকা

সূচি

বসতি

সিড হ্যালেটকে ভাল করে চেনে, এমন প্রতিটি লোকই জানে মানবিক অনুভূতির পরোয়া করে না সে, জিনিসটা ভাল বোঝেও না। গুলি করবার উদ্দেশ্য ছাড়া কখনও পিস্তল ড্র করেনি সে, আর শুধু খুন করবার জন্যই গুলি ছোঁড়ে; কখনও এর অন্যথা হয়নি।

চোদ্দয় পা রাখবার আগেই প্রথম মানুষ খুন করে সে। অনুমতি ছাড়া একটা ঘোড়ায় চেপে বসে হ্যালেট, এবং ফলশ্রুতিতে যা হওয়ার কথা, তাই হলো–চাবুক হাতে কিশোর হ্যালেটের পিছু নিল ঘোড়ার মালিক। পরিস্থিতি শেষপর্যন্ত গোলাগুলির পর্যায়ে গেলে খুন হয়ে যায় বয়স্ক লোকটা।

হ্যালেট নেহাতই নাবালক আর ঘোড়ার মালিক মানুষটা জঘন্য চরিত্রের একজন বুলি ছিল বলে কোন শাস্তি ছাড়া বেকসুর খালাস পেয়ে যায় হ্যালেট। কিন্তু সেদিন থেকে নির্লিপ্ত আর শীতল গাম্ভীর্যের সঙ্গে ওকে বরণ করে নেয় সবাই।

স্কুল ছেড়ে গরু সামলানোর কাজ শুরু করে সে, হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে থাকে। সেসময় কিংবা কখনোই, অলস বলে ওকে অপবাদ দিতে পারেনি কেউ। যদিও অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণের ব্যাপারে বরাবরই নির্বিকার সে। শান্ত, একেবারে স্বল্পভাষী তরুণ হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠে হ্যালেট; সবচেয়ে কঠিন, একঘেয়ে বা নিঃসঙ্গ কাজটা করতেও তার আপত্তি নেই।

ওর দ্বিতীয় খুন–হাতে নাতে ধরা পড়া এক রাসলার। ফোরম্যান ছাড়া আরও একজন ছিল ওর সঙ্গে। হঠাৎ আবিষ্কার করে মার্কা বসানো হচ্ছে ওদের গরুর পাছায়, গরুটাকে শুইয়ে ব্র্যান্ডিং আয়রনের ছ্যাঁকা দিচ্ছে তখন রাসলার।

ধরা পড়ে আয়রন ফেলে পিস্তলের দিকে হাত বাড়ায় লোকটা। সবার আগে তরুণ সিডই সক্রিয় হলো, সবে তখন পনেরোয় পড়েছে সে।

নড়বারও সুযোগ দেয়নি লোকটাকে, গরুর পাশেই ভূপতিত হলো রাসলার।

'এমন ফাস্ট ড্র জীবনে দেখিনি!' সমীহের সঙ্গে পরে মন্তব্য করেছে ফোরম্যান। 'আমি তো ভেবেছিলাম আমাদের অন্তত একজনকে পেড়ে ফেলবে রাসলার ব্যাটা!'

এক মাস বাদে ডজন খানেক লোকের সামনে তৃতীয় খুনটা করে সিড হ্যালেট। লোকটা ছিল এক আগন্তুক, নিজের ঘোড়াকে বেদম পেটাচ্ছিল। পিস্তলের দক্ষতার মতই পশুদের প্রতি বিলের ভালবাসার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চতুর্দিকে। হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিয়ে ঘুসি মেরে লোকটাকে ভূপতিত করে হ্যালেট। উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তল বের করে লোকটা, গুলিও করে নির্বিঘ্নে। সে মিস্ করলেও সিড হ্যালেট করেনি।

তিনটা খুনই আত্মরক্ষার খাতিরে করা, জনমনে ধারণাটা প্রতিষ্ঠিত হলেও সবাই এড়িয়ে যেতে শুরু করে হ্যালেটকে। কিন্তু এ নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত মনে হয়নি ওকে, কাজের মধ্যে ডুবে থাকল সে।

রাইডিঙের কাজ কমে যেতে বুনো এক কাউ-টাউনের মার্শাল বনে গেল হ্যালেট। দু'বছর কেটে গেল। বহুবার রাস্তায় বিভিন্ন কিসিমের লোক আর ঝামেলাবাজদের মুখোমুখি হতে হলো ওকে। সবসময় নিজের ভিতর দৃঢ় মনোবল আবিষ্কার করত সে; ভয়, শঙ্কা বা অনিশ্চয়তা অনুভব করেনি। ওর চোখের হিমশীতল চাহনি অনেকেরই উৎসাহ দমানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। বিস্ময়কর হলেও সত্যি, মার্শাল থাকবার সময় কেউ খুন হয়নি ওর হাতে, বরং দু'বছর পর পুরো শহর যখন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, নিজেকে হঠাৎ বেকার অবস্থায় আবিষ্কার করে বসে হ্যালেট।

ত্রিশ বছর বয়সে সে ছয় ফুট তিন ইঞ্চি দীর্ঘ, দু'শো ত্রিশ পাউন্ড ওজনের বিশালদেহী এক মানুষে পরিণত হয়। ততদিনে এগারোজন মানুষ খুন হয়েছে ওর হাতে; গুজব আছে সংখ্যাটা আসলে দ্বিগুণ হবে। সঞ্চয় বলতে গেলে তেমন কিছুই নেই, নেই কোন ভবিষ্যৎ; আছে শুধু যে-কোন সময়ে পিঠে একটা বুলেট ঢুকে বুট হিলে শোয়ার নিশ্চয়তা।

কার্ক হর্নার সদ্য কৈশোর পেরোনো এক তরুণ। উনিশ বছর বয়সে বাপের অহঙ্কার আর মর্যাদার ধারক-বাহক হয়ে দাঁড়াল সে—হাসি-খুশি, আমোদপ্রিয়, বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত এক তরুণ, যে অদূর ভবিষ্যতে বিশাল বি.এইচ হোল্ডিংয়ের মালিক বনে যাবে। আজ সকাল থেকে মনের সুখে ঘোড়া রাইড করছে সে, পেটে কিছু হুইস্কি পড়ায় কিছুটা বেখেয়ালী হয়ে পড়েছে। লাইন-

শ্যাকের কাছাকাছি পৌঁছে দেখতে পেল এক রাইডার এগিয়ে আসছে, জীর্ণ ফ্ল্যাট ব্রিমের একটা হ্যাট তার মাথায়।

হ্যাটটা দেখেই হাসি পেল হর্নারের, কৌতুক আর তাচ্ছিল্য খেলে গেল চোখে। নিমেষে হাতে উঠে এল পিস্তল, গর্জে উঠল...আগন্তুকের হ্যাটের ব্রিমে ছোট্ট একটা ফুটো তৈরি হলো...

পরমুহূর্তে সে নিজেই স্যাডলচ্যুত হলো সিড হ্যালেটের গুলিতে।

স্থির, নিশ্চল ভঙ্গিতে পিস্তলটা ধরে রাখল আগন্তুক। হর্নারের সঙ্গীদের মুখে নিদারুণ বিস্ময় আর বিহ্বলতা। মরবার আগে ফিসফিস করে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করল তরুণ: 'দুঃখিত, স্ট্রেঞ্জার...তোমার ক্ষতি করার ইচ্ছে ছিল না আমার!'

শব্দগুলো যেন চড় কষাল বন্দুকবাজের গালে, বিহ্বল চোখে তাকাল সে হর্নারের দিকে। চাহনিতে অপরাধবোধ আর হতাশা। ম্লান সুরে জীবনে এই প্রথম এবং একমাত্র ব্যাখ্যা দিল সে: 'আমি ভেবেছি সামান্য টিনহর্ন ও, আমাকে খুন করে নাম কিনতে চাইছে!'

বুড়ো হর্নারের ফোরম্যান, ফ্রেড কালভার দায়সারা গোছের মাথা ঝাঁকাল। 'মানছি নেহাত বোকামি করেছে ছেলেটা, কিন্তু সেজন্যে নিস্তার পাবে না তুমি। সত্তরজন রাইডার আছে হর্নারের, আর ছেলেটাকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসে সে।'

সঙ্গত কারণেই গুলি করেছে হ্যালেট, কিন্তু সেই যুক্তি বুড়ো হর্নারের দুঃখ বা বিষাদ যেমন ঘুচাতে পারবে না, তেমনি গুরুত্বও পাবে না। কৌতূহলের বিষয়, হ্যালেটের অপরাধবোধের সঙ্গে দুটো বিষয় জড়িত: কার্কের নির্দোষ স্বীকারোক্তি আর ছেলেটার প্রতি ওর বাবার ভালবাসা।

সুদর্শন তরুণকে ধূলিমলিন ট্রেইলে নিথর পড়ে থাকতে দেখে যারপরনাই হতাশ ও দুঃখ বোধ করছে হ্যালেট। পরিস্থিতি পছন্দ করতে পারছে না–এই ছেলের বাবার বিরুদ্ধে লড়াই করবার ইচ্ছে নেই ওর, যেখানে নেহাত দুর্ঘটনাবশত ছেলেকে খুন করে ফেলেছে। একবার ভাবল সরাসরি বুড়োর সঙ্গে কথা বলবে, কিন্তু জানে আসলে তাতে কোন লাভ হবে না। ঠিকই প্রতিশোধ নিতে চাইবে বিল হর্নার, এবং নিজে মরতে না চাইলে হর্নার বা তার লোকদের মুখোমুখি হতে হবে ওঁকে। তারমানে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, আরও খুন করতে হবে!

চিন্তাটা হিমশীতল করে তুলল ওর অন্তস্তল। ছেলেটার খামখেয়ালীপনা বিপদ ডেকে এনেছে, কিছুই করবার ছিল না ওর, কিন্তু এর পরিণতিতে

সম্ভাব্য যে-কোন দুঃখজনক ঘটনা এড়ানোর চেষ্টা করা উচিত।

চট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে পাহাড়ের উদ্দেশে ছুটল ও। শঙ্কিত, পলাতক কোন রাইডারের ব্যগ্রতার সঙ্গে ঘোড়া ছোটাল। ট্র্যাক মুছে ফেলবার চেষ্টা করল। ক্রমে গুয়াডালুপের গভীর বুনো অঞ্চলে প্রবেশ করল।

সঙ্গে খাবার, পানি আর পর্যাপ্ত অ্যামুনিশন রয়েছে। ব্যাপারটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের রসদপত্র ছাড়া কখনোই ট্রেইলে নামে না ও। কেউ যখন পিস্তলের জোরে বেঁচে থাকে, স্বভাবতই তার শত্রু হবে অগুনতি। যদিও এবার হ্যালেট পালাচ্ছে বুকে ক্ষরণ নিয়ে। কার্ক হর্নারের উদ্দেশে পাল্টা গুলি ছোঁড়ার যতই যৌক্তিকতা থাকুক, অস্বীকার করবার উপায় নেই খামখেয়ালী কিন্তু নিরপরাধ এক তরুণকে খুন করে ফেলেছে। এক বুড়ো র‍্যাঞ্চারের জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল সে।

কয়েক সপ্তাহ টানা চলার মধ্যে কেটে গেল। প্রায় অচেনা ট্রেইলে ঘোড়া ছোটাল ও, চলার পথে খাবার সংগ্রহ করল; কদাচিৎ নিঃসঙ্গ কোন হোমস্টীড বা মাইনিং ক্লেইমে থামল খাওয়ার জন্য। গুটিকয়েক লোকের সঙ্গে দেখা হলো।

গ্রীষ্ম পেরিয়ে শরৎ এল। এক প্রসন্ন বিকেলে দুই রীজের মধ্যবর্তী এক উপত্যকায় ক্যাম্প করল সিড। হলুদ অ্যাসপেনের ঝাড় পুরো উপত্যকায়, যেন কার্পেট বিছানো–দূর থেকে তাই মনে হচ্ছে। একেবারে শেষে উঁচু, গ্র্যানিটের রিমরক, ঠিক যেন ওয়াচটাওয়ার। চারপাশের এলাকায় নজর রাখা যাবে ওখান থেকে। নীচে পাহাড়ী ঢাল কয়েক মাইল পর্যন্ত সবুজ ঘাসে ছাওয়া বেসিনের আকৃতি পেয়েছে। একেবারে শেষ সীমানায়, পেছনে ন্যাড়া কিছু পাহাড়ের পটভূমিতে, ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা আর প্রতিফলিত আলো একটা শহরের অবস্থান জানান দিচ্ছে। মাঝখানে, গুটিকয়েক ফার্ম বা র‍্যাঞ্চ বিল্ডিং, গুচ্ছাকারে গড়ে ওঠা। মানুষের ওই বসতিতে স্বস্তিকর এবং আরামদায়ক অনেক আয়োজন মিলবে, কিন্তু গা ছেড়ে দেওয়ার মত স্বস্তি উপভোগ করবার উপায় নেই। এখানে, নীরব এই উপত্যকাই ওর জন্য স্বস্তিকর, নিরাপদ।

প্রায় মাঝরাতের দিকে খুরের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওর। একটা ঘোড়া হেঁটে আসছে এদিকে। কম্বলের নীচে সক্রিয় হলো ওর হাত, পিস্তল মুঠিতে রেখে অপেক্ষায় থাকল। কান দুটো সজাগ।

রাতটা নিঃশব্দ আর শীতল। অ্যাসপেনের পাতায় পাতায় ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। আকাশে উজ্জ্বল তারার মেলা। মাত্র একটাই ঘোড়া। নিঃসঙ্গ, সওয়ারবিহীন। ক্লান্ত।

কাছে চলে এল ঘোড়াটা। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে থমকে দাঁড়াল, নাক ফুলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল। উঠে বসল কৌতূহলী হ্যালেট। ভুল করেছে ও। ভেবেছিল স্যাডল খালি, কিন্তু আবছা ভাবে একজন মানুষের কাঠামো চোখে পড়ছে এখন। কোন রকমে স্যাডলে টিকে আছে লোকটা, পেছনে···একটা বাচ্চা।

'কি হয়েছে, বাছা?' ছায়া থেকে বেরিয়ে এল সিড।

'আমার বাবা,' কাঁপা স্বরে বলল বাচ্চাটা। 'গুলি লেগেছে ওর গায়ে।'

যতটা সম্ভব, সযত্নে আহত লোকটিকে স্যাডল থেকে নামাল সিড, পাঁজাকোলা করে বয়ে নিয়ে বেডরোলের উপর শুইয়ে দিল।

ক্যান্টিনে পানি ফুটাল ও, ক্ষতের পরিচর্যা করল। নীরবে ওর কাজ দেখছে বাচ্চাটা। বগলের একটু নীচে বাম দিকে ঢুকেছে বুলেট, চামড়া আর মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। ক্ষতটা দেখে মনে হলো রিকোশেটের গুলি। প্রিকলি পিয়ারের একটা পুলটিশ তৈরি করে ক্ষতের সঙ্গে বেঁধে দিল হ্যালেট। আন্তরিক চেষ্টা করলেও, জানে কাজ হবে না আসলে। বেশ কয়েক ঘণ্টা আগের জখম, অনেক দূরত্ব পাড়ি দিয়েছে লোকটা, তাই রক্তক্ষরণও হয়েছে প্রচুর।

একসময় চোখ মেলে তাকাল আহত লোকটি। আগুনের শিখার ছায়া পড়েছে গ্র্যানিটের দেয়ালে, সেদিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে হ্যালেটের দিকে ফিরল। 'বাচ্চাটা কোথায়?'

'আছে। ভাল আছে ও।' সামান্য দ্বিধা করল হ্যালেট, তারপর অপ্রিয় প্রশ্নটা করল: 'কাউকে জানাতে হবে?'

'নাহ্, তেমন কেউ নেই! বাচ্চাটার দিকে খেয়াল রেখো, ভাই। রাখবে?'

'কী হয়েছিল?'

মিনিট কয়েক দ্রুত শ্বাস নিল লোকটা, কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করার পর মুখ খুলল: 'আমার নাম জ্যাক অটেন। সেন্টারফায়ারে একটা ছোটখাট বসতি ছিল। কিন্তু এলাকার বড় র‍্যাঞ্চার আমার বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, গুলি করেছে আমাকে। এছাড়া আর কিছুই ছিল না আমার···'

আগুন জ্বেলে স্টু তৈরি করল হ্যালেট, লোকটাকে খাইয়ে বাচ্চাকে দিল খানিকটা। জ্যাক অটেনের বুটের দিকে তাকাল–জীর্ণ ওগুলো। বাচ্চাটির লিকলিকে দেহ, ছেঁড়া মলিন জিন্স দেখে বোঝা যায় কোন রকমে টিকে ছিল অটেনরা। 'তোমার জায়গা ফিরিয়ে আনব আমি,' কর্কশ স্বরে শপথ করল ও। 'ওই বাচ্চার জন্যে!'

'ধন্যবাদ,' ক্ষীণ হাসল জ্যাক অটেন। 'কিন্তু ও-কাজ করতে যেয়ো না।'

'কারা ওরা?'

'টম বার্ডকের লোকজন। রুড হার্কনেস নিজে গুলি করেছে আমাকে। মহা হারামী লোক।'

রুড হার্কনেস···পেশাদার খুনী। বিপজ্জনক। ভয়ঙ্কর। বার্ডক মোষ শিকারী ছিল একসময়, পরে ক্যাটলম্যান বনে যায়। গায়ের জোরে ছোট ছোট র‍্যাঞ্চার আর হোমস্টীডারদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে সে।

'তোমার জায়গা ফেরত পাবে।'

মুহূর্ত খানেক তাকিয়ে থাকল সে। 'কে তুমি, ভাই?'

'সিড হ্যালেট।'

'হ্যালেট!' ভয়ার্ত, সতর্ক চাহনি ফুটে উঠল অটেনের চোখে, বাচ্চাটির দিকে চলে গেল দৃষ্টি।

'ভেবো না, ওর দায়িত্ব আমার,' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল বন্দুকবাজ, মুখ-চোখ লাল হয়ে গেছে। সামান্য দ্বিধা করল, নিজের গোপন ইচ্ছের কথা মৃতপ্রায় একজন লোকের কাছে স্বীকার করতেও দ্বিধা করছে। 'নিজের সন্তানের মত ওকে আগলে রাখব···আমি সবসময়ই একটা বাচ্চার বাবা হতে চেয়েছি!'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অটেন, তারপর কোমল হয়ে এল দৃষ্টি। কিছু বলতে মুখ খুলল সে, কিন্তু কথাগুলো কখনোই বলা হলো না।

ধীরে ধীরে এতিম বাচ্চাটির দিকে ফিরল হ্যালেট। 'সান, তুমি বরং শুয়ে পড়ো। আমি···'

'ছেলে নই!' চাপা স্বরে প্রতিবাদ করল বাচ্চাটা। 'আমি মেয়ে!'

চরম বিস্ময় আর শঙ্কা নিয়ে তাকিয়ে থাকল সিড হ্যালেট। কি করবে সে একে নিয়ে? বাচ্চা মেয়ের বিশেষ যত্ন আর মনোযোগ দরকার, অথচ সে জানেও না কিভাবে শুরু করতে হবে। একটা ছেলে হলে না হয় কথা ছিল। কিন্তু এ তো মেয়ে। বাচ্চা কোন মেয়ের সঙ্গে কিভাবে কথা বলে লোকেরা? মাঝে মধ্যে অবশ্য কথা বলেছে ও, কিন্তু কখনোই কোন বাচ্চার মুখে হাসি ফোটাতে পারেনি, বরং ওকে দেখে ভয়ই পেত সবাই। এটা এমন এক পরিস্থিতি; এ নিয়ে চিন্তার যথেষ্ট খোরাক রয়েছে বটে।

থম্পসন'স ক্রীক শহুরে আড়াইশো লোকের বাস। দুটো সেলুন, একটা রুমিং হাউস, রেস্তোরাঁ, নানাবিধ দোকান রয়েছে এখানে; লিভারি স্টেবল রাস্তার একেবারে শেষ মাথায়।

পরদিন সন্ধের ঠিক আগে ক্যারেন অটেনকে নিয়ে শহরে পৌঁছল সিড হ্যালেট। বরাবরের মত সতর্ক সে, কিন্তু মনের একটা অংশ ছোট্ট মেয়েটির সমস্যা নিয়ে ভাবছে। ঘোড়া স্টেবলে রেখে নিজেকে গুছিয়ে নিল ও; কোট আর হ্যাট ব্রাশ করল। এদিকে আঙুল চালিয়ে নিজের চুল আঁচড়াল মেয়েটি, তারপর ওঅটর ট্রাফে হাত ধুয়ে নিল।

'এবার খাব আমরা,' ক্যারেনের উদ্দেশে বলল সিড।

নিষ্পাপ ছোট্ট হাতে ওর হাত ধরল মেয়েটি। বুকের ভিতর এক ধরনের অচেনা আলোড়ন অনুভব করল সিড হ্যালেট, অদ্ভুত স্বস্তি আর উষ্ণতায় ছেয়ে গেল সারা শরীর। দৃঢ়, গর্বিত পায়ে বোর্ডওঅক ধরে এগোল সে। দেখে মনে হলো সত্যিই মেয়েটির বাবা সে।

জ্যাক অটেনের শহর এটা। ধারে-কাছে কোথাও বসতি করেছিল সে, হাড়ভাঙা খাটুনির পর ছোট্ট একটা বাথান দাঁড় করিয়েছিল। অকারণে গুলি করা হয়েছে তাকে। এখানে অনেক লোকই আছে যারা ওর আসার কারণ জানতে পারলে খুন করবে ওকে।

অনিশ্চিত জীবনই হ্যালেটকে সংস্কারে বিশ্বাসী করে তুলেছে। অর্থের ক্ষমতা সম্পর্কে জানা আছে ওর, জানে টম বার্ডকের সামর্থ্য কতটা, কিংবা জানে ঠিক কি ধরনের লোক সে; এও জানে রুড হার্কনেস কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। কিন্তু বিপদ বা ঝামেলা ওর কাছে নতুন কিছু নয়, কারণ এসবের সঙ্গে বড় হয়েছে ও এবং এতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু এই প্রথম সত্যিকার সচেতনতাবোধ, বিবেক আর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে ও।

ক্যাফের কাছাকাছি হিচিং রেইলে বেশ কিছু ঘোড়া বাঁধা, সবক'টাই বার্ডক ব্র্যান্ডের। ক্ষণিকের জন্য দ্বিধা করল হ্যালেট, তারপর মেয়েটিকে নিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে এগোল। ভিতরে ঢোকার পর, পলকের মধ্যে পুরো কামরায় চোখ বুলিয়ে নিল। খদ্দেররা কেউ তেমন মনোযোগ না দিলেও, মাঝবয়সী এক মহিলা হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওর আর ক্যারেনের দিকে।

টেবিল সাজাচ্ছে মহিলা, বিস্মিত দৃষ্টি ক্যারেনের উপর থেকে টেবিলে বসা লোকটির দিকে সরে গেল। পরিপাটি পোশাক তার পরনে, ধবধবে সাদা কোট, গলায় কালো স্ট্রিং টাই। চকচকে বুট। সিড হ্যালেটের সঙ্গে নিষ্পাপ চেহারার মিষ্টি এক মেয়ের আগমন বা ওদের দেখে মহিলার বিস্ময়—কিছুই টের পেল না সে, কিংবা টের পেলেও চোখ তুলে তাকানোর গরজ অনুভব করেনি।

এছাড়া আরও চারজন খদ্দের রয়েছে কামরায়, আর আছে দীর্ঘদেহী অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী, পরিপাটি ধূসর রঙের ট্র্যাভেলিং ড্রেস ওর পরনে। আয়ত সবুজ চোখ।

টেবিলের ও-মাথায় বসা লোকটিকে দেখামাত্র থমকে দাঁড়াল ক্যারেন, পিছিয়ে যেতে চাইল, হ্যালেটের হাতে কাঁপছে ওর ছোট ছোট আঙুল। চোখ তুলে হ্যালেটের দিকে তাকাল ও, চাহনিতে ভয়।

স্মিত হেসে ছোট্ট মেয়েটিকে অভয় দিল হ্যালেট, টেবিল ঘুরে ওপাশে চলে গেল, টম বার্ডকের ডান দিকে একটা চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

নিখাদ বিরক্তি নিয়ে মুখ তুলে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'দুঃখিত, এই টেবিলের সব আসন রিজার্ভ করা।' দৃষ্টি নামিয়ে মেয়েটিকে দেখল সে, তারপর ঝট করে ফিরে তাকাল হ্যালেটের দিকে, চোখ সরু হয়ে গেছে।

বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করল না হ্যালেট, ক্যারেনকে চেয়ারে বসিয়ে নিজে পাশেরটি টেনে বসে পড়ল, ঠিক র‍্যাঞ্চারের ডান দিকে। কিছুক্ষণ পরস্পরের ওপর সেঁটে থাকল ওদের দৃষ্টি।

স্রেফ নিজের জায়গায় জমে গেছে র‍্যাঞ্চার। টুঁ শব্দ করছে না, ভিতরটা শীতল হয়ে এসেছে। আগন্তুকের অদ্ভুত চাহনি ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে মনে···

হ্যালেটের উপস্থিতিতে স্বস্তি বোধ করছে ক্যারেন, নিশ্চিন্তে খাওয়া শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যে এটা-সেটা নিয়ে গল্প শুরু করল। উল্টোদিকে বসা সুন্দরী মেয়েটির সবুজ চোখে তাকাল। 'ও আমার চাচা, সিড চাচা,' বলল ক্যারেন। 'আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবে। মানে···যেখানে থাকতাম আমরা। আমাদের বাড়িটা অবশ্য পুড়ে গেছে।' সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত দৃষ্টিতে টেবিলের মাথার দিকে তাকাল ক্যারেন, ভয় পাচ্ছে বেশি বলে ফেলেছে।

অদ্ভুত এক ধরনের আনন্দ অনুভব করছে হ্যালেট। 'চিন্তা কোরো না, হানি! তোমাদের বাড়ি পুড়িয়েছে যে-লোক, নতুন একটা বাড়ি সে-ই তৈরি করে দেবে। অনেক সুন্দর আর বড় হবে বাড়িটা।'

হাতের চামচ নামিয়ে রেখে টেবিল ছেড়ে যেতে উদ্যত হলো এক কাউহ্যান্ড। এদিকে সিড হ্যালেটের উপর সেঁটে আছে বার্ডকের দৃষ্টি, চাহনি কঠিন।

'তুমি কি বার্ডকের কাজ করো?' কাউহ্যান্ডের উদ্দেশে জানতে চাইল হ্যালেট।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে বসে পড়ো। রুড হার্কনেসকে খবর দিতে যাচ্ছিলে তো?

দরকার নেই। আমি নিজেই খুঁজে বের করব ওকে।' ধীরে-সুস্থে, সময় নিয়ে খাওয়া শুরু করল ও। 'যারা খুন করার জন্যে লোক ভাড়া করে, ওসব মানুষকে ঘৃণা করি আমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল হ্যালেট। 'অবজ্ঞা করি তাদের, যারা বাচ্চাদের এতিম বানায়।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল টম বার্ডকের মুখ। উঠে দাঁড়াতে গিয়েও কী মনে করে বসে পড়ল। 'পিস্তল নেই আমার কাছে,' ধীরে ধীরে, শীতল বিদ্বেষের সুরে বলল সে। 'থাকলে রাস্তায় বেরিয়ে ডুয়েল লড়তে বলতাম তোমাকে!'

'ধাপ্পা মারছ কেন? তোমার মত লোক পিস্তল বয়ে বেড়ায় না,' চাঁছাছোলা স্বরে জবাব দিল হ্যালেট। 'ভাড়াটে পিস্তলের পেছনে থাকো তোমরা। এবার আমার কথা মন দিয়ে শোনো, মি. বার্ডক। জ্যাক অটেনের মেয়েকে নিয়ে এসেছি আমি। যে-বাড়ি তুমি পুড়িয়ে দিয়েছ, ওটা তৈরি করে দেবে। অটেনের সমস্ত গরু ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ওর রেঞ্জে। হয় যা বলছি তাই করবে, নইলে রাস্তায় পিস্তল হাতে আমার মোকাবিলা করবে। ভাড়াটে কোন লোক নয়–তুমি, টম বার্ডক, তুমি!'

ফর্ক দিয়ে মাংস গাঁথল হ্যালেট, মুখে পুরে চিবাল। মুখ তুলে তাকাল একটু পর। দৃশত ক্যাফের প্রতিটি লোকের মনোযোগ ধরে রেখেছে সে। 'ছোট্ট এই মেয়েটার বাবাকে খুন করেছে টম বার্ডকের রাইডাররা। বার্ডকের নির্দেশে ওর বাড়িও পুড়িয়ে দিয়েছে, সব গরু খেদিয়ে দিয়েছে রেঞ্জ থেকে। প্রমাণ করা কঠিন হবে, তাই চেষ্টাও করব না। আমি যেমন জানি, এখানকার সবাই এসব জানে।

'ক্যারেনের বাবাকে খুন করেছে বার্ডক। এতিম করেছে মেয়েটাকে, ওর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। ওর বাবাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না আমি, কিন্তু ওর ঘর ফিরিয়ে দিতে পারব।'

দু'চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে টম বার্ডককে দেখছে ক্যারেন।

রাগে লাল হয়ে গেছে র‍্যাঞ্চারের মুখ। কিশোর বয়স থেকে, অন্যের পিস্তলের দক্ষতার উপর নির্ভর করেছে সে, দিনে দিনে সেটার পরিমাণ কেবলই বেড়েছে। অথচ এই লোক ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে, এমন ভাবে যে এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ রাখেনি। আগন্তুকের উদ্দেশ্য পরিষ্কার–নিশ্চিত জেনে এসব করছে। উঁহুঁ, ধাপ্পা দিচ্ছে না সে। যে-লোক বলে নিজেই রুড হার্কনেসকে খুঁজে নেবে, যেনতেন লোক নয় সে।

এবার আরও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করল সিড হ্যালেট। 'ম্যা'ম,' বয়স্কা মহিলার দিকে তাকাল ও। 'ভদ্রলোককে আরও কফি দাও।' উঠতে উদ্যত

হয়েছে যে-কাউহ্যান্ড, আঙুল তুলে তাকে দেখাল। 'বোধহয় টম বার্ডকের ক্রু ও। এখন ওর জানার সুযোগ হয়েছে যে ওর বস্ আসলে কেমন লোক। ওর জানা উচিত একজন কাপুরুষ নাকি সাহসী লোকের হয়ে রাইড করছে।'

সরাসরি আক্রমণে বিহ্বল হয়ে পড়ল বার্ডক। বিস্ময়ের ধাক্কা চলে যেতে উদ্বেগ আর অস্বস্তি তার জায়গা দখল করে নিল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, হেলাফেলা করবার মত লোক নয় আগন্তুক, পরিণত এবং বিপজ্জনক একজন মানুষ। আনাড়িও নয়, যা করছে বুঝে-শুনে, ভেবে-চিন্তে করছে। সে যদি উঠে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে, লোকটা হয়তো ওকে বসবার নির্দেশ দেবে, তখন হয় শেষ আত্মসম্মানটুকু বিসর্জন দিতে হবে কিংবা দৈহিক লড়াইয়ের ঝুঁকি নিতে হবে।

মেয়েটির দিকে ফিরল হ্যালেট, ছুরি চালিয়ে ওর মাংস কেটে দিল। শান্ত, চাপা স্বরে ক্যারেনের সঙ্গে কথা বলছে। উল্টোদিকে বসা যুবতী চাপা আগ্রহ নিয়ে শুনছে, খেয়াল করছে–লোকটির স্বরে আন্তরিকতা আর স্নেহার্দ্র ভালবাসা স্পষ্ট।

'এখানে কোন হোটেল আছে, ম্যা'ম?' খাওয়া শেষে জানতে চাইল হ্যালেট।

'না। ওকে আমার কাছে রেখে যেতে পারো,' প্রস্তাব করল রেস্তোরাঁর মালিক কেটি ব্লেভিন। 'ওপরে বাড়তি দুটো কামরা আছে আমার। শুধু মহিলাদের ভাড়া দেই।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম,' স্বস্তি ফুটল হ্যালেটের স্বরে।

ছেঁচড়ে চেয়ার থেকে নামল ক্যারেন, হ্যালেটের গলা জড়িয়ে ধরল ছোট্ট দুই বাহুতে। গালে চুমো খেল। 'শুভরাত্রি, আঙ্কেল সিড।'

মিসেস ব্লেভিনের সঙ্গে দোতলায় চলে গেল ক্যারেন।

যুবতীর সঙ্গে চোখাচোখি হলো হ্যালেটের। 'বাচ্চাদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে ফেলতে পারো তুমি,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল মেয়েটা।

অজান্তে লাল হয়ে উঠল সিড হ্যালেটের মুখ। 'কাজটা যে পারি আমার ধারণা ছিল না, ম্যা'ম। আসলে ওর কারণেই...এমন ভাবে মিশতে পারে ও!'

কাপে কফি ভরল যুবতী, আড়চোখে টম বার্ডককে দেখল একনজর। কিন্তু স্রেফ ব্যক্তিগত সংঘাত এড়ানোর জন্যই বিকল্প একটা উপায় প্রস্তাব করল ও। 'আমার মনে হয় ঘটনাটার তদন্ত হওয়া দরকার। একজন ইউ.এস মার্শালকে ডেকে পাঠানো উচিত। তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে মি. বার্ডকের বিরুদ্ধে খুন আর চুরির অভিযোগ আনা যাবে।'

মুখ খুলতে যেয়েও আপাতত নীরব থাকাই মনস্থ করল টম বার্ডক। এই প্রথম, সত্যিকার ভয় কাকে বলে টের পাচ্ছে সে। কেউ তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলে অনায়াসে সামাল দিয়েছে, ঠেকিয়েছে। ঝামেলাবাজ লোক ঠেঙানো এক জিনিস, আর কোন জুরিকে খুনের ব্যাখ্যা দেওয়া কিংবা প্রসেকিউটর অ্যাটর্নির তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণের মোকাবিলা করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল টম বার্ডক, কাউহ্যান্ডদের নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মনোযোগ দিয়ে টেবিলের ওপাশে বসা দীর্ঘদেহী কঠিন চেহারার মানুষটিকে দেখছে ইলেন জনসন। লোকটির চোখে আনন্দের আভা আর ঔজ্জ্বল্য দেখেছে ও, যখন বাচ্চা মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছিল সে।

'প্রথম দেখে আমার মনে হয়েছিল তোমার মেয়ে ও,' মৃদু স্বরে বলল ইলেন।

বিব্রত হাসল হ্যালেট, জ্যাক অটেনের সঙ্গে পরিচয়ের কথা সংক্ষেপে খুলে বলল।

'তুমি কি বিয়ে করোনি?'

'আমার মত লোকদের তেমন পছন্দ করে না মেয়েরা।'

'কিন্তু আমার ধারণা তুমি খুব ভালমানুষ। একটা বাচ্চার অধিকার আদায় করার জন্যে যে-লোক নিজের জীবনের ঝুঁকি নেয়, নিঃসন্দেহে সে ভালমানুষ, যেখানে বাচ্চাটা তার আত্মীয়ও নয়।'

মেয়েটি চলে যাওয়ার পরও একই জায়গায় বসে থাকল সিড হ্যালেট, একটা ব্যাপারে চিন্তিত। মানুষকে পড়তে পারে ও, সেই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে ইলেন যখন আইনের হুমকি দিচ্ছিল, দারুণ শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল টম বার্ডক; অথচ ওর হুমকিতে ততটা ভয় পায়নি। কেটি ব্লেভিনের কাছে কাগজ-কলম চাইল ও, তারপর ড্যান কুপারের উদ্দেশে চিঠি লিখতে বসল।

বহুদিন কুপারের সাথে দেখা হয় না। একসময় ওকে ধরতে পিছু নিয়েছিল কুপার, কিন্তু প্রেয়ারির কুকুরের গর্তে পড়ে পা ভেঙে যায় মার্শালের ঘোড়ার। ইন্ডিয়ান এলাকা ছিল সেটা, সুযোগ পেলেই রেইড করত কোমাঞ্চিরা। পিছিয়ে এসে কুপারকে সাহায্য করে হ্যালেট, শেরিফকে নিরস্ত্র করে নিজের ঘোড়ায় চাপিয়ে শহরের এক মাইলের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছিল।

কুপার এখন জাজ, টেরিটরির রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব আছে তার।

খুব ভোরে স্টোর থেকে একটা এক্সপ্রেস শটগান আর পঞ্চাশ রাউন্ড শেল কিনল সিড হ্যালেট। শটগান লোড করে বাকি শেলগুলো পকেটে

ভরল। স্যাডলে চেপে জ্যাক অটেনের বসতির উদ্দেশে রওনা দিল।

এখনও পুরোপুরি সকাল হয়নি···মেস্কিট ঝোপে কোয়েলরা ডাকছে। দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল ও। কেটি ব্লেভিনের নির্দেশনা অনুসারে জ্যাক অটেনের বসতিতে পৌঁছে গেল। তেমন কিছুই নেই–একটা ঝর্না, ছোট্ট পুকুর, সব্জি বাগান আর ছাইয়ের পরিণতি পাওয়া একটা কেবিন।

সিড হ্যালেটের অভিজ্ঞ চোখজোড়া পুরো উপত্যকা জরিপ করে নিল। এক পাশে কিছু পাথর পড়ে আছে···দারুণ একটা জায়গা, হামলা হলে ওখান থেকে অনায়াসে কয়েকজন লোককে ঠেকিয়ে রাখা যাবে। তবে···প্রতিরক্ষা নয়, আক্রমণের কথাই ভাবা উচিত ওর।

ঝর্নার পেছনে ঝোপের কিনারে ঘোড়া বাঁধছে হ্যালেট, এসময় খুরের শব্দ শুনতে পেল। চট করে রাইফেল তুলে নিয়ে ফিরে তাকাল। ইলেন জনসন। মেয়েটা কাছাকাছি আসার পর খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ও। 'এখানে আসা ঠিক হয়নি তোমার,' প্রায় কর্কশ হয়ে গেল কণ্ঠ। 'ঝামেলা হতে পারে। তাছাড়া এটা মেয়েদের জায়গা নয়।'

'আমিও তাই ভেবেছি, সিড। তবে বার্ডক লোকজন নিয়ে আসছে তো, খবরটা দিতে এলাম,' ক্ষীণ হাসল মেয়েটা, সবুজ চোখে কৌতুক। 'কি জানো, একজন মহিলারই দরকার তোমার···তুমি যতটা অনুভব করো, তারচেয়ে বেশিই দরকার।'

বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকল হ্যালেট, একেবারে বেকুব বনে গেছে। তারপর খেপে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। মেয়েরা কিভাবে জেনে যায় যে ঠিক কোথায় টোকা দিতে হবে?

খুরের শব্দ কানে এল ওর। অনেকগুলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে ছোট্ট উপত্যকায় পৌঁছে গেল টম বার্ডক। সঙ্গে বারো-তেরোজন রাইডার। আড়চোখে মেয়েটির দিকে তাকাল হ্যালেট, সবিস্ময়ে দেখতে পেল স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিয়েছে ইলেন জনসন।

'নাক গলিয়ো না!' নির্দেশ দিল ও।

সামনে এসে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল বার্ডক। ইলেন জনসনকে দেখে রীতিমত বিরক্তি বোধ করছে। জীবনে কোন মহিলাকে খুন করেনি সে, সম্ভবত ওর কোন রাইডারও করেনি, কেবল রুড হার্কনেস ছাড়া। যে-কোন কাজই সম্ভব হার্কনেসের পক্ষে।

'মেয়েটাকে শহরে পাঠিয়ে দাও!' রাগে কেঁপে উঠল বার্ডকের কণ্ঠ। 'মেয়েদের সঙ্গে লড়াই করি না আমি!'

'তা হলে বরং লড়াই কোরো না, মি. বার্ডক,' সিরিয়াস শোনাল ইলেনের কণ্ঠ। 'যদিও তোমার কাজকর্মের সঙ্গে মুখের কথার মিল নেই। ছোট্ট মেয়েটার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছ তুমি!' হ্যালেটের দিকে ফিরল ইলেন। 'আমি এখানে স্বেচ্ছায় এসেছি। সিড বা অন্য কেউ আসতে বলেনি আমাকে। মি. বার্ডক, যা করতে এসেছ তুমি, নিশ্চিন্তে শুরু করতে পারো।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল বার্ডক।

'আজ যদি এখানে কাউকে খুন করার চেষ্টা করো, বার্ডক, শেষপর্যন্ত কে দাঁড়িয়ে থাকে সেটা দেখার সৌভাগ্য হবে না তোমার। প্রথম শটেই তোমার লাশ ফেলে দেব আমি!' রাইফেল তুলে নিশানা করল হ্যালেট। 'ও হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করেনি, টাসকোসা,' বার্ডকের পেছনে হাড্ডিসার এক কাউহ্যান্ডের ওপর ঘুরে এল ওর দৃষ্টি। 'ওকে বলো আমি কে।'

স্যাডলে নড়েচড়ে বসল টাসকোসা। 'বস্, এই লোক সিড হ্যালেট।'

চরম বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে বার্ডক। শিরদাঁড়ায় শীতল অনুভূতি হচ্ছে। হ্যালেট...নৃশংস বন্দুকবাজ! খুনী! রুড হার্কনেসকে পাত্তা দেবে না, এতে বিস্ময়ের কি আছে।

মৃত্যুর শীতলতা অনুভব করছে সে, স্থির হয়ে স্যাডলে বসে থাকল। অন্য যাই করুক, জীবনটা বড় প্রিয় তার, এই বেঁচে থাকাকে বড্ড ভালবাসে, এমনকী টাকা, ক্ষমতা, সমৃদ্ধি কিংবা যে-কোন কিছুর চেয়ে। অথচ এই লোক তাকে খুন করবে, ওর সব লোক, ক্ষমতা, টাকা বা গরুর বিনিময়েও ঠেকানো যাবে না।

ফ্যাসাদ নয়, বরং সমূহ বিপদে পড়ে গেছে সে, স্পষ্ট বুঝতে পারছে। ঘোড়ার লাগাম হাতে তুলে নিল সে। 'চলে এসো, ছেলেরা।'

'বার্ডক?'

লাগাম টেনে ধরল সে, কিন্তু ফিরে তাকাল না।

'এক সপ্তাহ সময় পাচ্ছ, এরমধ্যে দুটো ফায়ারপ্লেস সমৃদ্ধ ছয় কামরার একটা বাড়ি তৈরি করবে। করাল আর বার্নও চাই। যত দ্রুত সম্ভব কাজ শুরু করে দাও।'

ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল দলটা। ট্রেইলে ধুলো উড়ছে। পরাজয়ে নুয়ে পড়েছে রাইডারদের কাঁধ।

'জিতে গেছ তুমি, সিড!'

মাথা নাড়ল বন্দুকবাজ। 'হার্ডক কিন্তু ঠিক ঝুঁকি নিত, তুমি ছিলে বলেই সাহস করেনি।'

এক সপ্তাহ···ভাবছে হ্যালেট, হয়তো এরই মধ্যে পৌঁছে যাবে ড্যান কুপার। সে না এলে বিপদই হবে, আবার খুন করতে হবে ওকে।

একসঙ্গে শহরে ফিরল ওরা। মেয়েটিকে নিয়ে ভাবছে হ্যালেট, রীতিমত উদ্বেগ বোধ করছে। ইলেন এসবের সঙ্গে নিজেকে জড়াল কেন? মেয়েটাই বা কে, এখানে কী করছে?

টম বার্ডকের ব্যর্থ অভিযানের খবর ততক্ষণে পৌঁছে গেছে শহরে। আরও একটা খবর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল: রুড হার্কনেস আসছে···বার্ডকের বিশ্বস্ত পিস্তলবাজ খুন করবে হ্যালেটকে।

অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত হ্যালেট। পুরো জীবনটাই ওর কেটেছে এমন ঝামেলার মধ্যে।

দ্বিতীয় দিন, বার্ডকের চারজন রাইডার এল শহরে। সরাসরি সেলুনে চলে গেল ওরা। পিছু নিয়ে সেলুনে ঢুকল সিড হ্যালেট, ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিল। বার্ডকের রাইডাররা দেখেছে ওকে, বুঝতে পারছে ওর এখানে আসবার কারণ। সমীহ ঝরে পড়ছে ওদের দৃষ্টিতে। হ্যালেটের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, বোঝাতে চাইছে ওকে চাইলেই পেয়ে যাবে।

আরও তিনদিন পেরিয়ে গেল।

গরম পড়ছে দারুণ। বাতাস নেই এক ফোঁটা। সামান্য পরিশ্রমে ঘাম ঝরছে, ঘরের ভিতরেই থাকছে লোকজন। কেউ যদি বেরোয়, দ্রুত কাজ সেরে আবার ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

দুপুরে, পেছনে পনেরোজন রাইডার নিয়ে শহরে এল টম বার্ডক। করালে ঘোড়া রেখে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল ক্রুরা। অলি-গলি বা বাড়ির পোর্চে অবস্থান নিয়েছে। সিগারেট ফুঁকে অলস সময় পার করছে।

ওদের আসবার খবর পেয়েছে হ্যালেট, কিন্তু এ ব্যাপারে খুব একটা উদ্বিগ্ন মনে হলো না ওকে। রেস্তোরাঁয় আরও এক কাপ কফির ফরমাশ দিল। কেটি ব্লেভিন্ কফি দিয়ে গেল। সামনে বসা ইলেন নীরবে দেখছে হ্যালেটকে, ঠোঁট দুটো চেপে বসায় ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

চেয়ার পেছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল হ্যালেট।

ক্যারেনও উঠে দাঁড়াল। 'কোথায় যাচ্ছ, চাচা? আমিও আসব সঙ্গে?'

'না, সোনা,' হাত চালিয়ে মেয়েটার চুল এলোমেলো করে দিল সে। 'লেনের সঙ্গে থাকো তুমি।'

এই প্রথম মেয়েটির নাম ধরে ডেকেছে হ্যালেট, চোখাচোখি হতে দেখল প্রসন্ন হাসি ছড়িয়ে পড়েছে ইলেন জনসনের মুখে। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে,

বেরিয়ে যাওয়ার সময় মনে মনে খিস্তি আওড়াল।

কাজটা যখন করতেই হবে, ভবিষ্যতের জন্য ঝুলিয়ে রাখবার কোন অর্থ নেই। বাইরের তপ্ত রোদে বেরিয়ে আসতে নিজের মধ্যে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ করল সে—চিরাচরিত দুঃসাহসী আর মারকুটে ভাব অনুপস্থিত আজ; কারও দিকে তাকিয়ে মৃত্যুর হিমশীতল উপলব্ধি উপহার দেওয়া, কিংবা কলজে কাঁপানো হাসি—কোনটাই নেই। শেষ কবে এমন হয়েছিল? লড়াই করবার জন্যই লড়াইয়ের উত্তেজনা তৈরি হত ওর মধ্যে, ওটার হলো কী? লড়াই করতে গেলে, মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকবেই, অথচ এখন অনিশ্চয়তায় ভুগছে।

সিড হ্যালেট জানে কী করতে হবে, এবং তৈরিও আছে।

প্রতিপক্ষ শক্তপাল্লা, সংখ্যায় অনেক বেশি। তারপরও, কাজটা শেষ করতেই হবে।

প্রতিটি লোক দেখছে ওকে। সবাই জানে সিড হ্যালেট প্রায় জীবন্ত এক কিংবদন্তী। কেউই ওর মত হওয়ার স্বপ্ন দেখে না, কিন্তু প্রায় সবাই কিছুটা হলেও ঈর্ষা করে ওকে। যে-কারও ভাবনা, সে যদি এভাবে রাস্তায় বেরিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারত! কী শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে হ্যালেটকে, অথচ মুহূর্তের মধ্যে নরক নেমে আসতে পারে এখানে—আগুন ঝরাবে ওর ভয়াল দর্শন জোড়া কোল্ট।

সেলুনে অপেক্ষায় আছে টম বার্ডক। পাশে বসে আছে রুড হার্কনেস। আঁচ করতে পেরেছে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে হ্যালেট। একটু পরই সেলুনের দরজায় তার দীর্ঘ ছায়া পড়ল। চতুর্দিক থেকে হালকা বুটের শব্দ এগিয়ে আসছে, পিছু নিয়েছে বার্ডকের রাইডাররা।

ভিতরে ঢুকল হ্যালেট, কারও দিকে না তাকিয়ে সরাসরি বারের কাছে চলে গেল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরল বার্ডক আর ওর লোকজনের দিকে। একেবারে ঠাণ্ডা, নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ওকে, শুধু চোখ দুটো নড়ছে, কোন কিছুই ওর নজর এড়াচ্ছে না। এ দু'জন মানুষ, আর বাইরে আরও ডজন খানেক লোক। বার্ডক আর তার রাইডাররা মারা গেলে কি লড়াইয়ের শেষ হবে? যদি তাই হয়, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় ওদের সঙ্গী হবে হ্যালেট। কবরের সঙ্গী। ক্ষীণ হাসি ফুটল ওর ঠোঁটের কোণে।

'নিষ্পত্তি হয়ে যাক, টম,' মৃদু স্বরে বলল হ্যালেট। 'তুমি দেখছি ভাড়াটে পিস্তলের পেছনে লুকিয়েছ!'

বার ছেড়ে খানিক সরে গেল রুড হার্কনেস। ড্র করতে যাচ্ছে। কিন্তু

শেষতক সাহসে কুলাল না। সিড হ্যালেটের শান্ত, ধূসর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল, সময় টিকটিক করে এগিয়ে যাচ্ছে।

'যে-কোন সময়ে, রুড!'

এই তো সময়, এখনই! ভোজবাজির মত হাতে উঠে এল জোড়া পিস্তল, শক্ত মুঠিতে চেপে ধরার সময় হ্যামার টানল হার্কনেস; খুনে দৃষ্টিতে বিদ্ধ করল হ্যালেটকে।

ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ঢুকে পড়েছে বার্ডকের চার ক্রু, হাতে খোলা পিস্তল। অন্যরাও পিছিয়ে নেই, জানালার কাছে অবস্থান নিয়েছে তিনজন।

কমলা আগুন ওগরাল সিড হ্যালেটের পিস্তল। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল যেন সেলুনের ভিতর। বুকে গুলির ধাক্কায় টলমল করে উঠল রুড হার্কনেসের দেহ, পা হড়কে গেল তার। ট্রিগারে চেপে বসা আঙুলে চাপ পড়ায় গুলি বেরিয়ে গেল দুই কোল্ট থেকে, সেলুনের মেঝেয় বিঁধল।

প্রাণপণে নিজেকে খাড়া রাখার প্রয়াস পেল হার্কনেস, হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না। চোখ তুলে তাকাল বিশালদেহী গানম্যানের দিকে। একটুও টলছে না সে। মুহুর্মুহু গুলি ছুঁড়ছে, সমানে আগুন ওগরাচ্ছে দুই কোল্ট। চঞ্চল প্রজাপতির মত ঝটিতি অবস্থান বদল করছে হ্যালেট, মুহূর্তের জন্যেও থেমে নেই। পতনের ভারী শব্দে মনোযোগ ছুটে গেল হার্কনেসের, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল সেলুনে প্রবেশ করা এক ক্রু দড়াম করে আছড়ে পড়ল। আরও দু'জন আগেই ভূপতিত হয়েছে।

তীক্ষ্ণ চিৎকারে সংবিৎ ফিরে পেল সে। টম বার্ডকের কাঁধ গুঁড়িয়ে দিয়েছে একটা গুলি। ঝট করে টেবিলের নিচে বসে পড়ল সে। হাত থেকে ফেলে দিয়েছে পিস্তল।

পিস্তল তুলে নিশানা করল হার্কনেস, সমস্ত মনোযোগ একত্র করল। সিড হ্যালেটের কপাল বরাবর। যে হারে শরীর টলছে...হয়তো একটা গুলি করার সুযোগ পাবে। মিস্ করার ইচ্ছে নেই ওর।

ট্যাশ্‌শ্‌!

বিশালদেহী গানম্যানের চোখে মৃত্যুর শীতল ছায়া দেখতে পেল হার্কনেস, জায়গায় জমে গেল ওর শরীর। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল মেঝেয়। এবারের গুলিটা উরুতে বিঁধেছে। বোঝাই যাচ্ছে, ওকে খুন করার ইচ্ছে নেই হ্যালেটের।

দড়াম করে খুলে গেল ব্যাটউইং দরজা। ছুটে ভিতরে ঢুকল দীর্ঘদেহী সাদা গোঁফঅলা এক লোক। ভেস্টের ওপর একটা সোনালি ব্যাজ জ্বলজ্বল

করছে। হাতে শটগান। 'বন্ধ করো এসব!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল সে।

কপালে ঘাম জমেছে টম বার্ডকের। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হ্যালেটের দিকে। মানুষ না শয়তান এই লোক? অন্তত ছয়জন বেপরোয়া লোকের মুখোমুখি হয়েছে সে, অথচ বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে আছে সে, গায়ে একটা টোকাও পড়েনি!

ধীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সে। চারপাশে তাকাল। রক্তের একটা ছোটখাট পুকুরের মাঝে পড়ে আছে রুড হার্কনেস, ফ্যাকাসে মুখ দেখে বোঝা গেল না মরলেও অন্তত জ্ঞান হারিয়েছে। যন্ত্রণায় ককাচ্ছে দুই ক্রু, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে একজন। লড়াই করার খায়েশ মিটে গেছে। তিনটা লাশ পড়ে আছে দরজার কাছাকাছি।

ফ্যাকাসে মুখে ড্যান কুপারের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। মার্শালের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে দুই ডেপুটি। গ্রেফতারের কাজ দ্রুত সেরে ফেলল তারা। এদিকে জঞ্জাল পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বারটেন্ডার, আন্ডারটেকারকে খবর দিতে চলে গেছে এক ভবঘুরে।

নিজের উপস্থিতির কারণ আর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করল মার্শাল। 'যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছে, মি. বার্ডক,' শেষে বলল সে। 'আমার তো মনে হয় কোর্টে এসবের নিষ্পত্তি করাই ভাল। কথা দিচ্ছি, হ্যালেটের কথা মত অটেনদের বাথান ঠিকঠাক করে দিলে আমি নিজে তোমার পক্ষে সুপারিশ করব।'

দায়সারা গোছের মাথা নাড়ল বার্ডক। এখন আর কিছু যায়-আসে না। হেরে গেছে সে। মাশুলটা যত কম হয়, ততই স্বস্তিকর।

বন্দীদের নিয়ে বেরিয়ে গেল দুই ডেপুটি।

সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল ইলেন জনসন। চোখে রাজ্যের উদ্বেগ। 'সিড? ঠিক আছ তো তুমি?'

ধীরে ধীরে সমস্ত উদ্বেগ সরে গেল বিশালদেহী গানম্যানের মুখ থেকে, ইলেনের চোখে চোখ রেখে স্মিত হাসল, রিলোড করা পিস্তল হোলস্টারে রাখার সময় মাথা ঝাঁকাল। 'আমি এখন হোটেলে যাব, গোসল সেরে লম্বা একটা ঘুম দেব। ...কাল দেখা হবে তোমার সঙ্গে, হয়তো...হয়তো একসঙ্গে রাইড করব আমরা, লেন, যদি তুমি রাজি থাকো।'

'নিশ্চই! তুমি শুধু সময়টা জানাবে আমাকে, সিড।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল হ্যালেট, তারপর ঘুরে দরজার দিকে এগোল। দু'পা এগিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে কুপারের দিকে ফিরল। 'ধন্যবাদ, ড্যান। ঠিক সময়ে এসেছ। সন্ধেয় দেখা হবে তোমার সঙ্গে।' বলে বেরিয়ে গেল সে।

চিন্তিত দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল ড্যান কুপার। তারপর আনমনে মাথা নাড়ল। ইলেন জনসনকে দেখে হ্যাট ছুঁয়ে নড করল। 'বহুদিন ধরে ওকে চিনি আমি, মিস্। হেন কাজ নেই যা করেনি ও, কিংবা লোকে ওকে যতই খারাপ বলুক, আসলে মনটা ভাল ওর।'

'জানি,' আত্মবিশ্বাসী স্বরে জবাব দিল সবুজ-নয়না। 'ক্যারেনের সঙ্গে ওকে প্রথম যখন দেখেছি, তখনই নিশ্চিত হয়ে গেছি আমার অপেক্ষার দিন শেষ হয়েছে।'

'তুমি কে, ম্যা'ম?'

'আমি?' স্মিত হাসল মেয়েটি, চোখের তারায় কৌতুক ফুটে উঠল। 'টম বার্ডক সম্পর্কে আমার চাচা হয়, তবে রক্তের সম্পর্ক নেই আমাদের মধ্যে।'

বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল অ-অফিসারের কাঁধ। 'অথচ তুমি নিজের চাচার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছ?'

'সেজন্যে একটুও আফসোস নেই আমার!' দরজার দিকে এগোনোর সময় বলল ইলেন।

পরদিন হাতুড়ি আর লোহালক্কড়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড়ের আনাচে-কানাচে। পনেরোজন কঠিন পরিশ্রমী কাউহ্যান্ড ক্যারেন অটেনের বাড়ি তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছে।

সংঘর্ষ

দারুণ সুদর্শন মানুষ। পঞ্চাশ হবে বয়স, দীর্ঘ বে ঘোড়ার পিঠে দারুণ লাগছে তাঁকে। জাঁদরেল জেনারেলের মত, কর্তৃত্ব আর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে স্যাডলে ঘুরে বসে পেছনে অনুসরণরত রাইডারদের দিকে তাকালেন তিনি। 'এখানেই ক্যাম্প করব আমরা,' নির্লিপ্ত স্বরে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। 'শিকার কাছাকাছি আছে যখন, অযথা হয়রানি করে ঘোড়াগুলোকে খুন করার কোন কারণ দেখছি না আমি।'

কর্নেল রবার্ট ওয়ারেনকে আগেও দেখেছি আমি। উইলো স্প্রিঙের চৌহদ্দিতে সবচেয়ে আলোচিত নাম। পাসির সব সদস্যদের মধ্যে কেবল তাঁরই ঘোড়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা নয়, কারণ বাড়তি একটা ঘোড়া সঙ্গে আছে ওঁর। দুটোই দারুণ তেজী ঘোড়া, টেনেসি ওয়াকার জাতের। দিনে দু'বার ঘোড়া অদলবদল করছেন যাতে কোনটাই খুব বেশি ক্লান্ত না হয়ে পড়ে। ওই ঘোড়া দুটো, আমার ধারণা, কিছু কিছু মানুষের চেয়েও ভাল ভাবে বেঁচে আছে।

শুধু বাড়তি ঘোড়াই নয়, পাসি বাহিনীতে একজন হসল্যারও নিয়ে এসেছেন কর্নেল, তার কাজই হচ্ছে ঘোড়া দুটোর যত্ন করা।

আমার নাম কার্টিস ড্রুরি। উইলো স্প্রিঙে বলতে গেলে আগন্তুক, আর যা পরিস্থিতি—হাতে জান নিয়ে পালাতে হচ্ছে। কর্নেলের সঙ্গে নয়জন লোক, উদ্দেশ্য একটাই: ধরামাত্র ঝুলিয়ে দেবে আমাকে।

দু'জনকে নিয়ে চিন্তিত আমি। কর্নেল খুব জেদী মানুষ। লোকজন বলে নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপর ওঁর আস্থা ষোলোআনা। কঠিন চীজ, সহজে কোন কিছু থেকে বিচ্যুত হন না। আরেকজন হচ্ছে কাইজ গিলরয়।

তিন সপ্তাহ আগে ওয়াইল্ড হর্স মাইনিং ক্যাম্পে লোকটার সঙ্গে হাতাহাতি হয়েছে আমার। গোঁয়ার টাইপের লোক, যা ইচ্ছে তাই করতে অভ্যস্ত, আর এ কারণে প্রায় সবাই সমঝে চলে ওকে, ভয় পায়। আমি

এখানে নতুন, স্রেফ তারুণ্য পেরুনো এক যুবক, ওর চোখে কোন ভাবেই গুরুত্ব পাওয়ার কথা নয়।

আরেক মাইনার উইল নোলান সতর্ক করেছিল আমাকে। 'ওকে খুন করা উচিত ছিল তোমার, কার্ট। আজকের কথা ভুলবে না ও, কবরে তোমার ঠাঁই হলে তবে শান্তি পাবে গিলরয়। মহা হারামী লোক।'

কাইজকে আচ্ছামত ধোলাই দিয়েছিলাম সেদিন। প্রায় একতরফা লড়াই। হাতের গাঁটে কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে, ঠোঁটের কোণ কেটে গেছে এক জায়গায়; এই হচ্ছে আমার ক্ষতির পরিমাণ। অথচ হাতাহাতি লড়াইয়ে অজেয় ছিল কাইজ গিলরয়, পিস্তলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আর উইলো স্প্রিং এবং মেস্কিট হিলসের মাঝখানে ওর মত দক্ষ ট্র্যাকার নেই কেউ আর। সুনাম যাই হোক, সেটার প্রতি সুবিচার করতে পারেনি কাইজ, প্রায় অচেনা এক যুবকের হাতে দারুণ মার খেয়েছে সেদিন।

কর্নেল ওয়ারেন জেদী, নাছোড়বান্দা টাইপের মানুষ। নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা ওঁর অসাধারণ। কারও পেছনে লাগলে, থামতে জানেন না। কাইজ যে-কোন ইন্ডিয়ানের মতই ধূর্ত, কৌশলী; ট্রেইলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে ছেড়েছে–ঠিক ঠিক চলে এসেছে পিছু নিয়ে।

পাথরের আড়াল থেকে পাসি বাহিনীর ওপর নজর রাখছি আমি, পরিস্থিতি মোটেও অনুকূল মনে হচ্ছে না। অন্তত আমার জন্যে।

প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছেছেন যেন, এমন ভাবে স্যাডল ত্যাগ করলেন কর্নেল। দীর্ঘ কালো চুল লুটিয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর। নীল ওভারকোটের নিচে সুঠাম চওড়া কাঁধ।

আগুনের কাছে চলে গেল সবাই, কেবল কাইজ ছাড়া। সন্ধের ম্লান আলোয় এখনও আমার ট্র্যাক খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে সে। দারুণ ধূর্ত আর দক্ষ লোক। ঠিক টের পেয়ে গেছে যে কাছাকাছি আছি আমি, শিকারের প্রত্যাশায় উন্মুখ হাউন্ডের মতই আগ্রাসী হয়ে উঠেছে এখন।

আগুনের ধারে বসে কাইজকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখলেন কর্নেল ওয়ারেন, শেষে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। 'বাদ দাও, গিলরয়! সকালে অনেক সময় পাবে।'

'কাছেই আছে ও, কর্নেল,' নিরাবেগ স্বরে বলল কাইজ। 'আমি জানি…টের পাচ্ছি। ওর ঘোড়াটার সামর্থ্য শেষ, এখনই ওকে ধরা সহজ হবে। ঘোড়াটা বিশ্রাম পাওয়ার সুযোগ পেলে ধরতে পারব না।'

'বলেছি তো সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা!' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল

কর্নেলের কণ্ঠ, আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে আগুনের কাছে চলে গেলেন তিনি। উষ্ণতা পাওয়ার আশায় দস্তানা খুলে হাত মেলে ধরলেন। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল কাইজ গিলরয়, কর্নেলের নির্দেশে অসন্তুষ্ট হয়েছে। কিন্তু উইলো স্প্রিং এলাকায় কর্নেলের প্রভাব ওকে নিরস্ত হতে বাধ্য করল। কর্নেল যখন কোন নির্দেশ দেন, সেটা শোনে সবাই। ওঁর মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার ধৃষ্টতা সচরাচর দেখায় না কেউ।

আমার ঘোড়ার ব্যাপারে ঠিকই আঁচ করেছে কাইজ। পনিটা বেশ তেজী ছিল, তবে কত আর ছুটবে! তিনদিন ধরে ক্রমাগত ছোটার মধ্যে ছিল। সাধ্যমত করেছে ওটা, এতদূর পর্যন্ত যে আসতে পেরেছে সেটাই বেশি। ট্রেইলের একটু দূরে পাথরের সারি পেরিয়ে আসার পরপরই মারা গেছে ঘোড়াটা। সকালে ওটাকে খুঁজে পাবে পাসির সদস্যরা, জানতে পারবে সাফল্যের কত কাছে ছিল ওরা।

জানবে স্রেফ কয়েক মিনিটের জন্যে ধরতে পারেনি হিউগো নেলির খুনীকে। নেলির নিজের র‍্যাঞ্চে ওকে খুন করেছি আমি। ত্রিশ গজের মধ্যে ছিল ওর ছয় ক্রু। অনায়াসে সাক্ষ্য দিতে পাররে ওরা, যদিও কেউই শোনেনি গুলি করার ঠিক আগে নেলিকে কি বলেছি। শুধু নেলিই কথাগুলো শুনেছে, এবং সেটাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। চেয়েছি লোকটা জানুক কেন সে মারা যাচ্ছে।

'ক্ল্যারিস টেলর খুব ভাল মেয়ে, নেলি,' ওকে বলেছিলাম। 'তুমি ওকে যা মনে করো, কিংবা যেমন দাবি করেছ, মোটেই সেরকম নয়। আর কখনও ওকে বিরক্ত করতে পারবে না তুমি।' কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করেছিলাম। কাদায় পড়ে থাকল সে, শার্ট আর মাটি রক্তে সয়লাব হয়ে গিয়েছিল। ওর লোকজন গুলির শব্দ শুনে বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে আসার আগেই বাইরে থেকে দরজার খিড়কি আটকে দিয়েছিলাম, তারপর এক লাফে স্যাডলে চড়েই ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছি। তবে অবশ্যই জানালা দিয়ে আমাকে দেখেছে ওরা।

গর্ব করে বলার মত পরিচয় নেই আমার। স্রেফ ভবঘুরে এক কাউহ্যান্ড আমি। বিভিন্ন কাজ হাত পাকিয়েছি। পাঞ্চার হিসেবে দক্ষ, আর পিস্তলে চালুই বলা চলে। বাইশ বছর বয়স। এ পর্যন্ত ছয়জন মানুষ খুন হয়েছে আমার হাতে। নিজস্ব বলতে কিছুই নেই আমার–কোন বাড়ি নেই, কোথাও যাওয়ার জায়গাও নেই।

কিন্তু ক্ল্যারিস টেলর সত্যিই ভাল মেয়ে, এবং সেটা আমার চেয়ে বেশি

কেউ জানে না।

কটনউডের ছায়ায় পুরানো লালচে পাথুরে বাড়িটায় থাকে ক্ল্যারিস। কিছু গরু ছাড়াও হাঁস-মুরগী আছে ওর, সব্জি বাগান রয়েছে। বেশ ভাল ভাবেই কেটে যাচ্ছে ওর দিন।

মাঝে মধ্যে ওর হয়ে গরু ধরে নিয়ে আসতাম আমি। কয়েকবার আমাকে ডিম দিয়েছে ও, মাঝে মধ্যে কথা হত ওর সঙ্গে, আমার নিজের পরিবার সম্পর্কে বলতাম। ভদ্র বনেদী বংশে জন্ম হলেও দশ বছর বয়সেই বাবা-মাকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ কিন্তু বেপরোয়া এক তরুণে পরিণত হলাম, সামান্য উস্কানিতে যে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে দ্বিধা করে না।

ক্ল্যারিস আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দময় একটা দিক জুড়ে রয়েছে। নিশ্চিত না হলেও বুঝতে পারি কিছুটা হলেও আমাকে পছন্দ করে ও। মেয়েটা শিক্ষিতা, একা থাকলেও পরিপূর্ণ লেডির মত আচরণ আর জীবনযাত্রা ওর।

লোকজন কানাঘুষা করে গোপন কোন প্রেমিক আছে ওর...রাতের বেলায় প্রেমিক লোকটা দেখা করতে যায় ওর বাড়িতে। এসব ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখাই উচিত সবার, কিন্তু কথাটা যখন তোলে কেউ, বারবারই আলোচনায় চলে আসে, গুজব বা রটনাও তৈরি হয়। গুজবটা যখন ক্ল্যারিসের মত একজন ভদ্রমহিলা সম্পর্কে রটে, তখন স্রেফ আনন্দের জন্যেও সেটা ছড়িয়ে দিতে পছন্দ করে মানুষ। তো, তাতে আর কারও মাথা ব্যথা না হলেও আমার হয়েছে। মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আমার। ওয়াইল্ড হর্স ক্যাম্পে সে-সুযোগই নিয়েছিল কাইজ গিলরয়। ক্ল্যারিসের প্রসঙ্গ ওঠা মাত্র কাইজকে চুপ করে থাকার নির্দেশ দিলাম, বলেছি আসলে সে একজন কাপুরুষ এবং অভদ্রলোক। উত্তরে দেঁতো হাসি উপহার দিয়েছে কাইজ, পিস্তলের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল ওর হাত। নেভি কোল্টের বাঁটে হাত রাখা মাত্র ওকে আঘাত করলাম আমি। শো-ডাউনের জন্যে প্রস্তুত ছিল সে, তাই দারুণ বিস্মিত হয়েছিল। ভ্যাবাচেকা খেয়ে, ঘুসির চোটে পড়ে যায় সে মাটিতে, এ সুযোগে কাইজের পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি আমি।

উঠে দাঁড়াল ও একটু পর, এবং লড়লাম আমরা।

আচ্ছামত পেটালাম ওকে, একসময় উঠে দাঁড়ানোর মত শক্তি রইল না ওর। শেষে আবারও কথাগুলো বললাম কাইজকে, অন্যরাও শুনল: 'ক্ল্যারিস একজন লেডি। আজকের পর এ নিয়ে আর একটা শব্দও উচ্চারণ করবে না

কেউ। কেউ যদি কিছু বলে, তাহলে কপালে খারাবি আছে তার। বুঝেছ, কাইজ?'

চারজন দর্শকের সামনে চরম অপমানিত হলো কাইজ গিলরয়। উইল নোলানের কথাই ঠিক, বুঝতে পারছি এখন...সেদিন কাইজকে খুন করা উচিত ছিল...শো-ডাউনে গেলেই হত। কিন্তু বেঁচে আছে কাইজ, এবং এবার প্রতিশোধ নেওয়ার পালা ওর।

ক্ল্যারিসের সঙ্গে দেখা করতে যায় কেউ, এটা শুধু কাইজই নয়, আমিও জানি। এক রাতে ক্ল্যারিসের বাড়ির ধার দিয়ে ফিরছিলাম, দূর থেকে জানালায় আলো দেখে এগিয়ে গেলাম...ভেবেছিলাম প্রিয় মুখটা দেখার আনন্দ নিয়ে ক্যাম্পে ফিরব...তো, যা দেখলাম, মনে হলো না দেখলেই ভাল হত। বাড়ির আঙিনায় ঢুকল এক লোক। দীর্ঘদেহী, চওড়া হ্যাট মাথায়। দু'ঘণ্টারও বেশি সময় থাকল সে...সবই দেখেছি আমি। তারপরও জানি, ক্ল্যারিস নরম্যান নিষ্পাপ। ধারণাটা কখনও বদলাবে না।

পরে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। হয়তো উচিত হয়নি, আমার ব্যাপারও নয় এটা, কিন্তু ওকে নিয়ে নিজের মনে স্বপ্নের সৌধ তৈরি করে ফেলেছি আমি। জানতাম উত্তরটা না পেলে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে যাবে আমার। কিন্তু জবাব পেলাম না—অন্তত সরাসরি কিছু বলেনি ক্ল্যারিস।

'তোমাকে বলতে পারব না, কার্ট,' বলেছে ও। 'আমি দুঃখিত। বিশ্বাস করো, তুমি যা ভাবছ তা নয়...প্রেম বা ওরকম কিছু নয় ব্যাপারটা।' বিব্রত স্বরে বলল ও, রক্তিম আভা ছড়িয়েছে গালে, সযত্নে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। 'এটাই বিশ্বাস করতে হবে তোমাকে, সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু এই বলার আছে আমার।'

তো, বলতে পারছি না যে সন্তুষ্ট হওয়ার মত উত্তর পেয়েছি। কিন্তু নিজের মধ্যে স্বস্তি আবিষ্কার করে আমি নিজেই অবাক হয়েছি। ওকে জিজ্ঞেস করেছি, হয়তো ওকে ভালবাসি বলেই, আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার।

এমন নয় যে শুধু আমি একাই দেখেছি সেই লোককে। হিউগো নেলিও দেখেছে। শুনলাম রহস্যময় লোকটির পরিচয়ও জানে নেলি। আমি জানি না, জানতে চাইও না। কারণ বিশ্বস্ত থাকতেই পছন্দ করি আমি।

তবুও সেই দিনটার কথা আজীবন মনে থাকবে...এই তো, পাঁচদিন আগের ঘটনা। হঠাৎ ক্যাম্পে উপস্থিত হয়েছিল উইল নোলান। 'কার্ট,' আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে জরুরী কণ্ঠে বলল ও। 'ক্ল্যারিস একটা

খবর দিতে বলল তোমাকে। ও নাকি খুব বিপদে আছে, বলেছে সম্ভব হলে যেন দেখা কোরো।'

পনিটা ছিল ক্যাম্পের সবচেয়ে তেজী আর চৌকস ঘোড়া, ওটা নিয়েই ছুটলাম আমি। ক্ল্যারিসের বাড়িতে গিয়ে ওকে গেটের কাছে দেখতে পেলাম। ভীত, সন্ত্রস্ত, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল ওকে। 'তোমাকে ডেকে পাঠানো হয়তো ঠিক হয়নি, কার্ট, কিন্তু কি করব বুঝতে পারছিলাম না। আর তুমি আমাকে বলেছ যে...'

'ম্যা'ম, তুমি আমাকে ডেকেছ বলে সত্যিই খুশি হয়েছি। নিজেকে নিয়ে গর্ব হচ্ছে, এজন্যে যে প্রথমে আমার কথাই ভেবেছ তুমি।'

ক্ল্যারিস যখন আমার চোখের দিকে তাকাল, নিখাদ সততাই দেখতে পেলাম। গাঢ় সুন্দর চোখ দুটো আলোড়ন তুলল আমার বুকে, ঠিকমত কথা বলাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

'কার্ট, তোমার কথা ভেবেছি আমি, অনেক...অনেকবার। ...কার্ট, হিউগো নেলি ওই লোককে দেখে ফেলেছে...আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে যে-লোক। ওহ্, কার্ট, তুমি তো জানো, সবাই যা ভাবছে আসলে তা নয়! আমি ওদের বিশ্বাস করাতে পারব না, কিন্তু তুমি পারবে। আমি পুরোপুরি নির্দোষ, অথচ সেটা প্রমাণ করার জন্যে নিজের গোপন বিষয়গুলো প্রকাশ করতে পারব না। যদি মুখ খুলি তাহলে কয়েকজন ভালমানুষের ক্ষতি হয়ে যাবে। যে লোক আমার সঙ্গে দেখা করে, বিশ্বাস করো, খুব ভালমানুষ তিনি...জেনে-শুনে আমি ওঁর কোন ক্ষতি করতে পারব না!'

গভীর আয়ত চোখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বিশ্বাস করা ছাড়া কিছুই করার ছিল না আমার। 'বেশ তো। বলার দরকার নেই।'

'হিউগো নেলি ওঁকে দেখে ফেলেছে, কার্ট। সে জানে বেসিনে আমার সম্পর্কে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। আজ এখানে এসেছিল ও। বলল নির্দিষ্ট কোন পুরুষকে পছন্দ করার অধিকার নেই আমার মত কোন মেয়ের, আমাকে যদি একজন পেতে পারে, তাহলে সেও পেতে পারে। ভাগ্যিস, হাতে শটগানটা ছিল তখন, নইলে হয়তো...' আর কিছু বলল না ক্ল্যারিস, দু'পা এগিয়ে এসে আমার আস্তিনে হাত রাখল। 'না, কার্ট, আমার কথা শোনো! সবটা বলতে দাও।'

'নেলির সঙ্গে দেখা করব আমি। আর কখনও তোমাকে বিরক্ত করতে পারবে না সে।'

'আমি তোমাকে সবই বলতে চাই, কার্ট। কিন্তু পরে...সুযোগ হলে

বলব। নেলি ওই লোককে দেখেছে। শাসিয়েছে আমি যদি ওকে প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে ওই লোকের কথা বলে দেবে সবাইকে। ওকেও বলেছিলাম যে সে যা ভাবছে তা নয়, কিন্তু আমার মুখের ওপর হেসেছে নেলি। যীশুর কীরে, কার্ট, এমন জঘন্য কোন কাজ করিনি আমি।

'বিশ্বাস করো, কার্ট, সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখছি আমি! বুঝতে পারছি না কি করব। নেলির উদ্দেশ্য পূরণ হলে একজন ভদ্রলোক আর একজন ভদ্রমহিলার সুনাম ধুলোয় মিশে যাবে...আর যাদের আমি ভালবাসি তাদের ছেড়ে হয়তো অন্য কোথাও চলে যেতে বাধ্য হব...আমি খুব কষ্ট পাব তাতে, কার্ট। আর...আমার প্রতি সদয় এমন একজন মানুষ হয়তো চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'নেলির সঙ্গে কথা বলব আমি!'

'ও কি শুনবে?' শঙ্কিত, সন্দিহান দেখাল ক্ল্যারিসকে। 'কার্ট, আমি চাই না তোমার কোন ক্ষতি হোক। প্লীজ...আমি...'

ওর কথা শোনার অপেক্ষায় নেই তখন আমি, পনিটাকে ছুটিয়ে দিয়েছি তুমুল বেগে। মিনিট কয়েকের মধ্যে চার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেলাম হিউগো নেলির বাথানে। বাড়ির সামনেই পেলাম ওকে। সব ক্রু তখন বাঙ্কহাউসে তাস খেলছে বা গল্প করছে। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা যা হবে, কিছুই শুনতে পাবে না ওরা, নিশ্চিন্ত হলাম আমি।

বিশালদেহী মানুষ সে। চৌকো লালচে মুখ। নিজেকে এলাকায় ওজনদার লোক মনে করে। বড়সড় আউটফিট আর দশজন টাফ কাউহ্যান্ড যদি ওই ধারণার উৎস হয়ে থাকে, তাহলে কিছুই বলার নেই কারও। ওর মত লোক কখনোই পছন্দ হয়নি আমার, এবং শুনেছি নেলি প্রায়ই বলে বেড়ায় দুনিয়ায় এমন কোন মেয়ে নেই যাকে কেনা যায় না, বেশিরভাগ সময় মূল্যটা সস্তাই হয়ে থাকে।

আমার মধ্যে বিশেষ কিছু দেখতে পায়নি সে। দীর্ঘদেহী এক তরুণ, সুঠামদেহী তবে হৃষ্টপুষ্ট বলা যাবে না, মুখটাও দেখতে শান্ত। এখনও দাড়ি গজায়নি ভাল করে। যদিও পুরো বাইশ হয়েছে, ক্ল্যারিসের চেয়ে দুই বছরের বড় আমি। হালকা বাদামী চুল, কোঁকড়ানো। লেভাইস আর বাকস্কিন জ্যাকেট পরনে–সবই পুরানো, নোংরা না হলেও বহুল ব্যবহৃত।

তো, শান্ত এবং ভদ্র ভাবে নিজের উদ্দেশ্য জানালাম, অনুরোধ করলাম ওকে। কিন্তু ওই যে বললাম, আমার মত ভবঘুরে তরুণকে গোনায় ধরবে কেন এলাকার প্রতিষ্ঠিত একজন র‍্যাঞ্চার? বয়সে পনেরো বছরের ছোট কোন

তরুণের কাছ থেকে পরামর্শ শুনে ভাল লাগল না ওর। শেষ করার আগেই রাগে কুৎসিত হয়ে গেল নেলির মুখ, পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল; ওই মুহূর্তে সে নিশ্চিত ছিল আমার মত মাকাল ফলকে নিকেশ করে ফেলতে পারবে।

ভোজবাজির মত আমার হাতে উঠে এল কোল্টটা, মুহূর্তের জন্যে নেলির মুখে বিস্ময় দেখতে পেয়েছিলাম; ঠিক তখনই নিজের বিপদ আঁচ করতে পারল সে। পরপর দুটো বুলেট বিদ্ধ হলো হিউগো নেলির প্রশস্ত বুকে। এক পা আগে বাড়ল সে টলমল পায়ে, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্কহাউসের দিকে ফিরলাম।

এই হচ্ছে আসল ঘটনা। ক্ল্যারিস নরম্যানকে পেছনে ফেলে এসেছি, জান বাঁচাতে ছুটছি এখন। যত কমই বলুক, নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছি মেয়েটিকে, একবারের জন্যেও ভাবিনি যে কথাগুলো মিথ্যেও হতে পারে। ক্ল্যারিস আশা করেছিল নেলির সঙ্গে একটা সমঝোতায় যেতে পারব, কিন্তু মাথামোটা সে, এমন কিছু হবে আমিও জানতাম। সুতরাং যার যা পরিণতি হওয়া উচিত—হিউগো নেলি পেয়েছে কবরে আশ্রয় আর আমার ভাগ্যে জুটেছে একটা দ্রুতগামী ঘোড়া। দু'দিনে প্রায় দেড়শো মাইল পথ পাড়ি দিয়েছি, আঠার মত পিছু লেগে আছে ওরা।

রাতটা ঠাণ্ডা, হিমেল বাতাস বইছে…বোল্ডারের আড়ালে গুটিসুটি মেরে বসে থাকলাম। খানিকটা উষ্ণতা পাওয়ার আশায় বগলের সঙ্গে চেপে ধরেছি হাত দুটো। ঢালের নিচে ক্যাম্পের দিকে তাকালাম, বাতাসের ঝাপটায় বেঁকে যাচ্ছে আগুনের শিখা, কফি গিলে চাঙা হয়ে উঠছে ওরা।

একে একে বিছানা করল সবাই, কেবল কাইজ গিলরয় ব্যতিক্রম। শোয়ার ব্যাপারে উৎসাহী মনে হলো না ওকে। ঘৃণা আর প্রতিহিংসা কুরে কুরে খাচ্ছে ওর ভেতরটা, গিলরয় যে ধরনের মানুষ, আমি নিশ্চিত কোন একদিন মুখোমুখি হব আমরা দু'জন।

শীতল বাতাস কাঁপ ধরিয়ে দিচ্ছে শরীরে। বাতাসের ঝাপটায় নিচু হয়ে গেছে গাছের সারি, শুকনো পাতার ঝড় বইছে মাটিতে।

একটা দড়ি নিয়ে ঘুরছে ওরা, আমার গলায় ব্যবহার করবে। দীর্ঘদেহী কর্নেল আর কাইজ গিলরয়। কর্নেল নির্দেশ দেবেন যেন সেনাবাহিনীর কোর্ট মার্শাল বসেছে, অন্যরা যখন গলায় দড়ি পরাবে তিনি তখন কোয়ার্ট হাতে দাঁড়িয়ে থাকবেন, মোক্ষম সময়ে নির্দেশ দেবেন। কাইজ ক্রূর হাসি নিয়ে দেখবে আমাকে, মনে মনে সন্তুষ্টি বোধ করবে যে যার হাতে মার খেয়ে সুনাম হারিয়েছে, বিপজ্জনক সেই লোকটিকে বিদায় করা গেছে।

একটা ঘোড়া চাই আমার। যেভাবেই হোক পেতে হবে।

পাসির একটা ঘোড়া চুরি করাই সবচেয়ে সহজ এবং সম্ভাব্য উপায়।

সিদ্ধান্তটা নিতে বেশি সময় লাগল না, কারণ বিকল্প কোন উপায় নেই। মত ঠিক করে সন্তর্পণে ঢাল ধরে নামতে শুরু করলাম। যতটা সম্ভব আড়ালে থাকার চেষ্টা করছি। অন্ধকার সাহায্যই করছে আমাকে। তবুও, পিকেট করা ঘোড়াগুলোর কাছে যেতে পুরো এক ঘণ্টা লেগে গেল। দশটা ঘোড়া পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কর্নেলের বে ঘোড়াটা একা একপাশে দাঁড়িয়ে যেন উঁচু জাতের কোন ঘোড়া, অন্যগুলোর সঙ্গে থাকলে মানহানি হবে ওটার। অদ্ভুত কোন কারণে ওটাকে আলাদা রেখেছে হসল্যার বা কর্নেল।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছি। ঝোপের কিনারে এসে আঙুলগুলো বগলের সঙ্গে চেপে ধরলাম, গরমে আড়ষ্টতা কাটবে তাহলে। দ্রুত ল্যাসোর গেরো খুলতে হলে হাত চটপটে হতে হবে। আড়ষ্ট হাতে সম্ভব হবে না। কারণ ঘোড়ার দখল পাওয়া মাত্র দ্রুত সরে পড়তে হবে।

ক্যানিয়নে বিলাপ করছে বাতাস, শুকনো পাতা উড়ছে। পাইনের ঊর্ধ্বমুখী সুচাল শাখাগুলোকে কঙ্কালের মত রুগ্ন দেখাচ্ছে, ঈশ্বরের কাছে ফরিয়াদ করছে যেন।

খোলা জায়গার কিনারে চলে এসেছি, ঠিক এ সময়ে ওপাশে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। কর্নেল ওয়ারেন!

বিশাল বে ঘোড়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, ওটার ঘাড়ে চাপড় মারলেন। গাজর বা ওরকম কিছু একটা খাওয়ালেন ঘোড়াটাকে। মচমচ শব্দ হলো কিছুক্ষণ। কাছাকাছি রয়েছি আমি, এতটা কাছে যে স্যাডলের হালকা খসখসে শব্দও শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ চোখে পড়ল বে ঘোড়ার পেটের আড়াআড়ি একটা কিছু ঝুলিয়ে রাখলেন কর্নেল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরতি পথে চলে গেলেন ক্যাম্পের দিকে।

ঠিক পরপরই ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল কাইজ গিলরয়। থমকে দাঁড়িয়ে চারপাশে ইতিউতি তাকাল সে। বেশ অন্ধকার, স্পষ্ট চোখে পড়ছে না, কিন্তু তারপরও মনের চোখ দিয়ে ওকে দেখতে পেলাম। কাইজ দীর্ঘদেহী মানুষ, ঝুঁকে পড়া প্রশস্ত কাঁধ, লম্বাটে মুখে মাংস কম, হাড়গুলো তাই স্পষ্ট আর কোটরে বসে যাওয়া চোখ। একবার তাকালে আবারও তাকাতে হবে। প্রথমবার দেখে মনে হবে অস্বাভাবিক কী যেন আছে ওর চোখে, কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকালেও সেটা চোখে পড়বে না, কিন্তু মনের মধ্যে ছাপ রয়ে

যাবে। আগাগোড়া নীচ, স্বার্থপর লোক।

মিনিট খানেক পর কর্নেলকে অনুসরণ করল সে, বে ঘোড়ার ধারে-কাছেও গেল না।

অন্ধকারে অপেক্ষায় থাকলাম কিছুক্ষণ, একটা লগের ছায়ায়। দূর থেকে দেখলাম বিছানায় শুয়ে পড়ল গিলরয়, মাঝে মধ্যে মৃদু নড়াচড়া করছে। কম্বলের তলায় লোকটার নড়াচড়া বন্ধ হওয়ার পর উঠে দাঁড়ালাম।

ঘোড়ার কাছাকাছি এক টুকরো গাজর পড়ে আছে। ওটা তুলে নিয়ে বে-কে দিলাম। ঘাড়ের ওপর পেঁচিয়ে রাখা থলে খুলে লাগাম হাতে ঘোড়াটাকে নিয়ে চললাম আমি, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোচ্ছি। পাইনের সারি পেরিয়ে ওপাশের বালিময় ট্রেইলে চলে এলাম। স্যাডলটা রেখে এসেছি যেখানে, সেখানে এসে স্যাডল চাপালাম বে-র পিঠে।

মোটামুটি নিশ্চিন্ত হওয়ার মত দূরত্বে চলে এসেছি। আচমকা কেউ জেগে না উঠলে, সকালের আগে ঘোড়া চুরির খবর জানতে পারবে না ওরা। সকাল হতে এখনও কয়েক ঘণ্টা বাকি। এই সময়ে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যেতে পারব আমি। স্যাডলে চাপার আগে কর্নেলের রেখে যাওয়া থলেটা পরখ করলাম। এক ব্যাগ ওট, দশ-বারোবার বে-টাকে খাওয়ানো যাবে। মাঝরাতে কোন ঘোড়ার পিঠে এমন জিনিস রেখে যায় না কেউ। বড় অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে ব্যাপারটা।

কিছুক্ষণের মধ্যে টের পেলাম ঘোড়াটা দারুণ। ইচ্ছেমত এগোচ্ছে ওটা, আমি অন্তত বাধা দিচ্ছি না। যেদিকেই যাক, দূরত্ব তো তৈরি হবে। দীর্ঘ উপত্যকা আর নগ্ন রীজের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ওটা। জায়গাটা সম্পূর্ণ নতুন আমার কাছে, কিছুটা হলেও উদ্বেগ আর অস্বস্তি বোধ করছি সেজন্যে, যেহেতু কর্নেল বা কাইজ, দু'জনেই এলাকাটা খুব ভাল করে চেনে। ঢালু জমিতে পাইনের সারি পেরুনোর পর অ্যাসপেনের ঝাড় শুরু হলো একসময়। ঘণ্টা খানেক পর নীচের উপত্যকায় নেমে এলাম। ট্রেইলের ধারে ক্রীক দেখে থামলাম ক্ষণিকের জন্যে। ঘোড়াটা তেষ্টা মিটিয়ে নিল।

চার ঘণ্টা পর থামলাম। ঘোড়ার সামনে আগে আগে হেঁটে চললাম। কিছুটা বিশ্রাম দিচ্ছি ওটাকে। কিছুদূর যেতে পছন্দসই একটা জায়গা পেয়ে ক্যাম্প করলাম। ঘাসের ওপর চরছে ঘোড়াটা, এদিকে কফি তৈরি করছি আমি।

মিনিট ত্রিশ বিশ্রাম নিয়ে ফের যাত্রা করলাম। তৃণভূমি পেরিয়ে আরেক সারি পাহাড়ের কাছে চলে এসেছি, ঢালু পথ কয়েকশো গজ দূরে উঠে গেছে

রীজের চূড়ায়। স্যাডল ছেড়ে লাগাম ধরে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোলাম। পাহাড় সারি পেরিয়ে ওপাশের ঢালু জমি ধরে পাইনের সারিতে ঢুকে পড়লাম।

বিস্তীর্ণ উপত্যকা। কোন রেঞ্জ বোধহয়। কিছুদূর এগোনোর পর গরু চোখে পড়ল। বুদ্ধিটা এল সঙ্গে সঙ্গে। গরুগুলোকে খেদিয়ে আগে আগে নিয়ে চললাম, ক্ষীণ একটা ক্রীকের পাড়ে এসে থামলাম। এবার ফিরতি পথে খেদিয়ে দিলাম গরুগুলোকে। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ গজ এগোল ওগুলো, আমার ঘোড়ার ছাপ মুছে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট দূরত্ব। এবার ঘোড়াকে নিয়ে ক্রীকে নেমে এলাম, উজান ধরে এগোতে থাকলাম। ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত গভীর পানিতে এসে ওপাড়ে উঠে এলাম।

প্রায় দু'দিন টানা এগিয়ে চললাম পশ্চিমে।

যে ট্রেইল পেছনে ফেলে এসেছি, অনুসরণ করতে কঠিন হবে, এমনকি কাইজ গিলরয়ের মত দক্ষ ট্র্যাকারও হিমশিম খাবে। তারপরও নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। টেক্সাসের এই অঞ্চলটা ভাল করে চেনে সে, অথচ আমি চিনি না। অজানা-অচেনা এলাকায় নতুন মানুষের ক্ষেত্রে অযথাই সময় নষ্ট হয়, শ্রমও বেশি লাগে।

দু'বার খরগোশ আর একবার মুরগী শিকার করেছি···সন্ধের শুরুতে আরও একটাকে শিকার করলাম। গাছপালা আর পাথরের আড়ালে নিচু একটা খাদে আগুন জ্বালিয়ে ক্যাম্প করলাম, মোটামুটি নিশ্চিন্ত যে দূর থেকে আগুন চোখে পড়বে না কারও।

আসার পথে কিছু ব্রেডরুট চোখে পড়েছে, কয়েকটা খুঁড়ে নিয়ে এসেছি সঙ্গে। মুরগীর ব্যবস্থা করার ফাঁকে আগুনের কাছাকাছি গরম পাথরের উপর রুটিগুলো রাখলাম। সহজেই ঝলসানো হয়ে গেল। সবশেষে এফেড্রা দিয়ে চা তৈরি করলাম।

খাওয়া সেরে ঘোড়াটাকে অপেক্ষাকৃত ভাল ঘাসের কাছে নিয়ে এলাম। চারপাশ নিরীখ করে নিশ্চিন্ত মনে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। যত উদ্বেগ বা অস্বস্তি থাকুক, দারুণ ক্লান্ত আমি, বিশ্রাম দরকার। যা পরিস্থিতি···নিজেকে মোটামুটি নিরাপদ মনে হচ্ছে···

চোখ মেলতে প্রথমে কর্নেল ওয়ারেনকে চোখে পড়ল। একটু দূরে একটা পাথরের উপর বসে আছেন তিনি, হাতে পিস্তল। স্থির দৃষ্টিতে দেখছেন আমাকে–চাহনি মাপা, সতর্ক কৌতূহল মেশানো। 'তুমি কার্টিস ড্রুরি?' প্রায়

বিবৃতির মত শোনাল প্রশ্নটা।

সতর্কতার সঙ্গে উঠে বসলাম। বিছানার কাছাকাছি রাখা হোলস্টারে পিস্তল রয়েছে, সুযোগ পেলেই হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে পারব।

'তুমি কি জানো আমি কে?'

'কর্নেল ওয়ারেন। আমার তো মনে হয় সবাই চেনে তোমাকে।'

মুহূর্তের জন্যও আমার উপর থেকে চোখ সরাননি কর্নেল। 'আমার সম্পর্কে আর কি জানো?'

বিহ্বল বোধ করলাম। আর কি জানব তাঁর সম্পর্কে? মাথা নাড়লাম আমি।

'ড্রুরি, হিউগো নেলিকে আমারই খুন করা উচিত ছিল,' শান্ত, প্রায় ম্লান স্বরে বললেন তিনি।

এ কেমন কথা? বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখলাম তাঁকে, পরিষ্কার হয়নি ব্যাপারটা। কোথাও নিশ্চই একটা ঘাপলা আছে। 'মানে?' অজান্তে মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা।

'কিছু কথা বলব তোমাকে। আমি ছাড়া আর মাত্র একজনই জানে ওসব, আর কারও জানা উচিত হবে না।'

কর্নেলের কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না। একবার মনে হলো স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু ঘোর বা ঘুমের মধ্যে নয়, জেগেই আছি আমি। স্থির একই ভাবে বসে থাকলাম। ভিতরে ভিতরে উদ্বেগে ফেটে পড়বার অবস্থা–কর্নেল যখন চলে এসেছে, নিঃসন্দেহে কাইজ গিলরয়ও বেশি দূরে নেই। অন্যরাও চলে আসবে, তারপর দড়িতে ঝুলিয়ে দেবে আমাকে।

নিখুঁত ক্ষৌরি করা মুখ কর্নেলের, কাপড় পরিপাটি। বরাবর যেমন দেখায়, আভিজাত্য আর সমৃদ্ধি অন্যতম করে তুলতে পারে কাউকে, কর্নেল ওয়ারেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। উইলো স্প্রিঙে তাঁর কথাই আইন…বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা ন্যায্য। কঠিন একজন মানুষ এবং সৎ…সবাই তাই বলে।

মুহূর্তের জন্যে কর্নেলের মনোযোগ সরে যেতে পিস্তলের দিকে কয়েক ইঞ্চি সরে গেল আমার হাত।

'ড্রুরি,' শান্ত স্বরে বললেন কর্নেল। 'আমি ক্ল্যারিস নরম্যানের বাবা।'

মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল আমার হাত…আসলে পুরো শরীরই জমে গেল বরফের মত। হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম, মুখে কথা সরছে না।

'ওর মা ছিল সম্ভ্রান্ত এক মহিলা। যুদ্ধের আগে একসঙ্গে কলোরাডোয়

গিয়েছিলাম আমরা, পথেই মারা পড়ে নরম্যান। আমি তখন তরুণ এক লেফটেন্যান্ট, এস্কর্ট করে নিয়ে যাচ্ছি ওদের। ক্ল্যারিসের মা দারুণ সুন্দরী ছিল...ওর অমতেই বিয়ে হয় নরম্যানের সঙ্গে। লোকটিকে কখনোই ভালবাসতে পারেনি ও। একেবারে খারাপ মানুষ ছিল না সে, তবে স্ত্রী বা সংসারের প্রতি তেমন মনোযোগ দিত না। নরম্যানের মৃত্যুর পর ক্ল্যারিসের মা-র সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ি আমি। একে অপরকে পছন্দ করতাম আমরা...অন্তরঙ্গতাও অনেক দূর গড়াল, হয়তো আমরা বয়সে তরুণ ছিলাম বলেই।

'বনেদী ঘরের মেয়ে ছিল ও, সম্ভ্রান্ত পরিবারের। বাবা ছিল আইরিশ, মা স্প্যানিশ ক্যালিফোর্নিয়ান।

'সান্তা ফেতে পৌঁছে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ পেলাম আমি। ক্ল্যারিসের মা-কে ছেড়ে যেতে হলো। পুবে গিয়ে কনফেডারেট যুদ্ধে যোগ দিলাম। বহুদিন আর যোগাযোগ হলো না ক্ল্যারিসের মা-র সঙ্গে। যুদ্ধের পর হঠাৎ ওর একটা চিঠি পেলাম, বেচারী তখন মৃত্যুশয্যায়। জানাল একটা বাচ্চা মেয়ে আছে ওর...আমার মেয়ে।

'এদিকে যুদ্ধের সময় বিয়ে করেছি আমি। বাচ্চা মেয়েটির প্রতি অনেক দায়িত্ব আমার, কিন্তু কীভাবে কী করব বুঝতে পারছিলাম না...ক্ল্যারিসকে নিজের মেয়ে বলে মেনে নিলে আমার বিয়ে ভেঙে যায়, আবার ওর নানার পারিবারিক মর্যাদাও ক্ষুণ্ন হয়।

'শেষে গোপনেই ওকে সাহায্য করলাম। ক্ল্যারিসের সমস্ত দায়িত্ব তুলে নিলাম, ওকে শিক্ষিতা করে তুললাম, বড় হওয়ার পর কাছাকাছি নিয়ে এলাম। কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি দেয়া সম্ভব হয়নি। ক্ল্যারিসও বোঝে এসব, এবং মেনেও নিয়েছে।

'মাঝে মধ্যে ওর সঙ্গে দেখা করতে যাই আমি। অবশ্যই গোপনে এবং রাতের বেলায়। সেদিন কেউই আমরা হিউগো নেলিকে দেখতে পাইনি।'

কিন্তু আমাকে কেন এসব বলছেন কর্নেল? গিলরয় আর অন্যরা চলে এলে এমনকি স্বয়ং কর্নেলও আমার ফাঁসি ঠেকাতে পারবেন না। দলে নেলির দু'জন রাইডার আছে, কঠিন নাছোড়বান্দা টাইপের মানুষ। কাইজ গিলরয় তো আছেই। আমার মৃত্যু না দেখে জীবনে শান্তি পাবে না সে।

স্থির ভাবে বসে আছি, বিস্ময় নিয়ে দেখছি কর্নেলকে...মাথায় শুধু একটাই চিন্তা—বাঁচতে হবে, ওই পিস্তলটা হাতে পেতে হবে। বাইশ বছরের টগবগে কোন যুবক ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর চিন্তা করে না, এমনকি জাতশত্রুকে

পিস্তল উঁচাতে দেখেও ভাবে না। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। অন্তত হিউগো নেলির মত নচ্ছারকে খুনের পরিণতিতে মরতে রাজি নই।

'এসব শুনে কী লাভ? আমার কিছু যায়-আসে না তাতে,' শেষে নিচু স্বরে বললাম। 'হিউগো নেলির মৃত্যু পাওনা ছিল বলেই ওকে খুন করেছি। আর বাবার পরিচয় যাই হোক, ক্ল্যারিস খুব ভাল মেয়ে।'

'তুমি ওকে ভালবাস?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কর্নেল, নীল চোখে অন্তর্ভেদী চাহনি।

'হ্যাঁ।'

উঠে দাঁড়ালেন ওয়ারেন। 'তাহলে পিস্তলটা তুলে নাও, এতক্ষণ যেটা মুঠোয় পেতে চাইছিলে। আর…'

'উঁহুঁ, ভুলেও ওই কাজ কোরো না, ড্রুরি!' গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে ক্লাইজ গিলরয়, হাতে পিস্তল। 'পিস্তলে হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ফুটো করে ফেলব আমি।'

এটাই…এটাকেই ভয় পাচ্ছিলাম–বেকায়দা অবস্থায় আমাকে পেয়ে গেছে কাইজ।

'কাইজ, এসবের কারণ আছে…' বলতে শুরু করলেন কর্নেল, কিন্তু মাথা নাড়ল দো-আঁশলা।

'উঁহুঁ, শুধু শুধু কথা খরচ করে লাভ কী?' চাঁছাছোলা স্বরে বলল সে। 'সব কথাই শুনেছি। এসবে কিছু যায়-আসে না আমার। কিংবা,' লোকটার চোখে সন্তুষ্টি দেখতে পাচ্ছি, পিস্তলের নলের মুখে আমাকে অসহায় অবস্থায় পাওয়ার আনন্দ চুটিয়ে উপভোগ করছে। 'নেলিকে খুন করেছে ড্রুরি। অন্তত আধ-ডজন লোক দেখেছে, দু'জন সাক্ষী আছে আমাদের সঙ্গে। ব্যস, একেবারে সহজ ব্যাপার! দড়িতে ঝুলিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যাবে!'

নাজুক কিন্তু নির্জলা পরিস্থিতি। ভুল হওয়ার কোন অবকাশ নেই। কর্নেলের কোন কথা বা প্রভাবে কাজ হবে না এখন।

'আগে থেকেই তোমাকে সন্দেহ হচ্ছিল আমার, ওয়ারেন,' সম্বোধন পাল্টে গেছে কাইজের। দেখলাম কর্নেলও সেটা খেয়াল করেছেন। 'কাল রাতে ঘোড়ার কাছে যেতে দেখেছি তোমাকে, ওই ব্যাগটা রেখেছিলে। ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকলেও ধরতে পারিনি তখন…সকালে ঘুম থেকে উঠে, ঘোড়াটাকে না দেখে আঁচ করতে পারলাম ভেতরে ভেতরে আসলে আমাদের সঙ্গে বেঈমানি করছ তুমি।'

মুহূর্তের জন্যও আমার উপর থেকে চোখ সরায়নি সে, এক চুল নড়েনি

পিস্তলের নল। অন্য কেউ হলে হয়তো সম্ভব হত, কিন্তু কাইজ গিলরয়কে বোকা বানানো যাবে না।

'একটা ব্যাপার,' ধীর ভঙ্গিতে বলছে সে, যেন দারুণ আমোদ পাচ্ছে। 'ঠিক বুঝতে পারছি না তোমাকে এখনই গুলি করব নাকি নেক-টাই পার্টির আয়োজন করব।'

চারপাশ নীরব। দূরে পাইনের ঝাড়ে পাতার মর্মরধ্বনি শুনতে পাচ্ছি...বাকি সবকিছুই নীরব, নিশ্চুপ।

'একটা পিস্তল আমার হাতেও আছে, কাইজ,' বরাবরের মত শান্ত স্বরে বললেন কর্নেল। 'তুমি যদি ড্রুরিকে গুলি করো, আমিও খুন করব তোমাকে।'

একেবারে সোজাসাপ্টা, ঠাণ্ডা মাথার হুমকি। কর্নেলের পিস্তলের নল এখন আমাকে নয়, কাইজ গিলরয়কে কাভার করছে।

দীর্ঘ কয়েকটা সেকেন্ড চুপ করে থাকল দো-আঁশলা, তারপর দুর্বোধ্য হাসি খেলে গেল ঠোঁটে। 'উঁহুঁ, ওয়ারেন, আমাকে গুলি করার সাহস হবে না তোমার। এত বড় ঝুঁকি নেবে না তুমি। দলের বেশ কয়েকজন এরইমধ্যে সন্দিহান হয়ে উঠেছে তোমার ব্যাপারে, যেভাবে তুমি আমাদের আটকে রেখেছ বা দেরি করিয়ে দিয়েছ...আর সেদিন রাতে ওকে পালাতে সাহায্য করেছ। আমি যদি মারা যাই, ড্রুরির সঙ্গে তোমাকেও ঝুলিয়ে দেবে ওরা।'

একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল ওয়ারেন। কাইজের মুখে শয়তানি হাসি, পরিস্থিতি যে সম্পূর্ণ ওর নিয়ন্ত্রণে, আমাদের মত সেও জানে, এবং উপভোগ করছে। এদিকে বসে থেকে কেবলই পিস্তলের কথা ভাবছি আমি, নিজের মনকে বোঝাচ্ছি যেভাবেই হোক পিস্তলটা হাতে পেতে হবে। সবার আগে, ওটার ওপর হাত রাখতে হবে–না তাকিয়ে কাজটা করতে হবে, নইলে ঠিক দেখে ফেলবে গিলরয়–তারপর ওটাকে ঘুরিয়ে লাইনে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু এই সময়ে, পিস্তলে চালু যে-কোন লোক অন্তত তিনটে গুলি করতে পারবে।

স্মিত হাসলেন কর্নেল। 'কাইজ,' শান্ত স্বরে বললেন। 'পরিস্থিতিটা আমার কাছে একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত তা বলা যাবে না। সবসময়ই ভাবতাম বেকায়দা পরিস্থিতিতে কি করে সবাই...যাকগে, ওরকম অবস্থাই তো এখন, তাই না?'

দেখবার মত হয়েছে কাইজ গিলরয়ের মুখ। আমার উপর থেকে চোখ সরানোর সাহস হচ্ছে না, এদিকে কিছুটা ডানদিকে ওর দৃষ্টিসীমার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সে, শয়তানি ভরা চোখে

তাকিয়ে আছে আমার দিকে, দীর্ঘ চোয়ালে দাড়ির জঙ্গল। কর্নেলের দিকে তাকানোর জন্য ভিতরে ভিতরে মরে যাচ্ছে–বুঝতে চাইছে কর্নেল ধাপ্পা দিচ্ছেন কিনা–কিন্তু সাহস করতে পারছে না।

'হিউগো নেলিকে আমারই খুন করা উচিত ছিল। ড্রুরি যখন আমার কাজটা সেরেছে, বেঁচে থাকতে ওর কোন ক্ষতি হতে দেব না আমি। মরতে হলেও, ও যাতে অক্ষত থাকে, সেটা নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনে তোমাকে নির্দ্বিধায় খুন করব, কাইজ।'

পরিস্থিতি ঠিকই উপলব্ধি করতে পারছে কাইজ। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সে, স্বভাবতই ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারছে না। বিন্দুমাত্রও না।

'তাহলে আমার পিঠে গুলি করতে হবে তোমার,' বলতে শুরু করল সে। 'এবং...'

'উঁহুঁ, পিঠে গুলি করব কেন,' ঠাণ্ডা নিলিপ্ত স্বরে বললেন কর্নেল। 'এই যে, ডানে সরে গিয়ে ঠিক তোমার সামনে চলে আসছি আমি। তুমি হয়তো আমাকে বা দু'জনকেই শেষ করে দিতে পারবে, কিন্তু একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, দু'জনে মিলে ঠিক তোমাকে শোয়াব আজ!'

জীবনে কখনও এত অসহায় বোধ করিনি। সমান-সমান সুযোগ পেলে কোন কথাই ছিল না, নির্দ্বিধায় শুইয়ে দিতাম কাইজ গিলরয়কে। অথচ জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে হচ্ছে, অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। সন্দেহ নেই প্রথম গুলিটা আমার উদ্দেশে করবে কাইজ, কারণ ওর এক নম্বর শত্রু আমি। সহজ টার্গেট, পাল্টা গুলি খাওয়ার সম্ভাবনা নেই। মাত্রই তো আধ-সেকেন্ডের ব্যাপার। আমাকে গুলি করবার পর নিশ্চিন্তে কর্নেলের দিকে মনোযোগ দিতে পারবে সে।

কিন্তু বড়সড় একটা যদি থেকে যাচ্ছে। কর্নেল যদি সত্যিই ধাপ্পা না দিয়ে থাকেন? সত্যিই যদি নির্দ্বিধায় গুলি করেন?

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কাইজ গিলরয়, ভাবছে– নাজুক পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার ফিকির খুঁজছে। চোখ কুঁচকে আছে ওর, ট্রিগারে চেপে বসেছে তর্জনী। শত্রুকে খুন করতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু নিজে মরতে চায় না।

কর্নেল যা বলছেন বা করতে চাইছেন–দুর্দান্ত সাহসের ব্যাপার। সেজন্যে দরকার দৃঢ় মনোবল আর ইচ্ছাশক্তি। খুন করতে মরিয়া একজন মানুষের মুখোমুখি হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কারণ স্রেফ পিস্তলের ট্রিগার টানবে কাইজ। সামান্য দ্বিধা করলে তিনি নিজেই খুন হয়ে যাবেন।

'দেখো, ব্যাপারটা,' আগের মত আত্মবিশ্বাসী শোনাল না কাইজের কণ্ঠ। 'আমি...'

'মাত্র একটা উপায় আছে তোমার, বিনে পয়সায় বাতলে দিচ্ছি,' তীক্ষ্ণ, নিষ্ঠুর সুরে বললেন কর্নেল, অধীন সৈনিককে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন। 'পিস্তল আর গানবেল্ট খুলে ফেলে ঘোড়ায় চড়বে, তারপর এ তল্লাট ছেড়ে ভাগবে। নইলে স্রেফ এখানেই মারা পড়বে।' ধীর পায়ে পাশে সরছেন কর্নেল, কথামত কাইজের সামনে চলে আসতে ইচ্ছুক।

আতঙ্ক দেখা গেল কাইজের চোখে। 'বেশ! ঠিক আছে...' পিস্তল নামিয়ে হোলস্টারে ফেরত পাঠাল সে, গানবেল্ট খুলে ফেলল। কুৎসিত ঘৃণা উগরে দিল আমার উদ্দেশে। 'কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সময় আমারও আসবে।'

এক পা পিছিয়ে গেল সে, তারপর গানবেল্ট ছুঁড়ে ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার দিকে এগোল। ইতোমধ্যে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে ওর ঘোড়া।

কাইজ গিলরয়কে চলে যেতে দেখে আমার দিকে ফিরলেন কর্নেল, এগিয়ে এসে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু নিজের হাত এগিয়ে দিলাম না আমি।

'ড্রুরি, ব্যাপারটা কি...' শীতল এবং তীক্ষ্ণ শোনাল কর্নেলের কণ্ঠ।

ঘোড়ার কাছে চলে গেছে গিলরয়। পমেলে একটা হাত রাখল সে, তারপর চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল, ভোজবাজির মত হাতে চলে এসেছে একটা পিস্তল। নিশ্চই স্যাডলব্যাগে বাড়তি পিস্তল ছিল–সেটাই বের করে ফেলেছে। দারুণ ক্ষিপ্রতায় কাজটা করেছে, অনায়াস দক্ষতায়–বোঝাই যায় অনেক অনুশীলনের ফল।

ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছি আমি, হাতে পিস্তল। কাইজ ঘুরে দাঁড়াতেই গুলি করলাম। কমলা আগুন ঝরাল কাইজের পিস্তল...আবারও পরপর দুটো গুলি করলাম আমি।

আড়ষ্ট পায়ে পিছিয়ে গেল কাইজ, ভয় পেয়ে দূরে সরে গেল ঘোড়াটা। চিৎ হয়ে পড়ে গেল দো-আঁশলা।

'ওয়াইল্ড হর্স ক্যাম্পে থাকতে দেখেছি,' বললাম আমি। 'সবসময়ই সঙ্গে বাড়তি পিস্তল রাখত ও।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। 'মাই বয়,' অদ্ভুত শীতল শোনাল ওঁর কণ্ঠ। 'ক্ল্যারিসকে ফোর্ট স্মিথে পাঠিয়ে

দিয়েছি আমি। ওর কাছে চলে যাও।'

'কিন্তু...'

'জলদি রওনা দাও, বয়!' কর্তৃত্বের সুরে বললেন কর্নেল। 'গুলির শব্দ শুনতে পাবে ওরা, চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে।' একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, সামান্যও নড়ছেন না। 'ফোর্ট স্মিথে যাবে তুমি, সান,' আমি স্যাডলে চাপতে বললেন। 'তোমার জন্যে অপেক্ষায় থাকবে ও। ক্ল্যারিস তোমাকে ভালবাসে।'

বাজি রেখে বলতে পারি ওঁর চোখে পানি দেখেছি আমি। ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম, তুফান বেগে ছুটল বে। একবার মনে হলো কর্নেলের শার্টের বুকের কাছে গাঢ় একটা চিহ্ন দেখেছি, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারলাম না। হয়তো কাইজের গুলিটা লেগেছে ওঁর বুকে।

না, সেদিন মারা যাননি কর্নেল। বুকের এই জখম নিয়ে দিব্যি টিকে ছিলেন...আমাকে বুঝতে দেননি যে আহত হয়েছেন, কারণ তাহলে হয়তো ওঁকে ছেড়ে পালাব না আমি। ফুসফুস ফুটো করে বেরিয়ে গিয়েছিল বুলেট। এত মারাত্মক জখমের পরও নেহাত মনের জোরেই টিকে ছিলেন তিনি।

মানুষটাকে কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। আরও দশ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। বিশটা বছর যা পারেননি, শেষ জীবনটা মেয়ে আর নাতির সঙ্গে, টেক্সাসে আমাদের বাথানে কাটিয়ে দিয়েছিলেন কর্নেল জেমস ওয়ারেন।

লোভ

জীর্ণ শোলা ক্যাকটাসের পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে লোকটি, এখনও মারা যায়নি সে। ওর হাতের নাগালে পড়ে থাকা পিস্তল থেকে একটা গুলিও ছোঁড়া হয়নি। দুটো বুলেট ওকে আঘাত করবার পর থেকে পুরো ছয় ঘণ্টা এভাবেই পড়ে আছে–অনড়, নিঃসাড়। রঙ ঝলসে যাওয়া শার্টের পেছনে লেগে থাকা রক্তের দাগ রোদের আঁচে কালচে হয়ে গেছে এতক্ষণে।

মেঘহীন তামাটে আকাশ। সূর্য এখন বেসিন, সমভূমি, খাঁজকাটা পাহাড় আর দূরের নীল পর্বতমালার উপর আলো ছড়াচ্ছে। ক্লিফের পাথুরে দেয়ালে যেন গোলাপী আভা লেগেছে। বিস্তীর্ণ বিরান মরুভূমিতে তাপতরঙ্গ নাচছে লেলিহান শিখার মত।

আহত মানুষটির হাতের কাছে থমকে দাঁড়াল একটা গিরগিটি। বুকের কাছে চামড়ার ভিতর ওটার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যুগপৎ বিস্ময় আর সতর্কতার সাথে নিথর দেহটা দেখছে। ঘাম আর রক্তের কটু গন্ধে বিপদের আভাস পেল ওটা।

আচমকা লোকটির পিঠের পেশীতে মৃদু কাঁপন জাগতে দেখে ঝটিতি ছুটে পালাল গিরগিটিটা, মেস্কিটের পেছনে পড়ে থাকা ছোট ছোট পাথরের আড়ালে চলে গেল। কিন্তু আহত লোকটির পেশী স্রেফ নিজ থেকেই নড়ে উঠেছিল, ফের শিথিল হয়ে গেল এবং একই ভাবে পড়ে থাকল লোকটা। যদিও ক্ষীণ এই নড়াচড়াই ধীরে ধীরে জীবনের সঞ্চার করল তার দেহে। পাথরের ফাঁক গলে পানি গড়ায় যেমন, একটু একটু করে চেতনা ফিরে পেতে শুরু করল সে। কাজ শুরু করল মস্তিষ্ক।

নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আগে অনেকক্ষণ খোলা থাকল তার চোখ। প্রথমে একেবারে স্থির হয়ে পড়ে থাকল সে, ফাঁকা মনে হচ্ছে মাথার ভিতরটা; শেষে লাগাতার স্থির পড়ে থাকবার বেখাপ্পা অবস্থানটা যেন সচকিত করল তাকে, কারণ খোঁজার প্রয়াসে নাড়া দিল ওর মনকে।

আচমকা স্মৃতির পর্দা দুলে উঠল, শূন্য অনুভূতি সরে গিয়ে জোয়ারের মত ভেসে এল সব ঘটনা। জানে গুলি খেয়েছে সে, এ-ও জানে কারা গুলি করেছে। মরবার জন্যই এখানে, বিরান মরুভূমির দুর্গম ট্রেইলে ফেলে রেখে গেছে ওকে। চিন্তাটা মাথায় আসতে সক্রিয় হয়ে উঠল সে।

মনে মনে নিজের শরীর জরিপ করল সে। জানে আহত হয়েছে কিন্তু আঘাতগুলো কোথায় বা কতটা গুরুতর, জানে না। মাথার ভিতর ভোঁতা দপদপে ব্যথা থেকে আঁচ করছে অন্তত একটা বুলেট লেগেছে মাথায়। তারপর জায়গাটা আবিষ্কার করল ও—বামদিকে ঘাড়ের কিছুটা উপরে অসাড় লাগছে জায়গাটা।

এখানে, সরাসরি সূর্যের খরতাপের নীচে বেশিক্ষণ থাকা উচিত হবে না। ছায়া আছে এমন জায়গায় সরে যেতে হবে, অবস্থা বুঝে তারপর ইতিকর্তব্য স্থির করতে হবে। মরুভূমিতে চলতে অভ্যস্ত বলে ও জানে বেশিক্ষণ সূর্যের তাপের নীচে থাকলে কি হতে পারে, শরীর পানিশূন্য হয়ে পড়বে। তাপ আর তৃষ্ণা কোন কোন সময় বেপরোয়া খুনীর চেয়েও বেশি বিপজ্জনক।

*

শরীরের নীচে হাত নিয়ে এল জিম হিউয়েট, ধীরে ধীরে ওঠার চেষ্টা করল। সন্তর্পণে হাঁটু ভাঁজ করল। হাত-পা স্বাভাবিক ভাবে কাজ করছে, এটা একটা সুখবর। এখানে অসহায় ভাবে পড়ে থাকা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু।

হাঁটুতে ভর দিয়ে মাটিতে বসল সে, এক হাত চালিয়ে চাঁদিতে ক্ষতটা খোঁজার প্রয়াস পেল। যা হওয়ার কথা তাই, কমও নয় বেশিও নয়। চামড়ায় গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে সরে গেছে বুলেটটা, মস্তিষ্কেও হয়তো কিছুটা আঘাত লেগেছে। দেহের নিচের অংশের আঘাতটাই বরং বেশি মারাত্মক, শার্ট আর প্যান্টে চটচটে অনুভূতিটা ওকে জানিয়ে দিল এরই মধ্যে যথেষ্ট রক্ত হারিয়েছে।

ক্রমাগত রক্তপাত একজন মানুষকে তৃষ্ণার্ত করে তুলতে পারে, জানে সে, এবং সেটা আরেক বিপদ।

পড়ে থাকা পিস্তল তুলে নিয়ে হোলস্টারে ফেরত পাঠাল হিউয়েট। বিপদ আচমকা এসেছে, কোন সঙ্কেতই পায়নি ও। স্রেফ রিফ্লেক্সের বশে পিস্তলটা হোলস্টার চ্যুত করেছিল। অস্ত্রের ওপর জীবন বাজি রাখে এমন যে-কোন লোকের ক্ষেত্রেও তাই হবে—বুদ্ধিমত্তা নয়, বরং পরিস্থিতিই তখন সক্রিয় করে তোলে মানুষকে।

দুর্বল শরীরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল হিউয়েট, ঘোড়ার খোঁজে চারপাশে

দৃষ্টি চালাল, কিন্তু কোথাও চোখে পড়ল না। তাহলে ওর গরুর পালও নিয়ে গেছে লোকগুলো। মরুভূমিতে কোন বাহন ছাড়া ফেলে রেখে গেছে ওকে, কয়েক মাইলের মধ্যে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, এমনকি একটা স্যাডলও নেই সঙ্গে, যেখানে বুনো এই অঞ্চলে একা থাকাই প্রায় মৃত্যুর শামিল।

বিস্তীর্ণ ইয়েলো পীকস পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকাল সে, প্রায় শ'খানেক গজ দূরে একটা চাতালের ছায়া পড়েছে নিচের বালির ওপর। ধীরে ধীরে সেদিকে এগোল সে। মিনিট বিশ লাগল সেখানে পৌঁছতে, ক্লান্ত দেহে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল ও। হাঁপাচ্ছে, ক্লান্তির চেয়ে আশঙ্কাই বেশি কাজ করছে মনে—ক্ষত পরিচর্যা করতে গেলে বোধহয় ফের রক্তক্ষরণ শুরু হবে। মাথার দপদপানিটা যায়নি, বরং উদ্গত বমির ইচ্ছে তীব্র হয়ে উঠছে, অস্বস্তি দলা পাকিয়ে উঠছে পেটে, গলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

বাঁচতে চাই আমি, মরিয়া হয়ে ভাবল হিউয়েট।

আবার মার্থাকে দেখতে চায় ও, যে-কাজটা শুরু করেছিল সেটা শেষ করতে চায়। যারা ওকে অ্যাম্বুশ করেছে তাদের দেনাও শোধ করবার ইচ্ছে। এর সবই চাই ওর, এখানে শূন্য মরুভূমির নরকতূল্য তাপে দগ্ধ হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরবার ইচ্ছে নেই।

জিম হিউয়েট একজন হিসেবী, বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ বলেই জানে ওর বাঁচার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। মরুভূমিতে কোন বাহন ছাড়া যে-কোন সুস্থ লোকের ক্ষেত্রে বাঁচার সম্ভাবনা পঞ্চাশের এক ভাগ, কিন্তু আহত বলে ওর সম্ভাবনা তারচেয়েও কম।

ষাট মাইল পেছনে মানুষের শেষ বসতি, হর্স স্প্রিং। রৌদ্র আর তাপদগ্ধ মরুভূমিতে পানি এবং বাহন ছাড়া শহরটাকে এখন দূরের গ্রহের মতই মনে হচ্ছে। চল্লিশ বা পঞ্চাশ মাইল সামনে উইলো ভ্যালি, দিগন্তের নীল রঙের সাথে বিলীন হয়ে যাওয়ায় প্রায় ঝাপসা ভাবে চোখে পড়ছে ফ্যাকাসে নীল রঙের কাঠামো, পাহাড়শ্রেণীর ওপাশে কোথাও আছে জায়গাটা।

সন্দেহ নেই আশপাশে কোথাও পানি আছে, কিন্তু কত দূরে এবং কোন্ দিকে?

ঝর্না বা ওঅটর হোল নেই এমন মরুভূমি একেবারেই বিরল, কিন্তু, সেগুলোর অবস্থান জানা না থাকলে কাজে আসে না কারও। কেবল ভাগ্যক্রমে ওগুলো খুঁজে পাওয়ার আশাই করতে পারে কেউ, কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটে না। কেউ হয়তো ওঅটর হোলের দশ গজ দূর দিয়ে জায়গাটা

পেরিয়ে যায় নিজের অজান্তে, টেরই পায় না অল্পের জন্যে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়নি।

চিন্তাটা মাথায় আসতে শঙ্কিত হয়ে পড়ল হিউয়েট, চারপাশে তাকানোর সাহস করতে পারছে না। কোন দিক নির্দেশনা নেই, অভিজ্ঞতাও নেই, এই পরিস্থিতিতে একটা জিনিসই করবার আছে ওর–উইলো ভ্যালির দিকে যাত্রা করা এবং কেবল আশা করতে পারে মরবার আগে ওকে খুঁজে পাবে কেউ।

এমন নয় যে ট্রেইলটা একেবারে ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু যারা চলাচল করে, তারা সবাই অপরাধী। এলাকাটাই এমন। আউট-লই বেশি। খুব কম লোকই হর্স স্প্রিঙে যায়, মরুভূমি এড়িয়ে চলে তারা। এই ট্রেইল পছন্দ করবার কারণটা তাই যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত ছিল, ও কীভাবে জানবে জো ক্রিট ঠিকই ওর মতলব আঁচ করে ফেলবে?

ক্রিটই তা হলে গুলি করেছে ওকে। দুটো শটের মাঝখানে লোকটার বিদ্রূপাত্মক স্বর ঠিকই কানে এসেছে ওর। তা ছাড়া স্যাক্সন হিলস পেরিয়ে ক্ষণিকের জন্য পেছনে তিনজন রাইডারকে দেখেছে, এদের কারও মুখই কখনও ভুলতে পারবে না হিউয়েট–জো ক্রিট, জেফ থম্পসন আর ইন্ডি ফ্রাংক।

কিছুদিন ধরে জো ক্রিটের সাথে ঝামেলা হচ্ছিল ওর, কিন্তু থম্পসনের উপস্থিতি বিস্মিত করেছে ওকে। পিস্তল তুলে নিশানা করবার সময় শীতল নিস্পৃহ দৃষ্টি ছিল তার চোখে, মনে হচ্ছিল চোখ দুটো স্রেফ পাথরের টুকরো–নির্মম, নিষ্ঠুর।

ক্রিটের আগ্রহ পরিষ্কার জানে হিউয়েট, কারণ বরাবরই ওকে ঘৃণা করে এসেছে সে। কয়েক সপ্তাহ আগে ওর হাতে জবর পিটুনি খেয়েছে লোকটা, মুখে মারের দাগ রয়ে গেছে এখনও। তা ছাড়া, ক্রিট বোধহয় কোন ভাবে জেনে গিয়েছিল মার্থার টাকার কথা, যে-টাকা নিয়ে উইলো ভ্যালিতে ফিরে যাচ্ছিল হিউয়েট।

কিন্তু থম্পসন?

এতদিন তাকে বন্ধু বলেই জেনে এসেছে হিউয়েট। একসঙ্গে রাইড করেছে, কাজ করেছে। একসঙ্গে পশ্চিমেও এসেছে।

কারণটা বোধহয় মার্থা। জানে ওকে সরিয়ে দিতে পারলে অনায়াসে জয় করতে পারবে মেয়েটিকে। মার্থার ব্যাপারে আগ্রহী থম্পসন, বহুদিন ধরেই জানত ও, কিন্তু আগ্রহটা ওর প্রতি রোষে পরিণত হবে তা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি।

জিম হিউয়েট একেবারে সাদাসিধে মানুষ। দীর্ঘদেহ, বলিষ্ঠ শরীর ওর। বন্ধু, প্রতিবেশী এবং মালিকের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ, বিশ্বস্ত।

ও কোন্ ট্রেইল ধরে আসবে খবরটা নিশ্চই থম্পসনই দিয়েছে ক্রিটকে। ক্রিট নিজেই অনুসরণ করতে পারত ওকে, কিন্তু ট্রেইলের পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় থাকা ধাতে নেই তার। সুতরাং থম্পসনই প্ররোচিত করেছে ক্রিটকে, হয়তো জায়গাটাও স্পট করে দিয়েছে। তৃতীয়জন, ইভি ফ্রাংক বরাবরই ক্রিটকে সন্তুষ্ট করতে ব্যস্ত থাকে, ব্যক্তিগত কোন আগ্রহ না থাকলেও এসবের সাথে জড়িত সে। তিনজনে মিলে, হিউয়েটের সন্দেহ, ওর ধারণার চেয়েও গূঢ় কোন কারণে জোট বেঁধেছে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝবার জন্য অন্য কারও পরামর্শ দরকার হয় না। সারাক্ষণ ছায়ার মধ্যে বিশ্রাম নিলেও মরুভূমিতে খুব বেশি হলে কয়েকদিন টিকতে পারবে কোন লোক। দিনে বিশ্রাম নিয়ে রাতে হাঁটলে হয়তো দুই বা তিনদিন বাঁচতে পারবে এবং বিশ মাইলের মত এগোতে পারবে ও। কিন্তু আরও বিশ মাইল পথ পড়ে থাকবে গন্তব্য আর ওর মাঝখানে।

বাঁচতে হলে চেষ্টা ওকে করতেই হবে, এখানে ছায়ার মধ্যে বসে থাকলে চলবে না। সময় খুব মূল্যবান, প্রতিটি মুহূর্তই গুরুত্বপূর্ণ। এখনই যাত্রা করা উচিত। সময়, স্থান বা দূরত্বের হিসাব মরুভূমিতে যে-কোন সুস্থ লোকের জন্যই কঠিন, আর সে তো একাধারে দুর্বল এবং আহত।

কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য হলেও অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। রোদের মধ্যে যাত্রা করলে কিছুক্ষণ পরই উইলো ভ্যালিতে পৌঁছার আশা চিরতরে ত্যাগ করতে হবে।

ঘাম ঝরছে কপাল বেয়ে, হ্যাট নেড়ে নিজেকে ঠাণ্ডা করবার প্রয়াস পেল হিউয়েট। রুগ্ন, দুর্বল মনে হচ্ছে নিজেকে, সমস্ত শক্তি যেন শুষে নিয়েছে কেউ। তেষ্টার কথা ভুলে থাকবার চেষ্টা করল ও, কিন্তু ইতোমধ্যে গলা শুকিয়ে গেছে, ফেটে গেছে শুকনো জিভের ওপরের পিঠ। মার্থা ম্যালোনের কথা ভাবল ও।

উইন্ডো ভ্যালির একেবারে শেষে ছোট্ট একটা বাথান, নিঃসঙ্গ কিন্তু সমৃদ্ধ। ঠিক পেছনেই পাহাড়শ্রেণী, সুপেয় পানির ঝর্না নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। দারুণ শান্তিপূর্ণ একটা জায়গা, এমন এক জায়গা যেখানে বাকি জীবনটা মার্থার সাথে কাটানোর স্বপ্ন দেখেছে ও।

স্বপ্নটার শুরু একেবারে শুরুতে, যখন ভ্যালি অব দ্য সান-এ এসে সাধারণ এক পাঞ্চার হিসাবে কাজ নিয়েছিল মার্থার বাথানে। একে একে

সবাই চলে গিয়েছিল, কিন্তু একাই কাজ চালিয়েছে হিউয়েট। ফোরম্যান, পাঞ্চার–সবার কাজ একাই সামলেছে। ঝর্নায় বাঁধ দিয়ে একটা প্রপাত তৈরি করেছে, বাড়ির সংস্কার ছাড়াও একটা অ্যাডোবি বার্ন তুলেছে। পনেরোটা বুনো ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছে, অসংখ্য গরুর পাছায় ব্র্যান্ড মেরেছে, কয়েকশো গরু একাই সামলেছে–সামর্থ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব করেছে, কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা ছাড়াই।

কিছু ভবঘুরে টাইপের লোককে ভাড়া করে গরুর পাল নিয়ে এরপর হর্স স্প্রিঙে গেছে ও, ভাল দামে গরু বিক্রি করেছে। বাপ মরবার পর এই প্রথম বাথান থেকে কোন ফল পেল মার্থা। কিন্তু হিউয়েটের কাছ থেকে গরু বিক্রির সব টাকা ছিনতাই করেছে ওরা।

সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, ওরা হয়তো মার্থাকে জানাবে টাকা নিয়ে পালিয়েছে হিউয়েট, বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় থাকবে না মেয়েটির।

মাথার ভিতর ভোঁতা ব্যথার দাপট কমেনি এতটুকু, অন্য ক্ষতে জ্বালা হচ্ছে, ক্রমাগত জায়গাটা খোঁচাচ্ছে যেন কেউ। ক্ষতগুলোর পরিচর্যা করা উচিত বুঝতে পারছে হিউয়েট, কিন্তু পানি না থাকায় কিছুই করবার নেই ওর।

অলস দুপুর পেরিয়ে যেতে লাগল, মাথার উপর ছায়াটা ক্রমশ ছোট হয়ে এল। দুপুরের সূর্য এখন গা তাতাচ্ছে, দূরে মরুভূমির বুকে তাপতরঙ্গ নাচছে, ক্ষণে ক্ষণে বালির বুকে ঝড় তুলছে খেপা শয়তানের মত। প্রচণ্ড তাপ নেমে আসছে আকাশের বুক থেকে, জ্বালিয়ে খাক করে দেবে যেন সবকিছু। কিন্তু একসময় ঘুমিয়ে পড়ল হিউয়েট। ঘামের সাথে খরখরে বালি মিশে চটচটে হয়ে গেছে মুখ, ক্ষতে যন্ত্রণা হওয়ার ভয়ে নড়াচড়া না করায় আড়ষ্ট হয়ে আছে শরীর।

একটা শকুন চক্কর মারছে আকাশে, একটু পর আরেকটা এসে যোগ দিল। বহুক্ষণ পর চোখ মেলল হিউয়েট, ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল, নিজের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা ছায়ার দিকে তাকাল বিহ্বল চোখে। বিশাল জমিতে বিকেল গড়াচ্ছে। পশ্চিমের পাহাড়সারির উপরে আকাশের বুক থেকে জাফরানী আভা বিদায় নিয়েছে। বালির বুকে রূপালী রঙের ঝিলিক খেলছে যেন, আঁধার ঘনিয়ে আসছে দূরের সীমানায়।

রওনা করবার এখনই সময়।

অজান্তে পিস্তলের দিকে চলে গেল ওর হাত। মাত্র একটা গুলি, তারপর অন্য কিছু ভেবে চিন্তিত হতে হবে না ওকে। মাত্র একটা, তারপর সমস্ত ব্যথা, ঝামেলা, তিক্ততা হারিয়ে যাবে। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে মনের গভীরে

কোথাও যেন সুরেলা একটা ঝংকার বাজল, মানসপটে অপূর্ব সুন্দর একটা মুখ ভেসে উঠল। মনে পড়ল মার্থার হাস্যোজ্জ্বল মুখ। র‍্যাঞ্চ হাউসের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, চোখের উপর হাত তুলে দূরে দেখবার চেষ্টা করছে, মৃদু হাসি মুখে। আগন্তুককে চিনতে পেরে এরপর ছুটে এল...। গত কয়েক মাসে পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসেছে ওরা।

শূন্য দৃষ্টিতে পিস্তলের দিকে তাকাল হিউয়েট। পিস্তলটা ফেলে গেছে ওরা, ধারণা করেনি ফের এটা ব্যবহার করবার সুযোগ হবে ওর। হয়তো সত্যিই হবে না সেই সুযোগ।

টাকা দরকার মার্থার। কেবল বাথানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই নয়, উইলো ভ্যালিতে টিকে থাকতে হলে টাকা দরকার হবে। হিউয়েটের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণেই গরুগুলোকে রাউন্ড-আপ করা গেছে, রুক্ষ প্রান্তর পাড়ি দিয়ে হর্স স্প্রিঙে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। টাকা বা হিউয়েটকে ছাড়া কিছুই করবার থাকবে না মার্থার। হিউয়েট যেহেতু থম্পসনকে বিশ্বাস করেছে, মার্থাও করবে।

হিউয়েট অনুভব করল ঠোঁট ফেটে গেছে ওর, ফুলে গেছে জিভ। শূন্য দৃষ্টিতে মরুভূমির দিকে তাকাল ও। একসময় সন্ধ্যা হলো, অন্ধকারে হারিয়ে গেল রুক্ষ সীমানা, চারিদিকে অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এল। ধীরে ধীরে মাটিতে পা রাখল ও, তারপর হাঁটতে শুরু করল। বিশ্রামের কারণে কিছুটা হলেও শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে।

দুর্বল বোধ করছে ও, কিন্তু দূরের নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করল হিউয়েট, ধীর কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে এগোতে থাকল। আধ মাইল এগিয়ে থেমে একটা পাথরের ওপর বসল, বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ। মেস্কিটের একটা মূল দেখতে পেল পাশে, ছড়ি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে ওটা। দশ মিনিট পর ফের যাত্রা করল ও।

*

চারপাশে অন্ধকার, আকাশে মিটমিট করে জ্বলছে কয়েকটা তারা। আবছা ভাবে চোখে পড়ছে বিস্তৃত বালির সমুদ্র। দূরে একবার কয়োটির আর্তনাদ কানে এসেছে, একবার একটা খরগোশ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে পাথরের আড়ালে। কিন্তু এগিয়ে চলছে হিউয়েট।

হাঁটছে তো হাঁটছেই, মাঝে মধ্যে বিশ্রাম নিচ্ছে। একবার মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল, অনেকক্ষণ উঠতেই পারেনি। রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে শীতল এবং শিথিল হয়ে গেল শরীর, কিন্তু তেষ্টায় গলা জ্বলে যাচ্ছিল তখনও।

চোখ খুলতে পুব আকাশে ধূসর আভা চোখে পড়ল ওর। কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল হিউয়েট, হাঁটতে শুরু করল আবার। তাপদগ্ধ আরেকটা দিনের শুরু হয়েছে। সূর্য উঠবে একটু পর, তেতে উঠবে মরুর প্রশান্ত পরিবেশ। একটা ছায়া ঘেরা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে ওকে, যেভাবেই হোক। যেভাবে এগোচ্ছে এখন, সূর্য তেতে ওঠার আগে খুব বেশি হলে মাইল দুই এগোতে পারবে, কিন্তু দৃষ্টিসীমায় আশান্বিত হওয়ার মত কিছুই চোখে পড়ছে না।

এগিয়ে চলল জিম হিউয়েট। আচমকা বালির সমুদ্রে একটা খাঁজ চোখে পড়ল, হয়তো নিচু পাহাড় থেকে বয়ে যাওয়া ঝর্না বা নদী ছিল কোন একসময়। ট্রেইল ছেড়ে খাঁজ ধরে এগোল ও, যেহেতু জানে এমন খাঁজের শেষে পানি থাকা বিচিত্র নয়।

দূরে কটনউডের আবছা সবুজ অবয়ব যখন চোখে পড়ল ওর, ততক্ষণে পুব আকাশে উঁকি দিয়েছে সোনালী সূর্য। শুকনো খরখরে জিভ ফুলে যাওয়ায় এক সের ভারী মনে হচ্ছে। টানা এগিয়ে চলল হিউয়েট, আচমকা ট্রেইলের পাশের ঝোপে ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল, তারপর দ্রুত এগোল সেদিকে।

দুটো শজারু অক্লান্ত ভাবে ঝোপের ভেতর বালি খুঁড়ছে। মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে দেখল হিউয়েট, খোঁড়া মাটির জায়গায় গর্তটা ক্রমশ ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে উঠল। প্রাণী দুটোকে এবার খেদিয়ে দিল ও।

পানি!

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও, অধীর হয়ে গর্তের তলার ভেজা বালি সরাতে শুরু করল। প্রথমে স্যাঁতস্যাঁতে, পরে কর্দমাক্ত হয়ে উঠল বালি; এবার সরে এল হিউয়েট, বালির ফাঁক গলে পানি উঠে আসার অপেক্ষায় থাকল। পরে যখন দু'হাতের তালু ভাঁজ করে গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিল, তখনও কর্দমাক্ত হয়ে আছে গর্তটা, ভেজা হাত তুলে ঠোঁটে ঠেকাল ও। একটা ঢোক গিলল, তারপর ভেজা বালি দিয়ে ঠোঁট আর জিভ ভিজিয়ে নিল।

প্রায় সারা দিন ওখানেই কাটাল হিউয়েট, মাঝে মধ্যে তেষ্টা মিটিয়েছে, বাকি সময় কটনউডের অপর্যাপ্ত কিন্তু পাতলা ছায়ায় বিশ্রাম নিয়েছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে মাথা আর মুখ ধুয়ে নিল ও, তারপর বুকের ক্ষতের পরিচর্যা করল। ব্যান্ডেজ বাঁধার মত কিছু নেই বলে সবুজ পাতা সংগ্রহ করেছে, পানিতে ভিজিয়ে পিষে ক্ষতে লাগিয়েছে। পরে রুমালটাকে পেঁচিয়ে ব্যান্ডেজের বিকল্প হিসেবে চালিয়ে নিয়েছে।

ছড়িটা তুলে নিয়ে ফের যাত্রা করতে যাচ্ছিল, এ সময় ঝোপের ভেতর

ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল। থমকে দাঁড়াল হিউয়েট, চোখের নিমেষে হাতে উঠে এল পিস্তলটা। পাথরের সাথে ঘোড়ার খুরের সংঘর্ষের শব্দ, স্পষ্ট ধরতে পেরেছে। আচমকা ঝোপের শাখা ঠেলে সরিয়ে দিল কেউ, এবং খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল একটা ঘোড়া, সওয়ারহীন একটা ঘোড়া!

লাফিয়ে উঠল ওর কলজে। 'বাক!' সবিস্ময়ে, আনন্দে চিৎকার করে উঠল হিউয়েট। 'জীবনে এরচেয়ে বেশি খুশি হইনি কাউকে দেখে!'

মাথা নেড়ে থমকে দাঁড়াল ঘোড়াটা। ফের কথা বলল হিউয়েট, সন্দিগ্ধ চোখে ওকে দেখল ঘোড়াটা, মাথা নাড়ল অনিচ্ছার ভঙ্গিতে; সকৌতূহলে ওর বাড়িয়ে দেয়া হাতের গন্ধ শুঁকল, কিন্তু বাতাসে ছড়িয়ে পড়া রক্তের গন্ধ পছন্দ করতে পারছে না। ততক্ষণে লাগাম ধরে ফেলেছে হিউয়েট, ঘোড়াকে লীড করে ওঅটর হোলের কাছে চলে এল। ছোট্ট একটা বালতির আকার ধারণ করেছে পানির উৎসটা।

বোঝা যাচ্ছে ও গুলি খাওয়ার পর কোন ভাবে সরে যেতে পেরেছে ঘোড়াটা। পরে হয়তো বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল, পথ চলতে চলতে পানির গন্ধ পেয়ে সরে এসেছে এদিকে। ঘোড়ার তেষ্টা মেটানোর ফাঁকে স্যাডলে চাপল জিম হিউয়েট, তারপর সন্তুষ্ট মনে ট্রেইলের পথ ধরল।

রাইড করার ফাঁকে পরিস্থিতি বিবেচনা করল ও। দারুণ ক্লান্তি লাগছে, দুর্বল বোধ করছে; সামনে বহু পথ পাড়ি দিতে হবে। বুকের ক্ষতে ফের ক্ষরণ শুরু না হলে ঘন ঘন বিশ্রাম নিয়ে হয়তো শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে।

কেবল উইলো ভ্যালিতে পৌঁছলেই হবে না, পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হতে হবে ওকে। ক্রিট আর থম্পসন এরই মধ্যে পৌঁছাতে না পারলেও শিগ্গিরই পৌঁছে যাবে। আশপাশে কারও সাহায্য পাবে না মার্থা, এমনকী যদি ওদের মতের বিরুদ্ধে যেতেও চায় মেয়েটি। কিন্তু থম্পসন বন্ধুর মতই অভ্যর্থনা পাবে, নিশ্চিত জানে হিউয়েট। জো ক্রিট বা ইডি ফ্রাংক সম্পর্কে কিছুটা জানা থাকলেও থম্পসনকে বন্ধু হিসাবেই ভাববে মার্থা।

পাহাড়শ্রেণীর কোলে পাইনের ঘন সারি জন্মেছে, ট্রেইল ছেড়ে বনের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে হিউয়েট, কিন্তু ঘোড়াটা ওর মতলব পছন্দ করতে পারছে না—বিশ্রাম আর খাবারের জন্যে অধীর হয়ে পড়েছে। বিকেল গড়িয়ে রাত হলো, তারার আলোয় পথ চলতে অসুবিধে হলো না ওর। অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করল একসময়, দিগন্তে সোনালী আভা ফুটতে শুরু করল, ঠিক এসময় পাহাড়শ্রেণী থেকে বেরিয়ে এল ওরা; অ্যাসপেনের আড়ালে

থেকে সামনের উপত্যকায় চোখ চালাল হিউয়েট।

গন্তব্যে পৌঁছে গেছে ওরা।

ছোট্ট র‍্যাঞ্চ হাউসের একটা আলোকিত জানালা চোখে পড়ছে। ঠিক পাশে ওর কেবিন, একসময় যেটা বাঙ্কহাউস হিসাবে ব্যবহৃত হত। কেবিনে আলো জ্বলছে, দেখল হিউয়েট। *তা হলে পৌঁছে গেছে ওরা,* ভাবল ও, *থম্পসন এবং সম্ভবত ক্রিটও আছে।*

এরই মধ্যে মার্থার টাকা পেয়ে গেছে শয়তানগুলো, এখন বাথান দখল করতে চাইছে এবং সম্ভবত ওকেও চাইছে। মার্থার প্রতি দারুণ আগ্রহী ক্রিট, বরাবরই দেখে এসেছে হিউয়েট, একাধিকবার লোকটাকে লোভী দৃষ্টিতে মার্থার দিকে তাকাতে দেখেছে ও।

থম্পসন ক্রিট আর মার্থার কথা ভাবছে কি-না কে জানে। পিস্তলে যতই দক্ষতা থাকুক, ক্রিটের ধারে-কাছেও যেতে পারবে না থম্পসন, কারণ স্রেফ ঠাণ্ডা মাথার খুনী শয়তানটা। পিস্তলে অসম্ভব চালু। সম্ভবত কেবল হিউয়েটই তার সমকক্ষ হতে পারে, কিন্তু মাত্র দু'জন লোক তা জানে–হিউয়েট নিজে, আর অন্যজন জো ক্রিট।

*

জো ক্রিট জানে গানম্যান হিসাবে লারেডো সিটি বা টাসকোসায় খ্যাতি আছে জিম হিউয়েটের, কিন্তু থম্পসন বা ভ্যালি অভ দ্য সান কিংবা স্যাক্সন হিলসের অন্য কেউ তা জানে না। দু'বার কার্টসন কিডকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে হিউয়েট, একসময় বিলি দ্য কিডের পার্টনার কিন্তু পরে শত্রুতে পরিণত হওয়া জেসি ইভান্সও ওর সাথে লাগবার সাহস করেনি। দলে যে ইভান্স একাই ছিল তা নয়, সাথে হেনরি ব্রাউন, ফ্রাংক ভ্যালি এবং ডেভ রুডবেনের মত কঠিন বেপরোয়া মানুষ ছিল। কিন্তু বিপক্ষে একা দাঁড়িয়ে ছিল হিউয়েট।

দুটো কাজ করতে হবে ওকে। যেভাবে হোক মার্থার টাকা উদ্ধার করতে হবে; এবং ক্রিট আর থম্পসনকে খুন করতে হবে।

কৌশলী, চৌকস লোক হিসাবে খ্যাতি আছে ওর। অবস্থা ভিন্ন রকম থাকলে হয়তো পিস্তল লড়াই এড়িয়ে সামাল দিতে পারত। কিন্তু ওর বিপর্যস্ত অবস্থায় ঝুঁকি নেওয়ার উপায় নেই, যেখানে সত্যিই জানে না ঠিক কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে। ও যদি মারা যায়, নিশ্চিত করতে হবে অন্যরা যেন বেঁচে থাকতে না পারে। তিনজনের কেউ যাতে ওর দুর্বলতা বা মার্থার অসহায়ত্বের সুযোগ নিতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

হিউয়েট জানে কি ঝুঁকি নিচ্ছে, কিন্তু যে-কোন উপায়ে সফল হতে

হবে। গত কয়েক ঘণ্টা এক চুমুক পানি ছাড়াই রাইড করেছে, এবং তারও আগে তেষ্টার তুলনায় পানির যোগান এতই কম ছিল যে পানির ঘাটতি পূরণ করে সতেজ হওয়ার কোন সুযোগই পায়নি। তাছাড়া বাথানে এখন কে আছে এবং সেখানে কি ঘটছে, জানতে হবে ওর।

অ্যাসপেনের আড়ালে বাকস্কিনকে রেখে সতর্কতার সাথে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল হিউয়েট। ঝর্নার কাছে এসে দীর্ঘ সময় ধরে তেষ্টা মেটাল। ঝোপের আড়ালে বসে পরিস্থিতি বিচার করল। তারপর ধীরে ধীরে এগোল, প্রথমে জানা দরকার কার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। র‍্যাঞ্চ হাউসের পাশে এসে জানালা দিয়ে ভিতরে তাকাল ও।

কামরার মাঝখানের টেবিলে বসে আছে জো ক্রিট, ওপাশের দেয়ালের সাথে লাগোয়া বাঙ্কে বসেছে ইন্ডি ফ্রাংক। উল্টোদিকে, দেয়ালের কাছে চেয়ার সরিয়ে নিয়ে বসেছে জেফ থম্পসন। 'প্রস্তাবটা খারাপ দেইনি আমি'–বলছে থম্পসন–'টাকাটা এখনই ভাগ করব আমরা। তারপর পালের একটা অংশ নিয়ে চলে যাবে তোমরা, এখানে একা থাকতে দেবে আমাকে। ন্যায্য প্রস্তাব, তাই না?'

জো ক্রিটের শুকনো হাসি মানেই বিপদ সঙ্কেত, জানে হিউয়েট, কিন্তু থম্পসন তাতে কিছুই দেখতে পেল না। 'নিশ্চই, যথেষ্ট ন্যায্য,' একমত হলো ক্রিট। 'সত্যি বলতে কি, ফেয়ারের চেয়ে বেশিই। কিন্তু ন্যায্য ভাগ কে চাইছে?'

হাসি মুছে গেল থম্পসনের। 'তাহলে তোমার আইডিয়াটা শুনি!' আচমকা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল সে। 'আমার প্রস্তাব তো জানিয়েছি!'

'আমার আইডিয়া?' ফের হাসল ক্রিট, ছোট ছোট কালো চোখে নিদারুণ অবজ্ঞা দিয়ে ত্যক্ত করে তুলল থম্পসনকে। 'টাকাটা চাই আমার, এবং ওই মেয়েকেও।'

চেয়ারে দোল দিচ্ছিল থম্পসন, শিথিল শরীর আড়ষ্ট হয়ে যেতে সশব্দে মেঝেতে নেমে এল চেয়ারের পা, রাগে গাঢ় হয়ে গেছে তার মুখের রঙ। 'ওই মেয়ে আমার!' খেপা সুরে বলল সে। 'আমাকে ভালবাসে মার্থা। এসবের মধ্যে ওর কথা আসছে কিভাবে?'

'তাই নাকি?' তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল ক্রিটের কণ্ঠে। 'কিন্তু আমি বলছি, ওই মেয়েকে চাই আমার! টাকার মতই, এমন মেয়ের জন্যে খুন করতে রাজি আমি'–স্থির দৃষ্টিতে থম্পসনকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল সে। 'এমনকী তোমাকেও খুন করতে পারি, জেফ।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, বাইরে থেকে সবিস্ময়ে তা দেখল হিউয়েট। ক্রিটের মনে কি চলছে অনায়াসে পড়তে পারছে ও, এবং এ মুহূর্তে লোকটির মনের গভীরে তেতে ওঠা বুনো উল্লাসের অস্তিত্ব স্পষ্ট টের পাচ্ছে। কিছুই পছন্দ করে না জো ক্রিট, কিন্তু সবকিছুই ঘৃণা করে। ঈর্ষা আর ঘৃণার একটা বিশাল কীট সে, সুদর্শন জেফ থম্পসনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে উল্লসিত এখন।

'অ, এই তা হলে তোমার আইডিয়া?' সরোষে বলল থম্পসন। হিউয়েট জানে কি করতে যাচ্ছে সে। সাহস আছে তার, নির্দিষ্ট একটা সীমা পর্যন্ত। আচমকা হেসে উঠল থম্পসন। 'আমার বোধহয় আগেই ধারণা করা উচিত ছিল কারও সঙ্গেই ন্যায্য খেলা খেলতে জানো না তুমি, জো! তোমাকে সাহায্য করার সময়ই জানা উচিত ছিল পথ থেকে সরে গেছে হিউয়েট, এরপর আমার পালা আসছে।

'আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকম। কোন মহিলার জন্যে কাউকে খুন করতে পারব না আমি। ওকে পেতে পারো তুমি, যদি পছন্দ হয় তোমার।' কথা শেষ করে হাসল থম্পসন, ঝুঁকে হাঁটুর ওপর রাখল দুই কনুই। 'মার্থার কথা বাদ দিয়ে চলো টাকাটা ভাগ করে নিই। মার্থার ব্যাপারে তোমার যখন এতই আগ্রহ, এখানে থাকার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না আমি।'

'নিশ্চই,' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল জো ক্রিট, নিষ্ঠুর ঠোঁটে দুর্বোধ্য হাসি ঝুলছে। 'তাই করতে যাচ্ছি আমি—মেয়েটার কাছে যাব, এখনই।' দৃষ্টিতে শেষবারের মত একরাশ তাচ্ছিল্য ছুঁড়ে দিয়ে থম্পসনের দিকে পিছন ফিরল সে, দরজার দিকে পা বাড়াল।

এটা একটা ফাঁদ, নিজেকেই টোপ বানিয়েছে ক্রিট, কিন্তু জেদ আর বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে গেছে থম্পসন, সমূহ বিপদ ধরতে পারল না। ক্রিট পিছন ফিরতেই উঠে দাঁড়াল সে, একইসঙ্গে ছোবল মেরেছে হোলস্টারে। জানতেই পারল না কখন সক্রিয় হয়ে উঠেছে ইন্ডি ফ্রাংক, বাতাসে শিস কাটল একটা তীক্ষ্ণধার ছুরি, সমূলে বিঁধে গেল থম্পসনের গলায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেয়, বিস্ময়ের পাশাপাশি আতঙ্ক আর মৃত্যুভয় দেখা গেল থম্পসনের চোখে। কিন্তু সেটার স্থায়িত্ব হলো মাত্র কয়েক সেকেন্ড। ঘুরেই তাকে গুলি করেছে ক্রিট, মাত্র কয়েক হাত দূর থেকে করা, বুলেটের ধাক্কায় কেঁপে উঠল তার দেহ। হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল সে, নিথর পড়েই থাকল।

এগিয়ে এসে থম্পসনের পেটে লাথি হাঁকাল ক্রিট, নিস্পৃহ মুখে কোন

ভাবান্তর নেই। একদলা থুথু ফেলল সে, থম্পসনের মুখে গিয়ে পড়ল। 'ভাল কাজ দেখিয়েছ,' সহাস্যে চেলার উদ্দেশে বলল সে। 'টাকা আর মেয়েটাকে পেয়ে গেছি আমরা।'

সন্তর্পণে জানালার কাছ থেকে সরে গেল হিউয়েট, র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল এবার। দরজার কাছে এসে নব ধরে ঘুরান দিল ও, খোলাই আছে। কবাট ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

দরজা খুলবার শব্দ শুনেছে মার্থা, ওকে দেখতে পেয়ে কিছুটা বিস্মিত হলো। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ইঙ্গিত করল হিউয়েট, টেবিলের কাছে এসে ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। দ্রুত, হাঁপাতে হাঁপাতে সংক্ষেপে ট্রেইলের ঘটনা আর জেফ থম্পসনের মৃত্যুর খবর জানাল।

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে হিউয়েটের মুখ, রুগ্ন এবং নিঃস্ব মনে হচ্ছে নিজেকে। শরীরের কাঁপন ঠেকাতে হাতজোড়া স্থির রাখার চেষ্টা করছে, পরস্পরের সাথে দৃঢ় ভাবে চেপে বসেছে ঠোঁটজোড়া। স্পষ্ট বুঝতে পারছে শয়তান দুটো ওকে কোণঠাসা করার আগেই নিশ্চিত হয়ে গুলি করতে পারবে না। সময় দরকার ওর–সময়। কিন্তু এ জিনিসটারই দারুণ অভাব। কয়েক মিনিটের মধ্যে চলে আসবে নেকড়ে দুটো।

কিন্তু তারপরও একটা সুযোগ আছে। কোন ভাবে যদি কেবিনে আটকে রাখতে পারে ওদের···বাইরে বেরোতে না পারলে···। 'আমার রাইফেলটা কোথায়?' চোখ তুলে জানতে চাইল ও, অজান্তে কর্কশ হয়ে উঠেছে কণ্ঠ। রাইফেল থাকলে কিছুক্ষণ হলেও আটকে রাখতে পারবে, দূর থেকেই নিকেশ করতে পারবে; অন্তত মার্থার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে শয়তানগুলোকে।

'রাইফেলটা নিয়ে গেছে ওরা, জিম। জেফের সাথে ক্রিট এসেছিল গতকাল, বলল একটা কয়োটিকে মারতে হবে নাকি। তোমার কাছে যেটা আছে, সারা বাড়িতে এ ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই।'

টাকা আর মার্থার কারণে···ওদের ধারণা ছিল হিউয়েটকে খুন করতে সক্ষম হয়েছে। জেফ থম্পসনও রেহাই পায়নি লোভের অনল থেকে। কোন কিছুই আটকাতে পারবে না ওদের, এবং নিশ্চিত করেছে যাতে মার্থার কাছে কোন অস্ত্র না থাকে।

দশ মিনিট চলে গেল। মরিয়া হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল হিউয়েট, ভাবছে কি করা যায়। *যেভাবেই হোক ঠেকাতে হবে ওদের! কোন না কোন উপায় নিশ্চই আছে! থাকতেই হবে!*

বাড়ি ফেরার সময় যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল, তার সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। হিউয়েট জানে বাঙ্ক হাউস পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। এমনকী কামরার ওপাশে যাওয়াও সম্ভব হবে না বোধহয়। মার্থাকে নিয়ে অজানা একটা ভয় গ্রাস করতে চাইছে ওর সারা সত্তা। ঘামে ভিজে গেছে কপাল, ম্লান আলোয় অসহায়, সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে মুখ।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পাল্টে গেল জিম হিউয়েটের মুখ। নিদারুণ অসহায়ত্বও মাঝে মধ্যে বেপরোয়া করে তোলে মানুষকে। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল ও। মাথা দপদপ করছে এখনও, বুকের ক্ষতে চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে সারাক্ষণ। অস্থির মনকে নিবিষ্ট করার চেষ্টা করল ও, কোন একটা আইডিয়া পেতে চাইছে–যে-কোন কিছু, চরম বিপদের মুহূর্তে যেটা কাজে আসবে।

দেখামাত্র, কোন দ্বিধা ছাড়াই ওকে গুলি করবে জো ক্রিট। নিশানা করার সুযোগ দেবে না ওকে, ভাবারও সময় দেবে না। ওকে ভাল করেই চেনে ক্রিট। এক নজরেই ওর দুর্বলতা ধরে ফেলবে সে, আর কোন সুযোগ থাকবে না তখন। সুতরাং...দরজা পেরিয়ে কামরায় ঢোকার আগেই খুন করতে হবে ক্রিটকে।

ব্যথায় ভুরু কুঁচকে উঠল ওর, চিন্তা করতে পারছে না ঠিকমত।

একটা পিস্তল তুলবার শক্তি বা নিশানা করার সামর্থ্য নেই ওর। কিংবা মার্থার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে মেয়েটার জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার সাহসও নেই। ন্যায্য বা ফেয়ার সুযোগের কোন চিন্তাই এল না হিউয়েটের মনে, কারণ পরিস্থিতির কোন কিছুই ন্যায্য নয় এখন। হয়তো স্রেফ ঠাণ্ডা মাথায় খুন হবে ব্যাপারটা, কুৎসিত এবং বর্বরোচিত; কিন্তু এটাই হচ্ছে ওদের ধাত।

ওকে যখন অ্যাম্বুশ করেছিল, ন্যায্য কি অন্যায্য হচ্ছে তার ধার ধারেনি কেউ, না ক্রিট না থম্পসন। ইচ্ছে করেই থম্পসনকে প্রলুব্ধ করেছে ক্রিট, পেছন থেকে তাকে খুন করেছে ইন্ডি ফ্রাংক–একেও পুরোপুরি ফেয়ার বলা যায় না। মার্থা আর বাথানটাকে রক্ষা করতে হলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে, এখনই–যে-কোন উপায়ে।

আচমকা বাক্সটা চোখে পড়ল ওর। সরু একটা কাঠের বাক্স, বেশ ভারী এবং দড়ির হাতল আছে সাথে। ইঞ্চি-খানেক হবে রশির দৈর্ঘ্য, দু'পাশে ছোট্ট গর্ত দিয়ে দড়ির দুই প্রান্ত বের হয়ে আছে, মাঝখানে বাক্সের ভেতরে মূল অংশ ঢোকানো এবং দুই প্রান্তে গিঁট দেয়া। সচরাচর সোনার বার বহন করবার জন্য ব্যবহার করা হয় এমন বাক্স।

'মার্থা?' ফিসফিস করে ডাকল ও। 'বাক্সের এক প্রান্ত ভেঙে ফেলো তো! সম্ভব হলে শব্দ করা ছাড়াই স্ক্রুগুলো খোলার চেষ্টা করো।'

টেবিলে বসে থেকে মার্থার কাজ দেখল ও, কয়েক মিনিটের মধ্যে বাক্সের এক প্রান্ত খুলে ফেলল মেয়েটা। 'অন্য প্রান্ত থেকে দড়ির হাতল কেটে বাক্সটা টেবিলে এনে রাখো,' নতুন নির্দেশ দিল ও।

প্রশ্ন ফুটে উঠল মার্থার চোখে, কিন্তু নির্দেশ তামিল করল। বাক্সটার খোলা প্রান্ত নিজের দিকে ফেরাল হিউয়েট, অন্য দিক দরজার দিকে ফেরানো। 'এবার আমার পিস্তলটা দাও তো,' মৃদু স্বরে বলল ও।

সন্তর্পণে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে টেবিলে ওর হাতের নাগালে রাখল মার্থা। বাঁট চেপে ধরে পিস্তল তুলল হিউয়েট, বাক্সের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল। আচমকা উজ্জ্বল হয়ে গেল মার্থার চোখ, পরিকল্পনাটা ধরতে পেরেছে, পিস্তলের মাজল বাক্সের উল্টোদিকের গর্ত বরাবর পজিশনে নিয়ে এল ও। অনায়াসে বাক্সের ভিতর পিস্তল সহ হিউয়েটের হাতের জায়গা হয়ে গেল।

'এবার একটা কাপড় এনে বাক্সটা ঢেকে দাও,' বলল হিউয়েট, নির্বিকার দেখাচ্ছে ওকে। 'এমন ভাবে রাখো যাতে বাক্সটা দেখে মনে হয় কোন খাবার বা অন্য কিছু, ঢেকে রাখা হয়েছে।'

পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে ওভাবেই বসে থাকল ও, দরজার দিকে মুখ করে বসেছে, অপেক্ষায় আছে। বাক্সটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে ওরা, এবং তৈরিই আছে সে, পজিশনমত আছে পিস্তলটা, সরাসরি দরজার দিকে নিশানা স্থির করা। গুলি করবার জন্য পিস্তল ধরে রাখতে কোন শক্তির দরকার হবে না ওর...কিন্তু প্রথম গুলিটা ওকেই করতে হবে, জো ক্রিট দরজায় পা রাখবার সঙ্গে সঙ্গে। তারপর হয়তো দৌড়ে পালিয়ে যাবে ইন্ডি ফ্রাংক, কিংবা ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করবে। দরজা দিয়ে আসবার চেষ্টা করলে তাকেও মরতে হবে।

'পারবে তো, জিম?' অধীর কণ্ঠে জানতে চাইল মার্থা।

নড করল হিউয়েট, নিজের কাঁধে মার্থার হাতের চাপ ভাল লাগছে ওর। 'আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে ওরা।'

কামরার কোণে সরে গিয়ে স্টোভে কফির পানি চাপাল মার্থা, কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল হিউয়েট, মার্থার মত নিজেও জানে আসলে ঠিক কতটা চান্স আছে ওদের। প্রথম শটটা সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে। ক্রিট ছাড়া তেমন বিপজ্জনক নয় ইন্ডি ফ্রাংক, কিন্তু জো ক্রিট যে-

কোন সময়েই দারুণ বিপজ্জনক।

কফির মগ ওর সামনে নামিয়ে রেখে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মার্থা, দৃষ্টি রাখল বাইরে। ও মাথা নাড়তে বাম হাতে মগ তুলে চুমুক দিল হিউয়েট। হাত কাঁপছে ওর, এতটাই যে গায়ে ছলকে পড়ল কফি। এগিয়ে এসে মগটা ওর মুখে তুলে ধরল মার্থা। কয়েক চুমুক পান করল হিউয়েট।

প্রায় নিঃশব্দে এল ওরা, এত ক্ষীণ শব্দ যে প্রায় শোনাই গেল না। ঘাড়ে মার্থার দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ পেয়ে সজাগ হলো হিউয়েট, দু'দিন আগে মরুভূমি থেকে যাত্রা করবার পর এই প্রথম ঘুমিয়েছে। বুক ধুকপুক করছে ওর, মুঠির ভিতর দৃঢ় ভাবে পিস্তলের বাঁট চেপে ধরবার প্রয়াস পেল, কিন্তু ট্রিগার থেকে পিছলে গেল আঙুল।

দরজাটা আচমকা খুলে গেল।

জো ক্রিটই আছে সামনে, কিন্তু জিম হিউয়েটের আঙুল ট্রিগারে চেপে বসতে বসতে একপাশে সরে গিয়ে ফ্রাংককে আহ্বান করল সে। 'ভেতরে ঢোকো, ইন্ডি!' তারপর মুখ বাড়িয়ে কামরার ভিতরে নজর দিল।

মার্থা ছাড়া কাউকে দেখতে পাবে আশা করেনি ওরা, ভাল করে তাকানোর প্রয়োজনও বোধ করেনি তাই। আচমকা টেবিলের ওপাশে বসা লোকটিকে দেখতে পেল ক্রিট। টেবিলে রাখা লণ্ঠনের ম্লান আলোয় ঠিকই চিনতে পারল হিউয়েটকে। শরীরে তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা খেয়েছে যেন, ঝটিতি লাফিয়ে সরে গেল সে, হোলস্টারে ছোবল মেরেছে দু'হাত।

ইতোমধ্যে কামরার ভিতরে ঢুকে পড়েছে ইন্ডি ফ্রাংক। ট্রিগার টিপে দিল হিউয়েট, বদ্ধ কামরায় বোমা ফাটাল গুলিটা।

পেছন থেকে কেউ যেন টেনে ধরেছে ফ্রাংককে, স্থির দাঁড়িয়ে পড়ল সে কয়েক সেকেন্ডের জন্য, তারপর দরজার উপর মুখ থুবড়ে পড়ল। একপাশে সরে গেছে জো ক্রিট, তাই হিউয়েটের দ্বিতীয় গুলি খোলা দরজা দিয়ে চলে গেল আঙিনার দিকে।

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ক্রিট, হাতে পিস্তল চলে এসেছে। 'দারুণ দেখিয়েছ, জিম! স্বীকার করতেই হবে তোমার জান বড় শক্ত। নিশ্চিত ছিলাম মরুভূমিতে মারা গেছ তুমি, সারা শরীরে যেরকম রক্ত লেগে ছিল! এখন ফ্রাংককে নিকেশ করেছ···সত্যি বলতে কি, ঝামেলা কমিয়ে দিয়েছ। ওর সাথে টাকা ভাগাভাগি করার কোন ইচ্ছেই ছিল না আমার, অন্য একটা পরিকল্পনা ছিল ওর জন্যে।'

টেবিল আর কাপড়ে ঢাকা বাক্সটা দেখল সে কৌতূহলী দৃষ্টিতে। 'ওখানে

যাই থাকুক,' সতর্ক দৃষ্টি ফুটে উঠল চোখে। 'কিন্তু মনে হচ্ছে ওটা ঘোরাতে পারছ না, ঠিক বলেছি না? একটা পিস্তল ধরে আছ, কিন্তু নিশানার মধ্যে পাচ্ছ না আমাকে! যদি ঠিকমত পিস্তলটা ঘোরাতে পারতে, দ্বিতীয় গুলিটা মিস্ করতে না।

'না, এখনও মারা যাওনি ঠিকই, কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ বেঁচে আছ তাও বলা যাচ্ছে না—গুরুতর আহত।' উল্লাস শয়তানটার চোখে, মুখে তাচ্ছিল্য আর বিদ্রূপের হাসি। 'সত্যিই তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি, হিউয়েট! আসার সময় ভাবছিলাম এখানে মৌজ করব আমি, কিন্তু তুমি দেখতে পাবে না সেটা কেমন হয়! ব্যাপারটা কেমন মনমরা করে দিয়েছিল আমাকে। ঈশ্বরই আমার মনের ইচ্ছে পূরণ করার ব্যবস্থা করেছেন!'

পিস্তলের বাঁট চেপে ধরে বাক্স থেকে বের করে আনবার চেষ্টা করল হিউয়েট, কিন্তু বেরোল না কিংবা হয়তো ওর প্রচেষ্টা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

'এদিকে এসো!' মার্থার উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল ক্রিট। 'যা বলছি করো, নইলে ওর কপাল ফুটো করে ফেলব!'

যুগপৎ ভয় আর আতঙ্কে স্থির হয়ে গিয়েছিল মার্থা, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্রিটের হাতের পিস্তলের দিকে। জো ক্রিটের হুঙ্কারে সংবিৎ ফিরল ওর, ঘুমের ঘোরে আছে যেন এমন ভাবে এগোতে শুরু করল আউট-লর দিকে।

জো ক্রিটকে দেখছে জিম হিউয়েট, এতটাই দুর্বল বোধ করছে যে হাত তুলবার শক্তি পাচ্ছে না। অসহায় বোধ হচ্ছে, জানে জো ক্রিটকে বাধা দেওয়ার শক্তি নেই শরীরে। আচমকা চিন্তাটা খেলে গেল মাথায়। অদ্ভুত, অসম্ভব এবং বেপরোয়া ঝুঁকি—কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। 'মার্থা!' যত জোরে সম্ভব চিৎকার করল ও। 'ভাবো, মার্থা!'

'চুপ করো!' তড়পে উঠল ক্রিট। 'মুখটা থামাবে, নাকি তোমার মাথা ছাতু বানিয়ে দেব?'

'মার্থা! চিন্তা করো!' মরিয়া হয়ে প্রায় প্রার্থনা করল হিউয়েট। 'দয়া করে ভাবো, মার্থা!' মার্থাকে ক্রিটের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে দেখে চড়া হয়ে গেল ওর কণ্ঠ। 'চিন্তা করো—দরজা…!'

প্রায় তৎক্ষণাৎ ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পারল মার্থা ম্যালোন। নিজের সব শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জো ক্রিটের উপর। ছোটখাট শরীরটার ধাক্কায় ভারসাম্য হারিয়ে টলে উঠল গানম্যান, কিন্তু ঠিকই গুলি করল। কামরার

ওপাশে তাকে রাখা একটা থালা ঝনঝন করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, টলমল পায়ে দরজার কাছে চলে আসতে বাধ্য হলো জো ক্রিট।

দরজার ফ্রেমের সাথে সংঘর্ষ হলো তার কাঁধের, একই সময়ে দ্বিতীয় গুলি করল বন্দুকবাজ। কিন্তু তাড়াহুড়োয় আর শরীরে ভারসাম্য না থাকায় এবারও মিস্ হলো। ঝনঝনাৎ শব্দে চৌচির হয়ে গেল কাচের লণ্ঠন, হিউয়েটের গায়ে এসে ছিটকে পড়ল তেল। কেশে উঠল ওর পিস্তল। দেখল দরজার বিপরীতে গাঢ় কাঠামোটা কেঁপে উঠল মৃদু। ফের কমলা আগুন ওগরাল ওর পিস্তল, আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল আউট-লর মুখ দিয়ে। তীব্র খিস্তি করে ফের গুলি করবার প্রয়াস পেল সে, কিন্তু হিউয়েটের শেষ গুলিটা মুখে ঢুকে ধরাশায়ী করল তাকে। দুলে উঠল ক্রিটের দেহ, দু'বার আগু-পিছু করে শেষে হেলে পড়ল পেছন দিকে। গড়িয়ে সিঁড়ি থেকে পোর্চে গিয়ে পড়ল শরীরটা।

ছুটে এসে দু'হাতে হিউয়েটের মাথা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল মার্থা, স্বস্তির সাথে কাঁদছে। জানে না শিথিল হয়ে গেছে হিউয়েটের শরীর, জ্ঞান হারিয়েছে।

ফের যখন চোখ খুলল হিউয়েট, ঝলমলে সকালের রোদ চোখ ধাঁধিয়ে দিল ওর, কিন্তু আলোটা উপভোগ্য মনে হচ্ছে। চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারল মার্থার কামরায় আছে, সবকিছু গোছানো, ঝকঝকে পরিষ্কার প্রতিটি জিনিস। সবকিছুতে চেনা, ঘরোয়া আমেজ।

দরজা খুলবার শব্দেও ফিরে তাকাল না ও, একই ভাবে শুয়ে থাকল, কামরার উষ্ণতা, শান্তিপূর্ণ আবহ উপভোগ করছে। জানে সকাল এখন, এবং ভাল লাগছে ওর।

মার্থাকে পাশে দেখতে পেল হিউয়েট। ওকে জেগে উঠতে দেখে উজ্জ্বল হয়ে গেল মেয়েটির মুখ। 'ওহ, জিম! শেষ পর্যন্ত জাগলে তা হলে! আমার তো ভয় হচ্ছিল কখনও বুঝি জ্ঞান ফিরবে না তোমার!' ওর মুখে আলতো ভাবে হাত বুলাল মেয়েটি।

একহাতে মার্থার হাতটা গালের সাথে চেপে ধরল হিউয়েট। 'আমার তো মনে হচ্ছে কখনও এখান থেকে যাইনি কোথাও!' ক্ষীণ হেসে বলল ও। 'কী হয়েছিল?'

'পরেরদিন সকাল পর্যন্ত তেমন কিছুই ঘটেনি। দুপুরে উইলো স্প্রিং থেকে আমার এক পাওনাদার এসেছিল, লাশগুলো গোর দেওয়ার পর ফিরে গিয়ে ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাঙ্কহাউসে জো ক্রিটের স্যাডল ব্যাগে

টাকাটা খুঁজে পেয়েছি আমি।'

'এ নিয়ে ভেবো না। কালই ব্যাপারটা পুরানো গল্প হয়ে যাবে।'

'কাল? ওহ্, এরই মধ্যে পুরো দুই সপ্তাহ চলে গেছে! এত অসুস্থ ছিলে তুমি! বুকের ক্ষতটা...ডাক্তার বলেছিল ঠিকমত পরিচর্যা না হলে মারা যাবে!'

'কিন্তু মরিনি। অনেক কাজ পড়ে আছে সামনে। নতুন ক্রু খুঁজতে হবে এবং...'

'চারজনকে কাজে নিয়েছি আমরা, জিম। ডাক্তারই আমার হয়ে ভাড়া করেছে ওদের। ক্যাটল ড্রাইভ শেষে টেক্সাসে ফিরে যাচ্ছিল ওরা। এবার একজন ফোরম্যান দরকার হবে আমাদের, সুস্থ হয়ে উঠলে তুমি নিজেই পছন্দমত লোক নিয়োগ করতে পারবে।'

'এবং ওরা সবাই মিলে তোমাকে ফুসলানোর চেষ্টায় থাকবে কেবল?' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল হিউয়েট। 'মনে হচ্ছে এখনই বিছানা ছাড়া উচিত আমার!'

'ডাক্তার ওদের বলেছে যে শিগ্‌গিরই বিয়ে হবে আমাদের।'

'তাই নাকি? উত্তরে তুমি কী বলেছ?'

'ভদ্রলোক দারুণ মানুষ, এত সাহায্য করেছে আমাদের, কাউহ্যান্ডদের কাছে ওকে মিথ্যুক প্রমাণ করার ইচ্ছে হয়নি আমার। আসলেই কি মিথ্যে বলেছে সে? যাকগে, প্রস্তাবটা পেলে খুশি হতাম, জিম।'

বালিশে মাথা এলিয়ে দিয়ে মৃদু হাসল হিউয়েট। 'নিশ্চই! সত্যিই বলেছে সে!'

চালবাজ

'বুঝে-শুনে চলো, স্ট্রেঞ্জার। এটা জিম থর্নের শহর,' ডেস্কের ওপাশ থেকে নিরুত্তাপ স্বরে সতর্ক করল দোকানি। 'থর্নের নাম শুনেছ তো, এখানকার মার্শাল? বন্দুকবাজদের দু'চোখে দেখতে পারে না ও!'

কাউন্টার ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল জন ওয়েস, ঝট্ করে ফিরে তাকাল ডাচ হিলম্যানের দিকে। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখল ছুঁচাল মুখ আর চিবুকে গভীর ক্ষতের চিহ্ন বয়ে বেড়ানো জেনারেল স্টোর মালিকের দিকে। 'তাতে কিছুই যায়-আসে না আমার,' নির্লিপ্ত স্বরে উত্তর দিল ওয়েস। 'আশা করি তোমাদের মার্শালের সঙ্গে কোন ঝামেলা হবে না আমার।' জবাব আশা করেনি সে, তাই দাঁড়ালও না। দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে গেল স্টোর থেকে।

পেছন থেকে ওকে দেখছে হিলম্যান। দীর্ঘদেহী আগন্তুকের চলাফেরায় মনে হতে পারে কাঠুরে বা স্রেফ সাধারণ কর্মজীবী মানুষ; কিন্তু একনজর দেখেই বুঝেছে আগন্তুকের উরুতে নিচু করে বাঁধা জোড়া পিস্তল স্রেফ প্রদর্শনীর জন্য ঝোলানো হয়নি।

নামে ওকে চিনতে পারেনি বটে, কিন্তু ধাতটা ঠিকই বুঝে গেছে স্টোর মালিক, চিন্তাটা ত্যক্ত করে তুলছে জন ওয়েসকে। পোর্চের খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে সিগারেট রোল করার সময় ধূলিময় রাস্তা ধরে দু'ধারে তাকাল সে, আস্তাবলের খোঁজ করছে। সুদূর সনোরা থেকে বন্ধুর ট্রেইল পাড়ি দিয়ে এখানে পৌঁছেছে একটু আগে, ইচ্ছে ছিল ক'দিন বিশ্রাম নেবে। অনর্থক ঝামেলা এড়িয়ে চলবে, এবং তাতে যদি একটা কাজ খুঁজে নিতে হয় কিংবা শহর ছাড়তে হয়, আপত্তি নেই ওর।

মার্শাল জিম থর্নের ব্যাপারে কিছুই জানা নেই বললে অবশ্য ভুল হবে। সনোরায় থাকার সময়ই কিছু ঘটনা কানে এসেছে ওর: পপলারের খোলা রাস্তায় গানফাইটে জেফরি লনিগান নামে এক লোককে খুন করেছে সে, এটা অবশ্য মাস খানেক আগের ঘটনা; এবং তারও আগে পপলার টাউন যখন

সবে গড়ে উঠতে যাচ্ছিল, দক্ষ হাতে খুনে বন্দুকবাজ আর বেয়াড়া জুয়াড়ীদের সামাল দিয়েছে থর্ন। শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে এখানে। ওয়েস অবশ্য এটাও জানে একসময় দারুণ জনপ্রিয় থাকলেও এখন আর ততটা খ্যাতি নেই থর্নের।

জিম থর্ন কেন, যে-কোন মার্শালের দৃষ্টিভঙ্গিতে আগন্তুক মাত্রই সন্দেহের পাত্র আর বন্দুকবাজরা হচ্ছে বিপজ্জনক মানুষ। এদের উপর কর্তৃত্ব ফলানো সবসময় যে মার্শালের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, তা বলা যাবে না। পশ্চিমের "খ্যাতি-পাগল" অনেক মার্শালের কথাই শুনেছে ওয়েস, যাদের ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই ওর। পরিচিত হওয়ার খায়েশও নেই। কারণ তার দরকার হয় না। ও জানে সনোরার উইল জ্যাকসন, মন্ট্যানার অ্যাবল কিড কিংবা টুম্বস্টোনের বিলি ব্রেকেনরিজের মত অনেক মার্শালই বন্দুকবাজদের খুন করে নিজেদের রেকর্ড সমৃদ্ধ করেছে, অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হতভাগ্য বন্দুকবাজরা সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

হিচিং রেইল থেকে ক্লান্ত বাকস্কিনের বাঁধন খুলে লিভারি স্টেবলের দিকে এগোল ও। বিশ্রাম দরকার ঘোড়াটার, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে ওটা। ঘাড় ফিরিয়ে পলকের জন্য স্টোরের দিকে তাকাল ওয়েস, পোর্চে শীর্ণদেহী এক লোককে দেখতে পেল, পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এসেছে মাত্র। গাঢ় ধূসর চুল মাঝবয়েসী লোকটার, নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। লোকটার দাঁড়ানোর ভঙ্গি অস্বাভাবিক, এক হাতে দেয়াল চেপে ধরেছে, যেন খোঁড়া।

সৌভাগ্যের ব্যাপার, ডাচ হিলম্যান ওর নাম জানে না। সময় পেলে অবশ্য ঠিকই জেনে যাবে, পেশার কারণেই কিছু সুবিধে ভোগ করে এমন লোকেরা...যেমন বারকীপ বা হসল্যারদের কাছে সব খবরই থাকে। *নাকি অন্য কারণে? সত্যিই কি পেশার সুবিধে পাচ্ছে বলে ওর পরিচয় জানার সম্ভাবনা থাকছে হিলম্যানের?* বাকস্কিনের শরীর দলাই-মলাই করতে করতে প্রশ্নটা নিয়ে খানিক উল্টে-পাল্টে দেখল ওয়েস। *কী ধরনের লোক হিলম্যান?*

স্রেফ সহজাত প্রবৃত্তি বশে প্রথম দেখায় যে-কোন মানুষ সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যায় ওয়েস—তাদের ওজন আর গুরুত্ব বুঝে নেয়; কিন্তু স্টোরকীপার সম্পর্কে প্রায় ব্যর্থ হয়েছে। ব্যাপারটা তলে তলে অস্বস্তি ধরিয়ে দিচ্ছে মনে। উপেক্ষা করতে পারছে না, আবার সঠিক ভাবে বুঝতেও পারছে না; অনিশ্চয়তা আর খানিকটা উদ্বেগ থেকে যাচ্ছে...

চল্লিশের কাছাকাছি হবে হিলম্যানের বয়স। ওয়েসের মতই দীর্ঘদেহী, চওড়ায় আরও বেশি। যদিও ওজন খুব বেশি হবে না। সতর্ক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি

চোখে।

লিভারি স্টেবলের দরজা দিয়ে বাইরের দীর্ঘ রাস্তা জরিপ করল ওয়েস, হিলম্যান আর থর্ন সম্পর্কে ভাবছে এখনও। যে-কোন শহরের স্টোরকীপাররা সাধারণত ঝামেলা এড়াতে পছন্দ করে, এও চায় না বাইরের কোন আগন্তুক এসে ঝামেলা করুক। হয়তো সেজন্যেই ওকে সতর্ক করেছে ডাচ হিলম্যান। একটা সিগারেট রোল করার ফাঁকে সম্ভাবনাটা বিচার করল ওয়েস।

পশ্চিমের যে-কোন শহরের মত পপলারও দু'অংশে বিভক্ত। এক অংশে রয়েছে অযত্ন এবং অবহেলার সঙ্গে গড়ে ওঠা বাড়ি, নেহাত ক্লিষ্ট চেহারার সেলুন আর রেলরোডের পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা বস্তির মত জীর্ণ কিছু শ্যাক–মদ, জুয়া এবং মেয়েমানুষের জমজমাট আড্ডা সেখানে। স্টেশনের একেবারে কাছাকাছি রয়েছে অগুনতি করাল, পশ্চিমে গরু চালান দেওয়ার আগ পর্যন্ত জায়গাটা অস্থায়ী শেড হিসাবে ব্যবহার করে গরু ব্যবসায়ীরা। শহরের পুরানো অংশ এটা, রেলরোড শ্রমিক আর গরু ব্যবসায়ীদের হাতে তৈরি হয়েছিল একসময়; যখন আদপে এখানে কোন স্কুল বা চার্চ তৈরি হয়নি।

রেলরোডের উল্টোদিকে, পশ্চিমে, নতুন ভাবে গড়ে উঠেছে অন্য অংশ–মেইন স্ট্রীট। দুর্গন্ধ বা মাছির অত্যাচার নেই এখানে, নেই করাল বা স্টেবল থেকে আসা দুর্গন্ধ। নতুন অধিবাসী, অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের তৈরি। যত্নের সঙ্গে গড়া হয়েছে এখানকার দালানগুলো, প্রতিটাই সাদা চুনকাম করা; রাস্তার সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য জুড়ে বিস্তৃত বোর্ডওঅক থাকবার ফলে পারতপক্ষে বর্ষার দিনেও কাদা মাড়াতে হয় না অধিবাসীদের। শহরের এই অংশে মাত্র একটা সেলুন, সদ্য তৈরি দোতলা হোটেলের নীচতলায় ওটা। মূল রাস্তার পেছনে কয়েক একর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে আবাসিক এলাকা। বেশিরভাগ বাড়ির সামনের বাগানে কর্ন আর টম্যাটোর চাষ করা হয়েছে। প্রতিটি বাড়িতে রয়েছে আলাদা আলাদা বার্ন, স্টেবল আর গুদামঘর। মূল রাস্তার একেবারে শেষে রয়েছে লিভারি, যেখানে ঘোড়াকে দলাই-মলাই করছে ওয়েস; ঠিক উল্টোদিকে মার্শালের অফিস।

একটা ব্রীজ...একই শহরের দুটো আলাদা জগৎকে পৃথক করেছে।

সিগারেট ফেলে বুটের তলায় পিষল ওয়েস। কালো চ্যাপস পরনে ওর, ফ্ল্যাট-ক্রাউন আর চওড়া ব্রিমের কালো হ্যাট মাথায়; স্প্যানিশ ধাঁচের জ্যাকেটের নীচে ধূসর ফ্লানেল শার্ট। সচেতন ভাবেই এ ধরনের পোশাক পরে ওয়েস, এমন রঙের যাতে যে-কোন ছায়ার সঙ্গে মিশে যেতে পারে।

কিছুটা হলেও উদ্বেগ বোধ করছে ও, শরীরের প্রতিটি পেশীতে দীর্ঘ

রাইডিঙের অবসাদ। গলা আর জিভ শুকনো খটখটে লাগছে, বেল্টের নীচে চুপসে গেছে পেট। সুস্থির ভাবে চিন্তা করতে পারছে না, হয়তো ক্লান্তির কারণেই, এবং খিট্খিটে অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

সাধারণত ধীর-স্থির প্রকৃতির মানুষ সে; সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল। মুখ নির্লিপ্ত দেখালেও মেজাজ ভালই থাকে, লোকজনের সঙ্গ উপভোগ করে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় নিজের ওপর বিরক্তি বোধ করছে, অস্বস্তি হচ্ছে, যেহেতু জানে অল্পতেই ধৈর্য হারাতে পারে।

পাহাড়ের আনাচে-কানাচে সাঁঝ ঘনাল, গলিতে গলিতে নেমে এল নৈঃশব্দ আর আঁধার। ধীর লয়ে চলে গেল আরও একটা ঘণ্টা। দ্বিতীয় সিগারেট রোল করল ও, তটস্থ স্নায়ুগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার চেষ্টা করছে। এদিকে খিদেয় পেট জ্বলছে, কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে বহু লোকের সামনে পড়বার আগে নিজেকে সুস্থির করে নিতে চাইছে।

রাস্তা ধরে ছুটে গেল একটা কুকুর···কোথাও সশব্দে আটকাল একটা দরজা। একসময় সাপার সেরে নিল শহরের লোকজন, কিন্তু তখনও খাওয়া হয়নি ওয়েসের। সিগারেট ফেলে বুট দিয়ে ধূলিময় মেঝেয় ঠেসে ধরল ও।

নুড়িপাথরের সঙ্গে বুটের সংঘর্ষের হালকা শব্দ কানে এল ওর। একটু পর বাইরে নিচু একটা কণ্ঠ শুনতে পেল: 'থর্ন জানে নাকি?'

'কীভাবে বলব? কখনও কী বলা যায় কোন্ জিনিসটা জানা ওর আর কোন্টা অজানা? কিন্তু শহরে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব ওর, যেভাবেই হোক এ পর্যন্ত কাজটা সাফল্যের সঙ্গে করেছে সে।'

'ওর নিজস্ব উপায়ে!' অর্থপূর্ণ স্বরে বিদ্রূপ করল অন্যজন।

'হয়তো অন্য কোন উপায়ও নেই।'

'অন্তত একটা পথ তো ছিলই। অসৎ জুয়া আর জোচ্চুরি বন্ধ করেছে বটে, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক কমিটিকেও বাদ দিয়েছে সে। ওর দাবি কমিটি শেষ দিকে বাড়াবাড়ি করছিল! কিন্তু খারাপ কি করছিল ওরা? জঘন্য চোর-বাটপারগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছে এলাকা থেকে, জনমে আর এ-মুখো হবে না কেউ। শহরের পুরানো অংশটা পুড়িয়ে দিয়েছে ওরা, যত নোংরা কাজ তো ওখানেই হত, তাই না? মার্শাল হিসেবে যা সে করতে পারছিল না, তাই করেছে স্বেচ্ছাসেবক কমিটি। অথচ গায়ের জোরে কমিটিকে খেদিয়ে দিয়েছে সে, অন্য ভাবেও তো এদেরকে সরিয়ে দেয়া যেত!'

'আমার তো মনে হয় ঠিকই করেছে থর্ন।'

'হয়তো, বন্ধু,' সন্দিহান সুরে বলল দ্বিতীয়জন। 'কিন্তু যাদের ঘর

পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, ওসব জুয়াড়ী বা ব্যবসায়ীরা যে খুব খুশি হয়েছে কিংবা তল্লাট ছেড়ে ভেগেছে তা বলা যাবে না। সুযোগের অপেক্ষায় আছে ওরা। এবং স্বেচ্ছাসেবক কমিটিও মওকা খুঁজছে। সুযোগ পেলেই ওদের যে-কেউ ঝেড়ে ফেলবে থর্নকে।'

'মার্শালের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস···'

'সরাসরি কেউই কিছু করবে না। টাকা ছিটালে লোকের অভাব হয় কখনও? শহরে যে এত অচেনা লোক দেখছ, এদের যে-কেউ ভাড়াটে হতে পারে, থর্নের বিরুদ্ধে চান্স নেওয়ার জন্যেই হয়তো ঘুরঘুর করছে। জুয়াড়ী বা ব্যবসায়ীরাও কিন্তু আসা-যাওয়ার মধ্যে আছে। অপেক্ষায় আছে ওরা, থর্ন না থাকলেই আবার ব্যবসা শুরু করবে। মজার ব্যাপার কি জানো, স্বেচ্ছাসেবক কমিটিও এখন থর্নের শত্রু হয়ে গেছে।'

রাস্তা পেরিয়ে এগোল জন ওয়েস, পেছন ফিরে লোকগুলোকে দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না। শহরের পরিস্থিতি আঁচ করতে পারছে ও, ক্রমশ তেতে উঠছে এখানকার পরিবেশ, অস্বস্তি আর উদ্বেগ দানা বাঁধছে। বাতাসে ঝামেলার আভাস। সতর্ক না হলে মৃত্যু নেমে আসবে, আচমকা, কোন কিছু বুঝবার আগেই। হয়তো শহর ছেড়ে যেতে পারলেই ভাল হত, কিন্তু এখুনি যেতে ইচ্ছে করছে না। এমন একটা দেশ, মাইলের পর মাইল গেলেও অনেক সময় ছোট্ট একটা শহরও দেখা যায় না।

পপ্লারের বোর্ডিংহাউসটা ফ্রন্টিয়ার-স্টাইলের নয়, বরং বড় কোন শহরের মতই বিশাল ডাইনিংরুম এবং প্রশস্ত লবি সমৃদ্ধ। খোলামেলা, ভিতরে আলো ঝলমলে উষ্ণ পরিবেশ। আসবাবপত্র ঝকঝকে, হাল ফ্যাশন এবং দামী কাঠের। টেবিলে লিনেন-ক্লথ, সুদৃশ্য কাচের গ্লাস, থালা বা কাপ-তশতরি; সাধারণ ক্রোকারি দেখা গেল না একটাও। কমবয়েসী এক মহিলা মেন্যু হাতে এগিয়ে এল ওর দিকে। সুশ্রী মুখ, গভীর সুন্দর কালো চোখ জোড়া।

নিজের উপর মহিলার অনুসন্ধানী দৃষ্টি অনুভব করতে পারল ওয়েস, ওর ধূলিমলিন কাপড় নিরীখ করল সে–ক্ষণিকের জন্যে নিচু করে ঝোলানো জোড়া কোল্টের উপর থমকে গেল দৃষ্টি। কোণের একটা টেবিলে ওকে নিয়ে এল মহিলা, দেয়ালের সঙ্গে পিঠ রেখে বসবার সুযোগ হলো ওর, পুরো কামরা আর জানালা দিয়ে বাইরে নজর রাখতে পারবে।

টেবিলে ওর সামনে মেন্যু নামিয়ে রাখল মহিলা।

সম্ভবত পিস্তল আর বাহ্যিক চেহারাই ওর ধাতটা চিনিয়ে দিচ্ছে, চোখের

কোণ কুঁচকে ভাবল ওয়েস। 'এখানে এসেও নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছে আমার!' ক্ষীণ হেসে বলল ও। 'সত্যিই কি অতটা বোঝা যায় আমাকে দেখে?'

'হয়তো,' নিরুত্তাপ জবাব এল।

'এই কামরাটা…পপলারের জন্যে সত্যিই একটা বিস্ময়!'

'কাউকে বিস্মিত করার জন্যে নয়, নিজের মন মত তৈরি করেছি আমি। এবং এটা আমার জীবিকারও উপায়।'

'চমৎকার উপায়,' মহিলার চোখে চোখ রেখে বলল ওয়েস।

ভুরু সামান্য কোঁচকাল মহিলা, শেষে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি ফুটল মুখে। 'মাঝে মধ্যে ভাবি, প্রায় সব গানফাইটারই ভদ্রলোক হয় কি করে! ব্যাপারটা সত্যিই ধাঁধার মত লাগে আমার কাছে।'

'কেউ কেউ এভাবেই জন্মায়,' প্রায় নির্লিপ্ত স্বরে বলল ও। 'অন্যরা স্রেফ আয়ত্ত করে নেয় ব্যাপারটা। কিন্তু আসল কারণ অন্যখানে…পুরুষরা যখন নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, তখনই নিষ্ঠুর আর কঠিন হয়ে ওঠে।'

'নতুন এবং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি,' চলে যাওয়ার আগে মন্তব্য করল মহিলা। 'তবে সত্যের কাছাকাছি বোধহয়।'

খাওয়া শেষে কফি পান করছে, এসময় দরজা খুলবার শব্দে চোখ তুলে তাকাল ওয়েস। দীর্ঘদেহী এক লোক ঢুকেছে রেস্তোরাঁয়। বুকে ব্যাজ নেই, কিন্তু তারপরও ওয়েস নিশ্চিত হয়ে গেল এই লোকই জিম থর্ন।

দীর্ঘ, সুঠামদেহী সে। চওড়া কাঁধ আর বুক। সাধারণ কাপড় পরনে, চলাফেরায়ও বিশেষত্ব নেই কোনও। কিন্তু তারপরও আত্মবিশ্বাসী আর প্রত্যয়ী দেখাচ্ছে। গাঢ় নীল চোখে পরিষ্কার চাহনি–শান্ত, তীক্ষ্ণতাহীন। সরু গোঁফ আর জুলফির কাছে ধূসর হয়ে এসেছে কালো চুল। পঁয়ত্রিশ পেরিয়েছে মার্শালের বয়স, ধারণা করল ওয়েস।

কাছাকাছি একটা টেবিলে বসে ফরমাশ দিল জিম থর্ন। তারপর, নেহাত অভ্যাস বশে এবং অন্য কিছু করবার নেই বলেই যেন, চারপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল। ওয়েসের সঙ্গে চোখাচোখি হতে মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে গেল চাহনি, বোঝা গেল ঠিকই ওকে চিনেছে সে। নামে নয়, স্রেফ গানফাইটার হিসাবে। মাপা সতর্ক চাহনি ফুটে উঠল মার্শালের চোখে।

ডাচ হিলম্যানের স্টোরের পোর্চে দেখা খোঁড়া লোকটাকে এবার ঢুকতে দেখল ওয়েস। সরাসরি মার্শালের টেবিলের দিকে এগোল সে, কোন সম্ভাষণ বা আমন্ত্রণ ছাড়াই টেবিলে বসে পড়ল। নিচু স্বরে আলাপ করছে দু'জন,

টেবিলের উপর দু'হাত রেখে ঝুঁকে পড়েছে লোকটা, চোখের কোণ দিয়ে দেখল ওয়েস। একবার ওর উপর ঘুরে গেল থর্নের দৃষ্টি, ব্যস, আর কোন প্রতিক্রিয়া নেই মুখে। কিন্তু ওয়েস শতভাগ নিশ্চিত, কফি শেষ করতে অযথা দেরি করছে মার্শাল।

বিল নিয়ে এল ক্যাফের মালিক, জেনি আর্চার। 'এখানে থাকবে নাকি কিছু দিন?'

'এক বা দু'দিন বড়জোর।'

'চলে গেলেই ভাল করবে তুমি···আজ রাতেই।'

মহিলার স্বরের গাম্ভীর্যে থমকে গেল ওয়েস, জেনি আর্চারের কষ্টকৃত নির্লিপ্ত চাহনির আড়ালে আবছা শঙ্কা দেখে বিভ্রান্ত বোধ করল। স্টোর মালিকের মতই চিন্তা করছে মহিলা, কিন্তু শঙ্কার কারণটা কি? পপলারে ঢোকা মাত্র মার্শালের সঙ্গে ওর কাল্পনিক শো-ডাউন নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ছে এরা। বন্দুকবাজদের প্রতি আদপেই কি এতটা মারমুখী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে জিম থর্ন?

'না,' দৃঢ় স্বরে জবাব দিল ও।

মুহূর্তের জন্য কী যেন ভাবল জেনি আর্চার, মুখ দেখে বোঝা গেল ওয়েসের কাছ থেকে এরকম উত্তরই আশা করছিল। 'বাথানের কাজ করবে?' কিছুটা নিচু স্বরে বলল সে। 'শহরের বাইরে একটা বাথান আছে আমার। একজন ফোরম্যান দরকার আমাদের।'

সামান্য ভাবল ওয়েস। 'ক'জন কাউহ্যান্ড আছে তোমার?'

'দু'জন।' প্রশ্নটা করেনি ওয়েস, কিন্তু ঠিকই আঁচ করে নিল মহিলা। 'একজন ফোরম্যান ছিল অবশ্য,' দ্রুত যোগ করল জেনি আর্চার। 'জেফরি লনিগান। মারা গেছে ও।'

কিছুক্ষণ কেউই কোন কথা বলল না, তারপর নিজের সিদ্ধান্ত জানাল ওয়েস। 'ঠিক আছে, কাজটা নেব। কিন্তু মনে রেখো স্রেফ গরুর ব্যাপার সামাল দেব আমি, লনিগানের মত সার্ভিস আমার কাছ থেকে পাবে না, ম্যা'ম।'

'তেমন কিছু আমি আশাও করি না।'

'আমার নাম ওয়েস, জন ওয়েস। যাক্‌গে, ওর ব্যাপারে কী বলবে—ওর হাতেই তো মারা গেছে লনিগান, তাই না?' ইঙ্গিতে মার্শালকে দেখাল ও। 'আমাকে যে চাকরি দিলে, এ ব্যাপারে ওর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে?'

শ্রাগ করল জেনি আর্চার। 'কী জানি! বলতে পারছি না।'

*

র‍্যাঞ্চে মোটে দু'জন ক্রু। পঞ্চাশোর্ধ্ব, কিন্তু এখনও শক্ত-সমর্থ এক বুড়ো, পাইক টেলর আর সতেরো বছর বয়সী এক তরুণ, পিট টেসটারভিস। শীর্ণ চেহারার এক বাবুর্চি রয়েছে, সুযোগ পেলে পাঞ্চিংয়ের কাজে সাহায্য করে অন্যদের। র‍্যাঞ্চ হাউস বলতে বড়সড় একটা কেবিন, বাথানে এলে যেটায় থাকে জেনি আর্চার। একটা বাঙ্কহাউস, কুকশ্যাক, স্টেবল আর করাল। লেযি-এ আউটফিটের সীমানা অবশ্য একেবারে ছোট নয়, কয়েক হাজার একর খোলা তৃণভূমি, তবে বেসিনের অন্য জমির তুলনায় কিছুটা নিচুতে।

পুরো একটা সপ্তাহ খাটল ওয়েস, র‍্যাঞ্চের কাজ ছাড়া অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পেল না। কাঁটাতারের বেড়া মেরামত করল, নতুন পোস্ট গাড়ল। বুনো কিছু কাঁটাগাছ রোপণ করল সীমানা বরাবর, কয়েকটা ওঅটর হোল পরিষ্কার করল, নতুন একটা খুঁড়ল যেখানে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় পঞ্চাশটার মত মেভেরিক ব্র্যান্ড করল, পর্যাপ্ত ঘাস রয়েছে এমন নিচু জমিতে সবগুলোকে পরে তাড়িয়ে নিয়ে এল।

এবং জেনি আর্চার সম্পর্কে খানিকটা হলেও ভাববার সুযোগ হয়েছে।

পিট টেসটারভিস বাচাল স্বভাবের মানুষ; যে-কোন প্রসঙ্গ পেলেই হলো, অনর্গল বকবক করে যেতে পারে। 'কেউ কেউ একেবারে সহ্য করতে পারে না জিম থর্নকে,' বলল সে একবার। 'হিলম্যান আর অন্যান্য ব্যবসায়ীরা শহর পরিষ্কার করার জন্যে একসময় ভাড়া করেছিল থর্নকে, কিন্তু এখন ওদের ধারণা শহরটা বেশিই পরিষ্কার করে ফেলেছে মার্শাল। জুয়াড়ী বা বন্দুকবাজরা, অনেকেই ওকে এতটা অপছন্দ করে যে সুযোগ পেলে পেছন থেকে গুলি করতেও দ্বিধা করবে না।'

পরদিনই শহরে এল ওয়েস। স্টেবলে ঘোড়া রেখে প্রথমে হিলম্যানের স্টোরে ঢুকল। 'সাবধানে থেকো,' ওর ফরমাশ একটা কাগজে টুকে নেওয়ার সময় নিচু স্বরে বলল স্টোর মালিক। 'শহরে কানাঘুষা চলছে!'

'কানাঘুষা?'

'লনিগানের কাজটা নিয়েছ তুমি। সুতরাং তোমার দিকে একটা চোখ রাখবে থর্ন।'

বিরক্তি আর রাগ অনুভব করল ওয়েস। লোকজন কি শান্তিতে থাকতে দেবে না ওকে? নিঃসন্দেহে বলা যায় জিম থর্নও এ ধরনের কথা শুনছে…ব্যাপারটা কি পরিকল্পিত? ইচ্ছে করেই একটা সংঘর্ষ বাধাতে চাইছে কেউ?

কিন্তু ডাচ হিলম্যানই ভাড়া করেছিল থর্নকে, মনে পড়ল ওর, সুতরাং ধারণাটা হালে পানি পায় না। এদিকে ঝামেলা করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর। ভাল একটা কাজ পেয়েছে, এবং টাকাটা সত্যিই দরকার ওর। কারও সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর ইচ্ছে নেই। জিম থর্নের সঙ্গে সরাসরি আলাপ করলে কেমন হয়? ধারণাটা নিজের মনে উল্টে-পাল্টে দেখল ও।

অবশ্য হিতে বিপরীত হতে পারে এতে, যে-ঝামেলা এড়ানোর চেষ্টা করছে, সেটাই ঘাড়ে চেপে বসতে পারে। স্টোর থেকে বেরিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে এগোল ও। ভিতরে ঢুকে সবে একটা চেয়ার দখল করেছে, ঠিক এসময়ে ভিতরে ঢুকল মার্শাল। দূরের টেবিলে বসল সে। মাঝখানে একটা টেবিলে খাচ্ছিল তিনজন লোক, খাওয়া শেষ না করেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, বিল মিটিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

খাওয়া শেষে রাস্তায় কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল ওয়েস, জিম থর্নের উপস্থিতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র পরোয়া করছে না। শেষে একটা সেলুনে ঢুকল ও। কোণের টেবিলে বসে হুইস্কির ফরমাশ দিল। দেখে মনে হলো নিজস্ব ভাবনায় ব্যস্ত, কিন্তু কান দুটো সজাগ ওর—চারপাশে লোকজনের আলাপ শুনছে গভীর মনোযোগের সঙ্গে।

'কী যে হয়েছে আজকাল!' বিরক্তি আর হতাশা প্রকাশ করল এক ভবঘুরে। 'আমূল বদলে গেছে পপলার টাউন! একেবারে ঠাণ্ডা, মরা শহর; অথচ জিম থর্ন আসার আগে রীতিমত উৎসবপূর্ণ ছিল এখানকার পরিবেশ।'

'ব্যবসা বলতে কিছু নেই, সবারই মন্দা যাচ্ছে!' যোগ করল একজন। 'আগন্তুক বা ভবঘুরেরা বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, পাঞ্চাররাও আগের মত ফুর্তি করার সুযোগ পায় না। তা হলে ব্যবসা হবে কী করে?'

'কিন্তু থর্নের সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক?'

'আলবৎ আছে! ওর জন্যেই তো মরা শহরে পরিণত হয়েছে পপলার! পে-ডের কথাই চিন্তা করো, শনিবারে ফুর্তি করার সুযোগ না পেলে শহরে আসবে কোন পাঞ্চার? ইচ্ছেমত হুইস্কি পান করা নিষেধ, জুয়াও চলবে না কিংবা মেয়েদের কাছে যাওয়ারও সুযোগ নেই। তা হলে শহরে কোন্ আকর্ষণটা বাকি থাকল ওদের জন্যে? সেলুন, ড্যান্স-হল বা জুয়ার আড্ডা, সব জায়গায় মন্দা চলছে।'

'কিন্তু ব্যবসায়ীদের স্বার্থও তো তার দেখা উচিত!'

'খুব উচিত, কিন্তু ওকে বোঝাবে কে? শহরে কোন গোলমাল হতে দিতে রাজি নয় থর্ন, ওর ধারণায় জুয়ার আড্ডা আর ড্যান্স-হল মানেই ঝামেলার

জায়গা! অথচ এসব ব্যবসায়ীদের টাকায় পেট চালাচ্ছে সে!'

'ওকে ছাঁটাই করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়!'

'যারা ওকে ভাড়া করেছিল, হিলম্যান আর কিছু ব্যবসায়ী, এখনও ওকে রাখতে চাইছে।'

ড্রিঙ্ক শেষ করে বেরিয়ে এল ওয়েস, বিরক্তি লাগছে। কিছুটা অধৈর্যও বোধ করছে। রাস্তার ওপাশে আচমকা একটা গুলির শব্দ শোনা গেল, তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাল কেউ। খুর দাপিয়ে ছুটে এল একটা ঘোড়া, সেলুনের সামনে এসে স্যাডল থেকে নামল রাইডার। টলমল পায়ে পোর্চে উঠে এল, বোঝা যাচ্ছে পুরোপুরি মাতাল। হাতে একটা পিস্তল। পাইক টেলর।

'খুনীটা কোথায়?' পিস্তল নাচিয়ে চিৎকার করল বুড়ো। 'হারামজাদাকে খুন করব আমি···'

সেলুনের পেছনের অন্ধকার গলি থেকে বেরিয়ে এল জিম থর্ন। টেলরের কাছ থেকে ত্রিশ হাত দূরে তার অবস্থান, বামে। মার্শালের উপস্থিতি টের পায়নি বুড়ো, সমানে গালাগাল করছে থর্নকে; শক্ত মুঠিতে চেপে ধরেছে পিস্তলটা, মার্শালকে দেখতে পেলে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিকার দেখা গেল না থর্নের মধ্যে। ধীর নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে এল সে, সেলুনের জানালা দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসা চৌকো আলো পড়ল তার দেহের উপর।

ঠাণ্ডা মাথায় খুন ছাড়া আর কিছুই হবে না এটা, নির্মম মানুষ শিকার। পোর্চের ছায়া থেকে রাস্তায় নেমে এল ওয়েস, অপেক্ষায় থাকল। মুখ শুকিয়ে এসেছে ওর, দেহ টানটান, কোমরের পাশে শিথিল ভঙ্গিতে পড়ে আছে দু'হাত। জিম থর্ন দেখতে পায়নি ওকে, কিন্তু ওর উপস্থিতি আঁচ করতে পেরেছে বোধহয়; এবং এটাও জানে, টেলরকে খুন করা মাত্র সেও খুন হয়ে যাবে ওয়েসের হাতে।

মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল জিম থর্ন, তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেল পাইক টেলরের দিকে। পদশব্দ পেয়ে ঘুরতে শুরু করল বুড়ো, কিন্তু মার্শাল অনেক বেশি ক্ষিপ্র। টেলর পাশ ফিরবার আগেই নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেল থর্ন, হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল পাঞ্চারের পিস্তল-ধরা কব্জি, আরেক হাতে পিস্তলের ব্যারেল চেপে ধরল। সেকেন্ড কয়েক পিস্তল নিয়ে জবরদস্তি করল দু'জন, কিন্তু সুবিধে করতে পারল না পাইক টেলর, পিস্তল হাতছাড়া হয়ে গেল তার। এ মুহূর্তে থর্নের হাতে শোভা পাচ্ছে ওটা।

স্থির দাঁড়িয়ে থাকল পাঞ্চার, শূন্য দৃষ্টি ফুটে উঠেছে চোখে। কোত্থেকে

ঠিক কী হয়েছে, এখনও যেন উপলব্ধি করতে পারেনি।

'এগোও!' কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল মার্শাল। 'আজকের রাতটা জেলেই কাটাবে তুমি।'

এগোল দু'জন। রাস্তায় নামবার আগে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল থর্ন, উল্টোদিকে ত্রিশ গজ দূরে স্টোরের পোর্চে দাঁড়ানো জন ওয়েসকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। এখনও ডান হাতে টেলরের কব্জি চেপে ধরে রেখেছে সে, অকেজো হয়ে পড়েছে হাতটা—তারমানে প্রয়োজনে ড্র করতে পারবে না।

অন্ধকার পোর্চের অন্য দিকে সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল কেউ। ফিস্‌ফিস্ করে ওয়েসের উদ্দেশে বলল লোকটা: 'সুযোগ এসে গেছে তোমার! মেরে ফেলো ওকে!'

দু'পা এগোল ওয়েস, আবছা আলোয় এসে দাঁড়াল। 'কোন সমস্যা, মার্শাল?'

ধীরে ধীরে চেপে রাখা দম ছাড়ল মার্শাল, অস্বস্তি ছাপিয়েও আবছা কৌতূহল ফুটে উঠল তার চোখে। 'বেপরোয়া এবং বিপজ্জনক শুটিং। শাস্তি হিসেবে জেলে রাতটা কাটালেই মাথা থেকে ভূত দূর হয়ে যাবে ওর, নাকি ওকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাবে তুমি?'

'জেলেই থাকুক···তাতে ঝামেলা থেকেও দূরে থাকবে ও।'

নড করল থর্ন, ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যেতে উদ্যত হলো।

'ইচ্ছে করলেই ওকে খুন করতে পারতে, মার্শাল,' মন্তব্য করল ওয়েস।

আচমকা ঘুরে দাঁড়াল থর্ন। 'নেহাত বাধ্য না হলে মানুষ খুন করি না আমি!' ত্যক্ত এবং শীতল স্বরে বলল সে।

সেলুনে ফিরে এসে ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিল ওয়েস, টের পাচ্ছে অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওকে দেখছে লোকজন, কারও কারও চোখে যে নীরব তাচ্ছিল্য নেই তা বলা যাবে না; এদের অনেকেই ধরে নিয়েছিল পাইক টেলরের গ্রেফতারের সূত্র ধরে মার্শালের সঙ্গে শো-ডাউন হবে ওর। সেটা না হওয়ায় কেউ কেউ হতাশও হয়েছে।

এবং একইসঙ্গে একটা প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছে ওর সম্পর্কে: জিম থর্নের মুখোমুখি হওয়ার সাহস ওর আদৌ আছে তো? অধীন ক্রু গ্রেফতার হওয়ার পরও বিকারহীন মুখে সেটা মেনে নিয়েছে ওয়েস, পুরোটাই অস্বাভাবিক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত।

কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই ওয়েসের। সারা জীবনে অন্যরা ওর সম্পর্কে কী ভাবল এ নিয়ে আমল দেয়নি কখনও, নতুন করে ব্যাপারটা

শিখতেও নারাজ। কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার ও। জানে পাইক টেলরকে ন্যায্য সুযোগ দিয়েছে মার্শাল, ব্যাজের বাড়তি সুবিধা নেয়নি। হয়তো থর্নের জায়গায় অন্য কেউ হলে অনায়াসে সেটা গ্রহণ করত।

বুড়ো মাতাল একজন কাউহ্যান্ড, পিস্তলে মোটেই ক্ষিপ্র নয়; এবং কিছুটা ঝুঁকি থাকলেও সামাল দেওয়া সম্ভব তাকে। এটা জানবার পরও থর্ন যদি পিস্তলে হাত দিত···সেজন্যই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষায় ছিল ওয়েস, তেমন কিছু হলে সত্যিই ড্র করত। নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান থাকবার পাশাপাশি মানুষকে চিনবার বা তাদের ওজন বুঝবার ক্ষমতা থাকা উচিত যে-কোন আইনের লোকের, বাড়তি আরও একটা জিনিস থাকা উচিত বলে মনে করে ওয়েস—উটকো ঝামেলা এড়ানোর ইচ্ছে এবং সামান্য কৌশল···এগুলো যার নেই, কোন শহরে ব্যাজ পরে টহল দেওয়ার অধিকারও তার নেই।

পপলারের অধিকাংশ অধিবাসী যাই ভাবুক না কেন, এর সবই আছে জিম থর্নের, একটু আগে তাই প্রমাণ করেছে সে।

নিতান্ত আলস্য ভরে ড্রিঙ্ক নিয়ে এল বারটেন্ডার, সশব্দে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। গ্লাসের কিনারা দিয়ে হুইস্কি ছলকে পড়ল টেবিলের উপর।

নির্বিকার মুখে বারটেন্ডারের ঔদ্ধত্য দেখল ওয়েস। 'তুমিই গিলে ফেলো ড্রিঙ্কটা,' কঠিন স্বরে বলল ও। 'তারপর অন্য একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিয়ে এসো, এক ফোঁটাও যেন না পড়ে!'

সামান্য দ্বিধা করল সে। ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারছে না, কিন্তু টের পেয়ে গেছে ওয়েসের কথার অন্যথা হলে যে-পরিণতি হবে, সেটা মোটেও সুখকর হবে না। শেষে সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে হুইস্কির গ্লাস তুলে নিয়ে ফিরে গেল বারের দিকে।

বারের কাছাকাছি দাঁড়ানো ঋজুদেহী খোঁড়া লোকটার দিকে তাকাল ওয়েস, প্রায় অবজ্ঞা তার চোখে। 'তোমার ক্রুকে ধরে নিয়ে গেল মার্শাল, দাঁড়িয়ে থেকে তাই দেখলে? থর্নকে চেপে ধরার অধিকার ছিল তোমার, মিস্টার!'

'কিন্তু কেন চেপে ধরব ওকে? আমি অন্তত কোন দোষ দেখিনি ওর।'

'তোমার সামনে তেজ দেখাচ্ছিল···স্পর্ধা হতে পারে, কিন্তু অবজ্ঞাও প্রকাশ করেছে সে।'

'তাই?'

'নিশ্চই! সবাই জানে এ কথা।'

'কিন্তু আমার তা মনে হয় না,' লোকটার চোখে চোখ রেখে শান্ত স্বরে

বলল ওয়েস। 'আমি বোকা বা অন্ধও নই। কে কী উদ্দেশে কী করছে, সেটা ধরতেও পারি।'

সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু উত্তর দিল না লোকটা। মুখ গম্ভীর, কিছুটা হলেও অস্বস্তি বোধ করছে। শেষে শ্রাগ করল সে, আলতো পায়ে সেলুনের কোণে সরে গিয়ে একটা টেবিলে বসে পড়ল। টেবিলের উপর কয়েক তা কাগজ দেখা যাচ্ছে। একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে লিখতে শুরু করল। দূর থেকে দেখে ওয়েসের মনে হলো, দীর্ঘ সারিতে কিছু সংখ্যা বসাচ্ছে সে।

আবারও, ওর মনে হলো কোথাও দেখেছে লোকটাকে। কাগজে যাই লিখুক, ধরনটা পরিচিত ঠেকছে। একটা সূত্র বটে, কিন্তু মনে পড়ছে না ওর।

'জেফরি লনিগানকে চিনতাম না আমি,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'ও যদি মার্শালের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে থাকে, সেটা একান্তই ওর নিজস্ব সমস্যা ছিল। কেউ যদি ভেবে থাকে লনিগানের সঙ্গে শত্রুতার রেশ ধরে কিংবা অন্য কারণেও মার্শালের সঙ্গে গোলমাল করব, তা হলে অযথা সময় নষ্ট করছে সে। নিজের লড়াই আমি নিজেই করি...এবং যদ্দূর মনে হচ্ছে, এখানে কোন লড়াই করতে হবে না আমাকে।'

এবারও উত্তর দিল না লোকটা।

বিরক্ত হয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল ও। হোটেলে এসে একটা রুম ভাড়া করল রাতের জন্য, রেজিস্ট্রারে সই করে সরাসরি নিজের কামরায় ঢুকে পড়ল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে শুয়েও পড়ল।

খুব বেশি হলে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছে, কী এক অস্বস্তি ঘিরে রেখেছে ওকে, ছটফট করেছে সারাক্ষণ; আচমকাই জেগে উঠল। বিছানার কিনারে পা ঝুলিয়ে বসে সিগারেট ধরাল ওয়েস।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে জিম থর্ন যাতে ওর হাতে খুন হয়ে যায়, সেই আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছিল। কিন্তু আয়োজনটা কে করেছে? নেপথ্যে যে-ই থাকুক, আজকের ঘটনার পরও নিরস্ত হবে না, নতুন ফিকির খুঁজবে। সেলুনে ওর মন্তব্য সেই সুযোগ করে দেবে তাদের। স্রেফ একটা উপলক্ষ্য দরকার। শহরে ক্ষমতার ভারসাম্য তা হলে এদিক-ওদিক হয়ে যাবে। কিন্তু হিলম্যানরা আসলে কী চায়? লোকটা সম্পর্কে ওর অস্বস্তি কেন যাচ্ছে না?

জেনি আর্চারের ব্যাপারটা কী? মহিলার অবস্থান পরিষ্কার হয়নি এখনও। মহিলা নিজেই বলেছে লনিগানের মৃত্যুর বিষয়ে কোন আগ্রহ নেই ওর, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছে না ওয়েস। শান্ত, ধীর-স্থির প্রকৃতির; এবং বুদ্ধিমতী সে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হতে পারে স্টোর মালিকের মতই চিন্তা-ভাবনা করে,

কিন্তু খানিকটা হলেও কী নিষ্ঠুর নয়? কিন্তু তারপরও ওয়েস নিশ্চিত যে, জিম থর্নের প্রতি ভিন্ন মানসিকতা বহন করে জেনি আর্চার।

ও কি অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েছে? হয়তো, কিন্তু আজকে জিম থর্ন যদি ওর হাতে খুন হয়ে যেত, কিংবা দু'জনেই যদি মারা পড়ত, দুই গানম্যানের ব্যক্তিত্ব আর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বলে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যেত ঘটনাটা। একইসঙ্গে নতুন একজন মার্শাল নিয়োগ করবার সুযোগ পেয়ে যেত নেপথ্যের লোকগুলো, যে-মার্শালকে ইচ্ছেমত চালানো যাবে কিংবা প্রয়োজনে কিনেও ফেলা যাবে।'

এবার কী করবে ওরা? ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল ওয়েস।

জানালায় খসখসে একটা শব্দ শুনতে পেয়ে দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙল ওর। দ্রুত পা দুটো মেঝেয় নামিয়ে দিল ওয়েস, পাশ ফিরে তাকাল জানালার দিকে। গলিটা দেখা যাচ্ছে। শূন্য।

মেঘের আড়ালে পড়ে গেছে চাঁদ। বাইরে ফ্যাকাসে আলো। দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে থাকল ও, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল রাস্তা বরাবর। আচমকা ক্ষীণ নড়াচড়া চোখে পড়ল–গলির শেষ মাথায় ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে কেউ। একজন মহিলা...জেনি আর্চার, একটু পরেই নিশ্চিত হয়ে গেল ও–ধূসর কোটের হাতা চোখে পড়ছে...হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে!

বিছানার পাশ থেকে ঘড়ি তুলে নিয়ে ফ্যাকাসে আলোর বিপরীতে ধরল ওয়েস। তিনটা বিশ। *এত গভীর রাতে গলিতে কী করছে জেনি আর্চার?*

দ্রুত কাপড় পরল ওয়েস। কোমরে গানবেল্ট বেঁধে জানালা গলে বেরিয়ে এল গলিতে। দ্রুত এবং প্রায় নিঃশব্দে গলির শেষ প্রান্তে চলে এল, একটু আগে এখানে দেখেছে জেনি আর্চারকে। মেয়েটির খোঁজে চারপাশে তাকাল, চল্লিশ গজ দূরে দেখতে পেল লেযি-এ মালিককে। মুহূর্তের জন্য, তারপরই ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটি।

বিশাল কটনউডের ছায়ায় থামল ওয়েস, মনে মনে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখছে। আচমকা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে কয়েক গজ দূরে একটা ঘোড়া দেখতে পেল। লাগামটা এখনও ঝুলছে মুক্ত ভাবে...তারমানে: সদ্য ঘোড়াটাকে ছেড়ে গেছে কেউ, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে রাইড করবে আবার। দ্রুত পা চালিয়ে ঘোড়াটার কাছে পৌঁছে গেল ওয়েস, রোয়ানের পেটের উপর হাত রাখল। ভেজা। হাতড়ে ব্র্যান্ডটা পরখ করল–লেযি-এ।

জেনি আর্চারের ব্র্যান্ড!

সন্ধেয় মেয়েটিকে ক্যাফেতে দেখেছে ও। স্বল্প সময়ে বাথানে গিয়ে আবার শহরে ফিরে আসা এক কথায় অসম্ভব। তারমানে…পিট টেসটারভিস এসেছে শহরে।

কেন?

অল্পবয়েসী তরুণ…উদ্ধত, বেপরোয়া এবং অহঙ্কারী পাণ্ডার, নিজের ব্র্যান্ডের প্রতি আন্তরিক এবং বিশ্বস্ত। পাইক টেলর গ্রেফতার হওয়ায় খেপে গেছে বোধহয়। ছেলেটা নিশ্চই ভেবেছে যেভাবে হোক মুক্তি পাওয়া উচিত টেলরের। কিন্তু টেলরের গ্রেফতার হওয়ার খবর কীভাবে এত তাড়াতাড়ি জানল সে?

কোন একটা উপায়ে খবরটা তাকে দিয়েছে কেউ। তারমানে…নেপথ্যের লোকটা আবারও দারুণ একটা চাল দিয়েছে, যাতে শহরে সংঘর্ষ আর গোলাগুলির পথই সুগম হবে শুধু, এবং গোলমালের মাঝখানে খুন হয়ে যাবে জিম থর্ন।

শুধুই থর্ন? নাকি অন্য কেউও আছে তাদের তালিকায়?

সম্ভবত ওকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তালিকায়। তা হলে সবদিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এর মানে, যে-কোন উপায়ে লড়াইয়ের স্থানে নিয়ে যেতে হবে ওকে, এবং নিজের অজান্তে এ কাজটা করে দিয়েছে জেনি আর্চার।

জেনি আর্চারের খোঁজে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল ওয়েস…

দালানের পেছনে গুটিকয়েক কটনউড আর উইলোর সারি…পাশে কামারের দোকান। *পরের দরজাটা?* আচমকা স্থির হয়ে দাঁড়াল ওয়েস, টানটান হয়ে গেছে শরীর, তৈরি।

নেপথ্যের লোকটা সফল হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, ফাঁদের কাছে নিয়ে এসেছে ওকে। গোলাগুলির পরিণতিতে দুটো লাশ পড়ে গেলে সহজ একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে সবাইকে: পরস্পরকে খুন করেছে দুই বন্দুকবাজ! সবাই কী এরইমধ্যে জেনে যায়নি যে মুখোমুখি হওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছে ওরা?

কামারের দোকানের পরের দরজাটা জেল হাউসের। দালানের সামনের অংশ কোয়ার্টার হিসাবে ব্যবহার করে জিম থর্ন।

প্রতিটা মুহূর্তই মূল্যবান, খুব বেশি সময় নেই হাতে। এখানে ওকে স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকতে দেবে না ওরা…

জেলের ভিতরে গম্ভীর ভোঁতা শব্দ শোনা যেতে দৌড়াতে শুরু করল

ওয়েস। দ্রুত কামারের দোকান পেরিয়ে গেল, জেল হাউসের কাছাকাছি যখন পৌঁছল, ঠিক তখনই দরজায় এসে দাঁড়াল মার্শাল। মেঘের আড়াল থেকে সরে গেছে চাঁদ, অস্পষ্ট আলোয় পলকের জন্য তাকে দেখতে পেল ওয়েস। এদিকে জেল হাউসের কোণ ধরে চুপিসারে এগিয়ে আসছে পিট টেসটারভিস, হাতে পিস্তল!

মার্শালকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য মুখ খুলেছিল ওয়েস, কিন্তু পিস্তলের গর্জনে ভেঙে গেল নীরবতা। টলমল পায়ে এক পা এগোল মার্শাল, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল দরজার উপর।

অন্ধকার গলির ওদিক থেকে এসেছে গুলিটা, আন্দাজের উপর দুটো বুলেট পাঠিয়ে দিল ওয়েস, জানে টার্গেট হয়তো সরে পড়েছে নিজের জায়গা থেকে। কিন্তু খোলা জায়গা পেরিয়ে যেতে হবে ওকে। আততায়ীকে কিছুটা হলেও ভড়কে দিতে পারলে এ সুযোগে জেল হাউসে ঢুকে যেতে পারবে।

গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে ছুটতে শুরু করল ওয়েস। চোখের কোণ দিয়ে দেখল একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে টেসটারভিস, মুখ হাঁ হয়ে গেছে। ব্যাপারটা তাকেও বিমূঢ় করে তুলেছে। বিহ্বল অবস্থা কাটিয়ে ঝাঁপ দিল সে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল দেহ।

দ্রুত মার্শালকে পরীক্ষা করল ওয়েস। একাধিক বুলেট ঢুকেছে শরীরে, কিন্তু বেঁচে আছে মার্শাল। 'পিট! জলদি এদিকে এসো!' নিচু স্বরে ডাকল ও।

চমকটা এখনও কাটেনি তরুণ পাঞ্চারের, তবে ওয়েসের স্বরটা ঠিকই চিনতে পারল, সন্তর্পণে পোর্চে চলে এল সে। দু'জনে ধরাধরি করে ভিতরের কামরায় একটা বাঙ্কে শুইয়ে দিল মার্শালকে। দেয়ালের ওপাশের গানর‍্যাক থেকে একটা শটগান তুলে নিয়ে তরুণের হাতে ধরিয়ে দিল ওয়েস। 'দরজার ওপর চোখ রাখো। কাউকে আসতে দিয়ো না! বুঝেছ? কাউকে না!'

থর্নের শার্ট খুলে ফেলল ওয়েস। বুকের ডান দিকে ঢুকেছে একটা বুলেট, পায়ে ঢুকেছে আরেকটা। কোমরে আঁচড় কেটে চলে গেছে তৃতীয় সীসা। ঢিলেঢালা শার্ট ফুটো হয়ে গেছে কয়েক জায়গায়।

দ্রুত কাজ শুরু করল ও। ব্যান্ডেজ বাঁধল। স্বস্তির বিষয় কোন ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে না, মোটামুটি বিপদ কেটে গেছে মার্শালের। আধ-ঘণ্টা পর দরজার পাশে টেসটারভিসের সঙ্গে মিলিত হলো ও।

'কাকপক্ষীও নেই আশপাশে!' উত্তেজিত স্বরে বলল পাঞ্চার। 'হয়েছে কি, বস্? ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না!'

'পরে ব্যাখ্যা করব। চলো, পাইককে বের করে নিয়ে আসি।'

সেলের দরজায় বুড়োকে পেল ওরা। সন্ত্রস্ত, উদ্বিগ্ন। সদ্য ঘুম ভেঙেছে তার, চোখ দুটো ফোলা ফোলা। একটা নোট পেয়েছিল সে, ব্যাখ্যা করল বয়স্ক পাঞ্চার। নোট পেয়ে মাথা গরম হয়ে যায় তার, আধ-বোতল হুইস্কি পেটে পড়বার পর সামলে রাখতে পারেনি নিজেকে, শহরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।

নোট?

পকেট থেকে দুমড়ানো কাগজটা বের করে ওয়েসের দিকে এগিয়ে দিল সে। পড়ল ওয়েসঃ

জিম থর্ন যখন ওকে খুন করে, এই বোতলটা তোমার জন্য নিয়ে আসছিল জেফরি লনিগান। ওর ধারণা ছিল বোতলটা তোমারই প্রাপ্য। একই ভাবে তোমার নতুন বস্-কে শেষ করবার পরিকল্পনা করেছে মার্শাল।

—অজ্ঞাত বন্ধু

একেবারে সাধারণ নোট—বৈচিত্র্যহীন, কিন্তু কার্যকরী। এর লেখক ঠিকই জানত পেটে কিছুটা পানি পড়লে বেপরোয়া হয়ে উঠবে পাইক টেলর, নিজের সামর্থ্য বা সীমা সম্পর্কে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। জেফরি লনিগানের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে ভাববে, এবং নতুন বস্, অর্থাৎ ওয়েসও যে খুন হয়ে যেতে পারে, ব্যাপারটা তাকে তাতিয়ে তুলবে। নোট পাওয়ার পর আর দেরি করেনি টেলর, পিস্তল নিয়ে শহরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।

'তোমার ব্যাপারটা কী?' টেসটারভিসের উদ্দেশে জানতে চাইল ওয়েস।

জিন্সের পেছনের পকেট থেকে একটা নোট বের করে দেখাল তরুণ। একই ধরনের কাগজ, একই স্টাইলে পেন্সিলে লেখাঃ

পাইককে জেলে ঢুকিয়েছে থর্ন। মাঝরাতের পর জেল হাউসের কাছাকাছি থেকো, তোমার সাহায্য লাগবে। আজই ব্যাটার মার্শালগিরির খায়েশ মিটিয়ে দেব।
আর হ্যাঁ, জেল হাউসের জানালার শার্সি তুলে রেখো।

—জন

পুরো পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল ওয়েস। যে-ই এই নোংরা কাজ করে

থাকুক, এক ঢিলে অনেক পাখি মারবার পরিকল্পনা করেছে–জিম থর্ন খুন হবে, একইসঙ্গে ওয়েস বা লেযি-এর কোন ক্রু যাতে খুন হয়ে যায় সেই আয়োজন করেছে। জেফরি লনিগানের সঙ্গে থর্নের শো-ডাউনের ঘটনাকে জড়িয়েছে ধুরন্ধর লোকটা, যাতে শহরের সাধারণ লোক কোনরকম সন্দেহ না করে, কিংবা এর নেপথ্যে যে কারসাজি আছে, সেটাও যাতে ধরতে না পারে।

দরজার কাছে সরে এল ওয়েস। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে। বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই জেল হাউসের ভিতরে ঠিক কী ঘটেছে। ওরা হয়তো আঁচ করতে পারবে ভিতরে আছে ওয়েস, এবং যদি তাই হয়, কিছু একটা করবে তারা, এবং খুব শিগ্‌গিরই।

বিছানার কাছে ফিরে এল ওয়েস। এখনও জ্ঞান হারায়নি মার্শাল, দ্রুত লয়ে শ্বাস ফেলছে। চোখ তুলে ওকে দেখল থর্ন। নীরবে শুনে গেল ওয়েসের বক্তব্য।

'এবার,' শেষে বলল ওয়েস। 'আমাকে তোমার ডেপুটি করে নাও।'

ভুরু কোঁচকাল থর্ন। 'কী বলছ?'

'চিন্তা কোরো না। স্রেফ ক'দিনের জন্যে ডেপুটি বানাবে আমাকে। যতদিন না সুস্থ হচ্ছ, তোমার কাজ দিব্যি চালিয়ে নেব। কাজটা আগেও করেছি আমি।'

নিচু স্বরে শপথ করল ওয়েস, আনুষ্ঠানিকতা সারতে খুব বেশিক্ষণ লাগল না। সাক্ষী রইল টেসটারভিস আর টেলর।

দুই পাঞ্চারকে মার্শালের পাহারায় রেখে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওয়েস। ভোর হতে বেশি দেরি নেই। অজ্ঞাত অ্যাম্বুশকারীকে খুঁজে পাবে সেই আশা করছে না, কিংবা কোন চিহ্ন পাবে তাও ভাবছে না, কিন্তু তারপরও সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিতে নারাজ।

কোন একটা নিরাপদ জায়গা থেকে জেল হাউসের উপর নজর রাখছে ওরা। সেটাই স্বাভাবিক। এতক্ষণে নিশ্চই যার যার বাড়িতে ফিরে গেছে ওরা, সকাল হতে যেহেতু দেরি নেই, সকালের অপেক্ষায় থাকবে। জেল হাউসে কী ঘটল, সকাল হলেই চাউর হয়ে যাবে পুরো শহরে।

কোত্থেকে গুলি করা হয়েছিল, জানে ও। সময় নিয়ে জায়গাটা জরিপ করল। গলির মুখে ওঅটর ট্রাফের পেছনে অবস্থান নিয়েছিল আততায়ী। অন্তত তিনজন। খালি একটা কার্তুজের খোলও নেই, সবই তুলে নিয়ে গেছে। ট্র্যাক যা আছে, সবই এলোমেলো।

গলি ধরে এগোল ওয়েস।

শহরের প্রায় মাঝামাঝি জেনি আর্চারের বাসা। পুব আকাশে যখন ভোরের উন্মেষ হচ্ছে, ঠিক তখন বাড়ির সামনে পৌঁছল ও। পোর্চে উঠে দরজার দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, কুঁচকে উঠেছে ভুরু।

বালির অত্যাচার কমাতে গতকাল সন্ধেয় বোধহয় পানি দেওয়া হয়েছিল আঙিনায়। একটু বেশিই দেওয়া হয়ে গেছে, তাই নরম থক্‌থকে হয়ে গেছে মাটি। পোর্চে উঠলে, কিংবা ঘর থেকে বেরোতে হলে ভেজা মাটি মাড়াতে হবে। যে-কেউ, এ পথে গেলে ট্র্যাক পড়বেই। অথচ কোন ট্র্যাক নেই এখন!

বাড়ির কোণ ঘুরে পেছনে চলে এল ওয়েস। আবিষ্কার করল বাড়িটির কোন পেছনের দরজা নেই। জানালাগুলো তুলনামূলক বেশ উঁচুতে, সহজে জানালা দিয়ে বেরোতে পারবে না কেউ। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ও, ঠিক এসময় ওপাশে জেনি আর্চারকে দেখতে পেল।

'কী খুঁজছ তুমি, বলো তো?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল মহিলা।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে। ব্যাপারটা জরুরী।'

র‍্যাপার মেয়েটির পরনে, মাথার চুল অগোছাল; চোখে ঘুমের রেশ লেগে থাকলেও সতেজ, সুন্দরী এবং আবেদনময়ী মনে হচ্ছে। 'এসো। দরজা খুলছি আমি।'

ভিতরে ঢুকে চারপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি চালাল ওয়েস। আরামদায়ক সিটিংরুম; দেয়ালে কয়েকটা ছবি, ইন্ডিয়ান কম্বল, সাধারণ আসবাবপত্র কিন্তু রুচিসম্মত ভাবে গোছানো। মানিয়ে যায় জেনি আর্চারের সঙ্গে।

'তোমার ধূসর জ্যাকেটটা কোথায়?' জানতে চাইল ওয়েস। 'আর ধূসর হ্যাটটা?'

মুহূর্তের জন্য তখনই উত্তর দিল না মেয়েটি, নিরীখ করছে ওয়েসকে। 'কেন...রেস্তোরাঁয় ফেলে এসেছি। ব্যাপারটা কী, জন?'

'রাতে কি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলে? কিংবা খুব ভোরে?'

মাথা নাড়ল জেনি। 'মাথা ব্যথা করছিল আমার, সেজন্য বেশ আগেই রেস্তোরাঁ থেকে চলে এসেছি। বিছানায় গেছি প্রায় না খেয়ে। এই মাত্র ঘুম ভাঙল আমার।'

ফের চারপাশে দৃষ্টি চালাল ওয়েস। সবকিছুই সাজানো-গোছানো। পরিচ্ছন্ন। গতরাতে কি জেনি আর্চারের কোট আর হ্যাট পরেছিল অন্য কেউ—হয়তো অন্য কোন মেয়ে, সামান্য কিছু ডলার খরচ করলে যাকে অনায়াসে ভাড়া করা সম্ভব? জেনির ধূসর কোট আর হ্যাট রেস্তোরাঁ থেকে চুরি করেছিল?

ওর বুকে সাঁটা ব্যাজ দেখে ভুরু কোঁচকাল মেয়েটি। 'এটা কোথায় পেলে?' কিছুটা তীক্ষ্ণ শোনাল জেনির কণ্ঠ। 'জিম থর্ন কোথায়?'

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল ওয়েস। বিস্ময় নিয়ে দেখল ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটির মুখ। টেবিলের উপর একটা হাত রেখে দেহের ভারসাম্য বজায় রেখেছে, যেন পড়ে যাবে এখুনি। 'ও…ও বেঁচে আছে তো? আমি বলতে চাইছি…'

'আমার তাই ধারণা।'

'ওর কাছে যাব আমি!'

'না।'

ওয়েসের স্বরে কর্কশ, রূঢ় সুর টের পেয়ে থমকে গেল জেনি আর্চার। দ্রুত চোখ তুলে তাকাল, কিন্তু লেযি-এ মালিক কিছু বলবার আগেই নিস্পৃহ স্বরে খেই ধরল ওয়েস। 'আমি ছাড়া আর কেউ দেখা করতে পারবে না ওর সঙ্গে। আমার দু'জন লোক পাহারা দিচ্ছে ওকে, যতক্ষণ না পুরো ব্যাপারটা সামাল দেয়া যায়। যথাসাধ্য যত্ন বা শুশ্রূষা নেয়া হচ্ছে ওর।'

'কিন্তু…'

'না,' স্পষ্ট, কঠিন স্বরে বলল ওয়েস। 'ওকে খুন করতে চায় এমন লোকের সংখ্যা কম নয় এ শহরে।'

জেনি আর্চারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শহরের মূল অংশের দিকে এগোল ওয়েস। খোঁড়া লোকটা…পাইকের কাছ থেকে নাম জেনেছে ও, বিল টার্নার, লোকটা কোথায় থাকতে পারে তাও জানিয়েছে পাঞ্চার।

শহরের একেবারে শেষ দিকে, ছোটখাট একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ও। দরজায় নক্ করতে গিয়েও কী মনে করে চিন্তাটা বাতিল করে দিল, সরাসরি পাল্লায় ঠেলা দিল।

খোলা!

ভেতরে পা রাখল ও।

লোক দু'জনকে অসতর্ক অবস্থায় আবিষ্কার করল ওয়েস। রাইফেল পরিষ্কার করছিল ওরা, পদশব্দ পেয়ে চমকে ফিরে তাকাল। ওয়েসের বুকে ব্যাজ চোখে পড়া মাত্র পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল একজন। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওয়েসের হাতে। বদ্ধ জায়গায় প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল ওর কোল্ট। ছিটকে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে আছড়ে পড়ল লোকটা, গলা ফুটো হয়ে যাওয়ায় গলগল করে রক্ত পড়ছে।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মৃত সঙ্গীকে দেখল অন্য লোকটা, কিন্তু মাথার উপর

হাত তুলতে ভুল করেনি। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখ, ভয় পেয়েছে।

'ফাস্ট!' বিড়বিড় করে বলল সে। 'দারুণ ফাস্ট তুমি, জন!'

'হতেই হবে,' স্মিত হেসে বলল ওয়েস। 'নইলে ওর মত আমিই পড়ে থাকতাম এভাবে। আমার নামের পরের অংশটুকু জানো তো? হারডিন। ওয়েসলি হারডিন।'

ছোট্ট একটা লাফ দিল সে, যেন পায়ে কুড়াল মেরেছে কেউ। 'হারডিন!' চোখ কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরোনোর দশা। 'নসেজের গানফাইটার!'

'তোমাকে ভাড়া করেছে কে?' নিচু স্বরে জানতে চাইল ও। 'নামটা বলো শুধু, তা হলে নিশ্চিন্তে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে।'

'কেউ না,' বলতে শুরু করল সে, কিন্তু ওয়েসের পিস্তলের মাজল বুক বরাবর উঠে আসতে দেখে ঢোক গিলল। 'দেখো, হারডিন...'

'এক মিনিট সময় দিচ্ছি, তারপর তোমার কানে একটা ফুটো তৈরি করব। মনে হয় না মিস্ করব এত কাছ থেকে। যাক্‌গে, না হয় কানের পাশে একটা গর্তই তৈরি হবে।'

ফের ঢোক গিলল সে। 'ঠিক আছে, বলছি...টার্নার! টার্নার ভাড়া করেছে আমাদের।'

মিনিট খানেক পরই বেরিয়ে এল ওয়েস। পোর্চে দাঁড়িয়ে থেকে দেখল সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে কিন্তু নিদারুণ তাড়ার মধ্যে করাল থেকে ঘোড়া বের করল লোকটা, ভয়ে কাঁপছে রীতিমত, দ্রুত স্যাডলে চড়ল। একটু আগে মৃতদেহটা বার্নে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওয়েসের নির্দেশে।

ফের বাড়িতে ঢুকল ওয়েস। সিটিংরুমের চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল। দেয়ালে অস্পষ্ট হয়ে আসা একটা ছবি চোখে পড়ল। ডজ সিটির মূল রাস্তার ছবি।

কাছ থেকে দেখবার জন্যে কয়েক পা এগোল ওয়েস। আচমকা, বিদ্যুৎ চমকের মত মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে গেল সবকিছু। ঘুরে দাঁড়াতে উদ্যত হলো ও, কিন্তু পেছনে পদশব্দ শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে খোঁড়া লোকটা, হাতে নগ্ন পিস্তল। 'হাউডি, জন!' বিদ্রূপ আর উল্লাস তার চোখে, অশুভ শোনাল কণ্ঠ। 'ছবিটা পছন্দ হয়েছে?'

ধীর ভঙ্গিতে ডান হাত তুলে ঠোঁট থেকে সিগারেট সরাল ওয়েস, ছাই ঝাড়ল, তারপর ফের ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল। 'বেশ কয়েকবারই ওদিকে গেছি,' হালকা চালে বলল ও, যেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছে।

'দারুণ শহর, তাই না?'

দুই ভাড়াটে নিশ্চই জিম থর্নের অ্যাম্বুশের সঙ্গে জড়িত ছিল, তৃতীয় লোকটা নিশ্চিত ভাবেই বিল টার্নার। হয়তো তিনজনে মিলে করেছে কাজটা, কিন্তু আরও অন্তত একজন থাকাও অস্বাভাবিক নয়, বরং সে-সম্ভাবনাই বেশি মনে হচ্ছে ওয়েসের কাছে।

'ওরা কোথায়?' কামরার ভিতরে পা রেখে জানতে চাইল টার্নার, পিস্তলের নল এতটুকু নড়েনি।

'বার্নে শুয়ে আছে একজন, মারা গেছে ও। এতক্ষণে হয়তো সওয়াল-জবাবও শুরু হয়ে গেছে! আরেকজন ভেবে দেখল যে কেটে পড়াই মঙ্গল, ব্যাগপত্র গুটিয়ে ভাগতে মোটেও দেরি করেনি।'

স্থির দৃষ্টিতে ওকে নিরীখ করছে টার্নার, কিছুটা হলেও বিভ্রান্ত বোধ করছে, জানে এই মানুষটিকে ঘিরে অসংখ্য রহস্য বিস্তৃত হয়েছে, বহু জায়গায় বহু ভাবে...

'ডজে ছিলে যখন,' আলাপী সুরে জানতে চাইল ওয়েস। 'কখনও ক্যান্সাস হাউজে গিয়েছিলে?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল টার্নারের মুখ, চোখে শঠতা। 'মনে পড়ছে জায়গাটা।'

'আমারও।'

ফের দু'আঙুলে সিগারেট চেপে ধরল ওয়েস। 'পিস্তলটা বরং নামিয়ে রাখো, টার্নার। তোমার খেলা শেষ হয়ে গেছে। থর্ন মারা যায়নি। আমি ওর ডেপুটি।' কাঁধ দুলিয়ে শহরের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'শহরের সবাই জেনে গেছে এতক্ষণে। বেতাল কিছু করলে লোকজন চলে আসবে এখানে, তোমাকে বাড়িতে আটকে রেখেই পুড়িয়ে মারবে। আমার তো মনে হয় এরই মধ্যে তোমাকে চেপে ধরার চিন্তা শুরু করেছে কেউ কেউ।'

দ্বিধা করছে টার্নার, পরিস্থিতি পছন্দ হচ্ছে না। ঘাড় ফিরিয়ে দরজা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি চালাল। ঝুঁকিপূর্ণ হলেও একটা সুযোগ এসে গেল ওয়েসের জন্যে, কিন্তু পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল না। স্রেফ অপেক্ষায় আছে। *'শেষ হয়ে গেছ তুমি, টার্নার,'*-ওয়েসের বলা বাক্যটা মাথায় খেলে যাচ্ছে তার। শহরের লোকজন খেপে উঠলে কি হবে, ভাল করেই জানা আছে তার, পরিণতিটা সুখকর হবে না। ভেতরে ভেতরে শীতল ভয় গ্রাস করছে তাকে। জানে শহরের অনেক লোকই সেলুন, জুয়ার আড্ডা বা ড্যান্স-হলগুলো পছন্দ করে না; কোন একদিন শহরের সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার হবে, এই দিনটির অপেক্ষায় আছে এরা।

'তোমার মত লোকদের নিজের সম্ভাব্য পরিণতি বা ভাগ্য সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত,' ক্যান্সাসের ঘটনাটা মনে পড়ছে ওয়েসের, শীতল ক্রোধ অনুভব করছে ভেতরে ভেতরে। 'মজার ব্যাপার কি জানো, এতদিন জিম থর্নের কারণে বেঁচে ছিলে তোমরা, ও আটকে না রাখলে বহু আগেই লোকজন চড়াও হত তোমাদের ওপর। থর্ন মারা গেছে, শুনতে পেলে এক মুহূর্তও দেরি করবে না ওরা, ছুটে আসবে সবাই। উন্মত্ত মবের হাতে পড়লে কি হবে, সেটা নিজেই ঠিক করে নাও। শহরটা স্রেফ সাফ করে ফেলবে ওরা। জুয়াড়ী বা চালবাজ কোন লোক থাকবে না এই শহরে। কিন্তু এ পর্যন্ত, দৃঢ় হাতে শহরের শান্তি বজায় রেখেছে থর্ন, এরকম কোন ঘটনা ঘটতে দেয়নি। হয়তো সেজন্যেই বাড় বেড়েছে তোমাদের, যা ইচ্ছে ঘটাতে চাইছ। কিন্তু সেদিন আর নেই এখন, ইচ্ছে করলেই জুড়ে বসতে পারবে না যে-কোন শহরে।'

আচমকা কঠোর হয়ে গেল টার্নারের মুখ। 'ঠিক আছে, চলে যাব আমি। কিন্তু একটা সুযোগ দিতে হবে আমাকে।'

'উঁহুঁ,' বলার সঙ্গে সঙ্গে ড্র করল ওয়েস। একইসঙ্গে এক পা আগে বাড়ল। চোখের পলকে বেরিয়ে এসেছে কোল্ট, কাভার করল টার্নারকে। আরও এক পা বাড়ল ও, টার্নারের নাগালের মধ্যে পৌঁছে কোল্টের মাজল চেপে ধরল খোঁড়া লোকটির কানের পেছনে। কি থেকে কি হয়েছে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি টার্নার, বিস্ময়ে বড়বড় হয়ে গেছে চোখ। পিস্তল তুলে আনবার আগেই বাম হাতে ছোবল মেরে পিস্তলটা কেড়ে নিল ওয়েস, তারপর ধাক্কা দিয়ে চেয়ারের উপর ফেলে দিল তাকে।

'ছবিটা দেখার পর কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছি। ক্যান্সাসের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের কথা মনে পড়ল···বহুদিন আগে। অবশ্য ওখানে তখন ভিন্ন পরিচয় দিয়েছিলে তুমি–সম্ভবত সাই ব্যানারম্যান নামে। পুরো পরিবার মিলে ভাল কিছু লোকের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছ তোমরা, কিছু লোককে খুনও করেছ।' একপাশে সরে দাঁড়াল ও, ইঙ্গিতে উঠে দাঁড়াতে বলল টার্নারকে। 'দাঁড়াও!'

'জন,' চেয়ারে বসেই ওর দিকে ফিরল সে, চকিত চাহনি হানল দরজার উদ্দেশে। 'এখান থেকে বেরিয়ে যেতে দাও আমাকে। কসম, আর কখনও আসব না! স্রেফ দশটা মিনিট সময় দাও, এরমধ্যে শহর ছেড়ে চলে যাব!'

'ভুল করছ, ব্যানারম্যান। ব্যাজ পরানোর আগে আমাকে শপথ করিয়েছে থর্ন, নইলে এতক্ষণে লাশ পড়ে যেত তোমার। আগে কখনও দেখা হয়নি বটে, কিন্তু তোমার পরিচয় সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই আমার। নিশ্চিত

জানি কার বুক বরাবর পিস্তল তুলেছি।'

'কে তুমি?' শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

'শুনে লাভ হবে?' স্মিত হাসল ওয়েস। 'হারডিন।'

চোখ সরু হয়ে গেল টার্নারের, চেয়ারের হাতল চেপে ধরে উঠে বসবার প্রয়াস পেল। গাঁটের কাছে আঙুলগুলো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। 'ঠিক আছে, তুমিই জিতলে!' পরাজিত কণ্ঠে বলল সে, ম্লান শোনাল স্বর। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে খোঁড়া পা সিধে করল। টলমল অবস্থায় চেয়ার চেপে ধরে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়াস পেল–পরমুহূর্তে খাটো ব্যারেলের একটা কোল্ট বেরিয়ে এল হাতে, গোপন হোলস্টার থেকে কখন বের করেছে খোদা মালুম!

এক পা পিছিয়ে গেল ওয়েস।

গর্জে উঠল ব্যানারম্যানের কোল্ট। গম্ভীর ভোঁতা স্বর, কিন্তু তীক্ষ্ণ। কাঁধে তীব্র ধাক্কা অনুভব করল ওয়েস। পাল্টা গুলি করল ও, কিন্তু পড়ন্ত অবস্থায় বলেই হয়তো, মিস্ করল।

টেবিলের পেছনে কাভার নিতে ব্যস্ত ওয়েসের উদ্দেশে আরও তিনটে গুলি করল ব্যানারম্যান, সবই তাড়াহুড়োর মধ্যে। দারুণ আতঙ্ক বোধ করছে সে, জানে সিধে হয়ে দাঁড়াতে দেয়া যাবে না এই লোককে। এর পরিণতি বড় ভয়ঙ্কর। তপ্ত সীসা আবারও খুঁজে পেল ওয়েসের দেহ, এবার উরুতে। পিস্তলটা খসে পড়েছে ওর হাত থেকে। সারা ঘরে গানপাউডারের ধোঁয়া।

দ্রুত দরজার দিকে সরে গেল ব্যানারম্যান, বেরিয়ে গিয়ে সপাটে বন্ধ করে দিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মূল রাস্তার দিকে এগোচ্ছে সে, ত্রস্ত হাতে রিলোড করে নিল পিস্তল। আহত হয়েছে ওয়েসলি হারডিন, হয়তো মরবেও। যাই হোক, দ্রুত কেটে পড়তে হবে ওদের, নিজেকে তাগাদা দিল সে, আগেও এরকম তাড়াহুড়ো করে শহর ছেড়েছে। যথেষ্ট সময় আছে হাতে।

ভালই কাটছিল এখানে, যথেষ্ট সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু সব কিছুরই শেষ আছে। আগাগোড়াই জানত সে। অন্যরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ব্যানক, ডজ আর কিছু শহরে। স্বেচ্ছাসেবী বা ইউএস মার্শালরা পিছু নেওয়ার আগেই কেটে পড়তে সক্ষম হয়েছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে হলেও, সঠিক সময়ে কেটে পড়তে সক্ষম হয়েছে বরাবর। এখানেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

মূল রাস্তা ধরে হিলম্যানের স্টোরের দিকে এগোল সে। দূর থেকে দেখতে পেল সবে দোকানের ঝাঁপ নামাচ্ছে স্টোর মালিক। পদশব্দে চোখ তুলে তাকাল সে, বিস্ময় দেখা গেল চোখে। আড়ষ্ট হয়ে গেছে কাঁধ।

হিলম্যানকে কিছু বলবার সুযোগ দিল না ব্যানারম্যান। 'সেফটা খোলো,

ডাচ,' কর্কশ, জরুরী কণ্ঠে নির্দেশ দিল সে। 'পালাচ্ছি আমরা। এইমাত্র হারডিনের সঙ্গে শো-ডাউন হয়েছে আমার। ইশ্‌শ্‌, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি! আর জায়গা পেল না, কোত্থেকে এসে জুটেছে হারামজাদা! ভাগ্যের কি ফের, পড়বি তো পড় একেবারে আমাদের ঘাড়ে! আগে জানলে ভুলেও থর্নের বিরুদ্ধে ওকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করতাম না! অনায়াসে কাজটাও শেষ করা যেত!'

বিমূঢ় দেখাচ্ছে হিলম্যানকে।

শ্রাগ করল ব্যানারম্যান। 'মাথা খারাপ হয়ে যায়নি আমার, হিল! ওই গানফাইটার লোকটা--জন ওয়েস না কি যেন নাম। জানো ও আসলে কে? ওয়েসলি হারডিন! আগেই চেনা উচিত ছিল ওকে। জন ওয়েস নামটা বহু জায়গায় ব্যবহার করেছে সে।

'জলদি! দ্রুত কেটে পড়তে হবে আমাদের। সেফ খুলে সব ঢুকিয়ে নাও একটা ব্যাগে। হারডিনকে কায়দা করেছি বটে, কিন্তু সারা শহরের লোকজন পিস্তলের গুলির শব্দ শুনেছে। সাহায্য পেতে দেরি হবে না ওর।'

নিখাদ বিরক্তি নিয়ে হিলম্যানের দিকে তাকাল সাই ব্যানারম্যান, স্টোর মালিকের নিষ্ক্রিয়তার কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। হিলম্যানের চোখের দৃষ্টি দেখে স্রেফ জমে গেল সে, ঠিক ওর পেছনে তাকিয়ে আছে হিলম্যান, যেন ভূত দেখেছে।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ব্যানারম্যান। দেহের পাশে স্থির হয়ে আছে পিস্তল ধরা হাত। জেল হাউসের দরজায় দেখা যাচ্ছে জন ওয়েসলি হারডিনকে, কাঁধ আর কলার-বোনের ক্ষত থেকে চুইয়ে পড়া রক্তে লাল হয়ে গেছে বুকের কাছে শার্ট। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, ভঙ্গিটার মধ্যে অনমনীয় দৃঢ়তা প্রকাশ পাচ্ছে। স্থির সঙ্কল্পবদ্ধ প্রতিহিংসাপরায়ণ একজন মানুষ।

দু'পা পিছিয়ে গেল হিলম্যান। 'আমি এর মধ্যে নেই, ওয়েস! ওর জন্যেই এত কিছু। আমাদের সবার জীবনই বিষিয়ে তুলেছে সে। হ্যাঁ, ও-ই দায়ী সবকিছুর জন্যে। নোংরা কাজগুলো আমাদের দিয়ে করিয়েছে, কিন্তু নিজে ভোগ করেছে সুফলটা। এই কাজ আর করব না, ওর সঙ্গে অন্য কোন শহরে গিয়ে ফায়দা লুটতে রাজি নই আর!'

কিছুই বলল না ওয়েস। যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল মুখ, নিখাদ মনের জোরে দাঁড়িয়ে আছে কোনরকমে। শার্টের ভিতরে, অনুভব করছে গড়িয়ে পড়া রক্ত ওর পেট ছুঁয়েছে। প্রচুর রক্ত হারিয়েছে, জানে খুব বেশি সময় পাবে না।

সাই ব্যানারম্যান ঠাণ্ডা মাথার নৃশংস খুনী। অতীতে বহু খুন করেছে সে।

জোচ্চোর জুয়াড়ী। পশ্চিমের উঠতি অনেক শহরে ঠাঁই গেড়েছে সপরিবারে, ভাই আর চাচার আড়ালে থেকেছে বরাবর, ঘুণাক্ষরেও তাকে সন্দেহ করেনি কেউ; অথচ নেপথ্যে বসে সে-ই কলকাঠি নাড়ত। ডজ সিটিতে ওয়েসের এক বন্ধুকে পিঠে ছুরি মেরে খুন করেছে সে, খুন হওয়ার আগে সেলুনে পোকার খেলে প্রচুর টাকা জিতেছিল ওর বন্ধু।

বহুদিন ধরে, চলার মধ্যেই আততায়ীকে খুঁজেছে ওয়েস। প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল আশা। কিন্তু একেবারে ভুলে যায়নি।

খোঁড়া লোকটা···সাই ব্যানারম্যান, সে-ই খুনী।

'এই মাত্র কায়দা করেছি তোমাকে, ড্রতে হারিয়েছি,' জিঘাংসায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ব্যানারম্যানের চোখ। 'আবারও তাই করব!' বিদ্যুৎ খেলে গেল তার হাতে। দেখল এক পা আগে বেড়েছে ওয়েস, নিচু করে বাঁধা পিস্তলের বাঁট ছুলো। তারপর, বুকে একটা ধাক্কা অনুভব করল ব্যানারম্যান, তীব্র বেগে কিছু একটা ঢুকে পড়েছে পাঁজর ভেদ করে। রাগে দিশেহারা বোধ করল সে, কী জ্বালাতন! এ সময়ে মনোযোগ হারালে চলে?

পিস্তলটা তুলে আনছে সে, আবারও পেটে আঘাত করল কী যেন। আচমকা নিদারুণ দুর্বলতা অনুভব করল সে, শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, হুড়মুড় করে পোর্চের শক্ত বোর্ডের উপর পড়ে গেল। মেঝেটা যেন এগিয়ে এল ওর দিকে, মুখে তীব্র আঘাত করল–আশ্চর্য, কোন ব্যথা অনুভব করল না!

নিজ থেকে গড়িয়ে চিৎ হলো দেহটা। জোর করে চোখ খুলল ব্যানারম্যান, সিলিঙে একটা ফুটো দেখতে পাচ্ছে, আচমকা ঝাপসা হয়ে এল ফুটোটা···

'ও আমার ভাতিজা,' দুর্বল স্বরে বলল হিলম্যান, সুরটা মিনতির। 'কিন্তু আস্ত একটা শয়তান! না, শয়তানের বাড়া! আমি খারাপ হতে পারি, কিন্তু ও তারচেয়েও জঘন্য!'

'জেনি আর্চার কে তা হলে?' জানতে চাইল ওয়েস।

'আমার মেয়ে।'

রাস্তা ধরে ফিরতি পথ ধরল ওয়েস, দুর্বল লাগছে শরীর। পুরো শহরই জেগে উঠেছে ততক্ষণে। স্থির দাঁড়িয়ে থেকে ওকে দেখছে লোকজন। জেল হাউসের দিকে এগোল ও, পোর্চে জেনি আর্চারের দেখা পেল। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মেয়েটির মুখ। 'এবার কি ওর সঙ্গে দেখা করতে পারব?'

'হ্যাঁ,' ক্লান্ত স্বরে বলল ওয়েস, তারপর যোগ করল: 'সাই মারা গেছে।'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি, চোখে আবছা আনন্দ। 'খুশি হয়েছি আমি! সত্যিই খুশি হয়েছি!'

মাথার ভিতরে দপদপে ব্যথা অনুভব করছে ওয়েস। হোটেলে ফিরবার ইচ্ছে ওর, গোসল সেরে লম্বা একটা ঘুম দেবে। এক সপ্তাহের বিশ্রাম, তারপর স্যাডলে চড়ে বসবে অনিশ্চিত যাত্রায়...

'তুমি কি ভালবাসো ওকে?' জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ।'

'যাও তা হলে। থর্ন ভালমানুষ।'

ঘুরে দাঁড়াল ওয়েস, ক্লান্ত দেহে হোটেলের দিকে এগোল। সামান্য দূরত্ব, কিন্তু এটুকুই দুরতিক্রম্য মনে হচ্ছে। পুব আকাশে ঝলমলে সূর্য উঠেছে, কাঁধে সূর্যের কোমল আঁচ অনুভব করছে ও। রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে মুরগীর ছানারা; ক্রীকের কাছাকাছি একটা উপত্যকা থেকে খড়ের সুঘ্রাণ তাড়িয়ে নিয়ে এল বাতাস, সদ্য তোলা খড়। ক্লান্ত, দারুণ ক্লান্ত ও...বিশ্রাম চাই, তারপর চাই একটা ঘোড়া।

হারজিত

জীর্ণ ছাতের ফুটো দিয়ে বৃষ্টির ফোঁটা চুইয়ে পড়ছিল এক জায়গায়, কাঠের একটা বালতি এনে রাখা হয়েছে ওখানে। এক কামরার বড়সড় কেবিনটায় ভেজা কাপড়, পোড়া কাঠ আর লাগাতার বৃষ্টির কারণে স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশের সোঁদা গন্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বাইরে তুমুল বৃষ্টি, কিন্তু ঘরে মোটামুটি আরামদায়ক একটা পরিবেশ—কোণের ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে, পর্যাপ্ত জ্বালানি-কাঠও মজুদ রয়েছে। আগুনের উজ্জ্বল আভা ক্রমশ কামরার নিরানন্দ পরিবেশে উষ্ণতা আর প্রাণচাঞ্চল্যের সঞ্চার করছে।

সাতজন লোক আছে এখানে। স্টেজ ড্রাইভার বিল ম্যাকরেন, হান্টিংটন থেকে আসা সোনা ব্যবসায়ী রে উইলসন; চেরোকি স্ট্রীপ আউট-ল ক্রেইগ ড্যুভাল, প্রথমে অবশ্য চিনতে পারিনি ওকে—চোখে মাপা সতর্ক চাহনি লেগে থাকে ওর চোখে, ধূসর চুলের ছিপছিপে দেহের অধিকারী। কামরার ওপাশে একটা বেঞ্চিতে মেয়েটির পাশে বসেছে অন্য দু'জন। আমি বসে আছি কামরার মাঝখানে বড়সড় টেবিলের কাছে একটা চেয়ারে।

ছয়জন লোক এবং একজন মহিলা—এক যুবতী।

বিশ-একুশ হবে মেয়েটির বয়েস। দারুণ সুন্দরী, সচরাচর এত সুন্দরী মেয়ে দেখা যায় না। ক্ষীণদেহী, কিন্তু শরীরটা ভরাট; চলাফেরা স্বতঃস্ফূর্ত, হাসিটা আন্তরিক। যে-কারও মনে হবে শুধু তার উদ্দেশেই হাসছে যুবতী। এমন একটি মেয়ে কীভাবে রয় জনসনের খপ্পরে পড়ল, এতক্ষণে জানা হয়ে গেছে আমাদের। নির্দ্বিধায়, বড়াই করে নিজেই বলেছে লোকটা। কথা বেশি বলে সে, কণ্ঠও চড়া। প্রথম দেখবার পর থেকেই মেয়েটির জন্য দুঃখ হচ্ছে আমার; কিন্তু একইসঙ্গে নিজের স্থৈর্য, শান্ত স্বভাব আর মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতার জন্যে মেয়েটির প্রতি সমীহও বোধ করছি।

যুবতীর সঙ্গে বিয়ে হবে লোকটার।

পুবের বেশ কিছু মেয়ে ইদানীং স্বয়ংবরা হতে চাইছে, পশ্চিমে এসে পছন্দসই স্বামী বেছে নিচ্ছে। কিন্তু এদের সঙ্গে মেয়েটি কীভাবে ভিড়ে গেল, যোগাযোগ বা কারণটা কোন ভাবেই মাথায় ঢুকছে না। স্বামী বেছে নেওয়ার জন্য পশ্চিমে আসবার দরকার পড়ে না এ মেয়ের, এর জন্মই হয়েছে আরাম আর প্রাচুর্যে থাকার জন্য। প্রতিটি কথায় বা আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে মেয়েটি শিক্ষিত, ভদ্র এবং বনেদী ঘরের। কিন্তু তারপরও, খোদা জানে কীভাবে রয় জনসনের খপ্পড়ে পড়েছে!

রয় জনসন বিশালদেহী মানুষ। উদ্ধত এবং বেপরোয়া একটা ভাব আছে আচরণে। স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে কাউকে কেয়ার করে না। মোটামুটি সুদর্শন। কিছু কিছু সময়ে হয়তো শান্ত, ভাবুক প্রকৃতির লোক মনে হতে পারে ওকে, শুধু যখন নিজে সেটা চাইবে সে; আসলে পুরোপুরি ভান। মেয়েটির ঠিক বিপরীত চরিত্রের মানুষ জনসনঃ অচেনা লোকের কাছে ব্যক্তিগত বিষয়ে বড়াই করার মত নির্লজ্জ এবং খেয়ালী।

মারিয়া কিলকেনি মেয়েটি হতাশ হতে শুরু করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, অবশ্য হতাশ হওয়ার মত কোন প্রত্যাশা যদি ও করে থাকে! মাঝে মধ্যেই শীতল অসন্তোষের সঙ্গে দেখছে জনসনকে, অনাকাঙ্ক্ষিত যে-কোন আগন্তুক যেমন নির্লিপ্ত অভ্যর্থনা পায়! এবং ক্রমশ অস্থির, আড়ষ্ট হয়ে পড়ছে মেয়েটি।

বিগ বে থেকে যাত্রা শুরু করেছিল স্টেজ। ছোট্ট এই স্টেশনে কিছুক্ষণ যাত্রা বিরতির পর পশ্চিমমুখী আরেকটা স্টেজে চড়ার কথা আমাদের। কিন্তু স্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে থাকতে কাদায় পিছলে উল্টে যায় কোচ। কোনরকমে ওটাকে খাড়া করে স্টেশন পর্যন্ত এলাম যখন, ততক্ষণে সান্তা ফে মুখী স্টেজটা চলে গেছে। আগামীকাল সকালে পরের কোচ আসবে। তারমানে, একদিন পিছিয়ে পড়েছি আমরা। একে তো রাত, ঘোড়াগুলোও ক্লান্ত, তারউপর বৃষ্টির মধ্যে ভাঙাচোরা কোচ নিয়ে এগোনোর চিন্তা বাতিল করে দিয়ে চলনসই এই কেবিনে রাতটা কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই। হচ্ছে তো হচ্ছেই। ছাতের ছোট্ট ফুটো চুইয়ে বালতিতে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা, কিছুক্ষণের মধ্যে ভরে যাবে বালতিটা।

এমন পরিবেশে সৌজন্যমূলক আলাপ বেশি দূর এগোয় না; সাধারণ কথাবার্তা, ঝড়-বৃষ্টি বা দুর্ঘটনার প্রসঙ্গও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কতক্ষণ আটকে থাকতে হবে, যাত্রীদের চূড়ান্ত গন্তব্য…সবকিছু নিয়ে আলাপ হয়ে

গেছে ইতোমধ্যে। যার যার অতীতও আলোচনায় উঠে এসেছে, অবশ্য মামুলি অনেক মিথ্যে যে তাতে মিশে ছিল সেটা হলফ করে বলতে পারি।

কফি তৈরি করছে ড্যুভাল। ওকে কাপ-পিরিচ এগিয়ে দিচ্ছি আমি। তাজা কফির গন্ধে নীরব কামরার গুমোট পরিবেশ কিছুটা হলেও বন্ধুত্বপূর্ণ ও আরামদায়ক হয়ে উঠল।

আমার পরিচয় দেওয়া উচিত। জিম মেলেট আমার নাম। জন্ম টেনেসিতে। তারুণ্যের শুরুতে জুয়াড়ী ছিলাম, শখ আর রোমাঞ্চের নেশায় শুরু করলেও পেশাদার হয়ে পড়ি। পরে পেশা বদলে ফেলি। খনি ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে ভালই চলে যাচ্ছে আমার। টেনেসিতে ছোট্ট একটা বাথানও আছে।

সত্যি বলতে কি, আমার জুয়াড়ী জীবনে সবসময় যে সৎ ছিলাম তা নয়। কারও কারও ধারণা জুয়াড়ী মানেই জোচ্চোর। কিন্তু হাত-সাফাই নয়, বরং একজন জুয়াড়ীর সাফল্যের চাবিকাঠি ভিন্ন কিছু জিনিস—বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং তাস সম্পর্কে জ্ঞান; বাকি যা লাগবে, মানুষ সম্পর্কে ধারণা—অন্যকে বুঝতে পারার ক্ষমতা থাকলে যে-কেউ তাসে জিততে পারবে; এবং অবশ্যই খেলার সময় ন্যূনতম কিছু কার্ড পেতে হবে। কিন্তু যখন সেটা হয়নি, স্বীকার করছি কিছুটা হলেও হাত-সাফাই করেছি। তবে এমন সময় আমার জীবনে খুব কমই এসেছে।

স্টেজ ড্রাইভার বিল ম্যাকরেনকে আগে থেকেই কিছুটা চিনি। মানুষটা সহজ-সরল, সৎ এবং বিশ্বস্ত। রে উইলসনের ধাতও ওরকম। দু'জনেই পশ্চিমের সেইসব সাহসী, সমর্থ কিন্তু অশিক্ষিত মানুষ যাদের শ্রম আর নিষ্ঠার কারণে বুনো পশ্চিম বাসযোগ্য হয়ে উঠছে। বিগ বে থেকে এসেছে ওরা, সেখানেই ওদের সঙ্গে দেখা।

ক্রেইগ ড্যুভাল? ওর নাম হয়তো শুনে থাকবেন। পরে শুনেছি ওকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল লোকজন। সত্যিই আউট-ল সে। ঘোড়া বা গরু চুরি, ব্যাংক কিংবা স্টেজ ডাকাতির একাধিক অভিযোগ আছে ওর নামে। সত্যি সেসব। এবং এও সত্যি অযথা শ্যূটিং বা ঝামেলা এড়িয়ে এসব করেছে সে, কেবল নাচার হলেই গুলি করেছে। আজকে হয়তো একশো ডলার চুরি করবে, কিন্তু কালই সেটা খুইয়ে বসবে, মানুষটাই এরকম—সমর্থ, অনমনীয় কিন্তু ফুর্তিবাজ।

শীর্ণদেহী লোকটা নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছে। কথায় দক্ষিণের টান

স্পষ্ট। 'জন আমার নাম। একসময় ডাক্তারি করতাম।' কাশল সে, মলিন একটা রুমাল চেপে ধরল মুখের সঙ্গে। কাশির ধরনেই বোঝা যাচ্ছে মরণ-রোগে ধরেছে। 'কিন্তু নিয়তির কি পরিহাস…নিজের চিকিৎসা আমি নিজেই করতে পারছি না!' ফ্যাকাসে ফ্রক-কোটের হাতায় বেরিয়ে থাকা সুতো চিমটি দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল সে। 'আমি আসলে ভবিষ্যৎ অর্থাৎ নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করা একজন মানুষ!'

কফি তৈরি হয়ে গেছে। কাউপাঞ্চারদের লাইন-ক্যাম্পে তৈরি কফির মত কড়া, ঝাঁঝাল; এবং বৃষ্টিমুখর দিনের জন্য মানানসই। সবক'টা কাপ ভরল ডুভাল, সবচেয়ে সুন্দর কাপটা আলাদা করে রাখল মারিয়া কিলকেনির জন্য। আউট-ল কফি পরিবেশন করতে মিষ্টি করে হেসে ধন্যবাদ জানাল মেয়েটি, সঙ্গে সঙ্গে স্কুল-বালকের মত মুখ লালচে হয়ে গেল দুর্বিনীত আউট-লর।

চড়া স্বরে কথা বলছে রয় জনসন। 'মাইরি বলছি, একেবারে সেরা মেয়েটাকে বেছে নিয়েছি! বিশজন ছিল ওরা, সবাই স্বামী খুঁজছিল। উসখুস করছিল ওরা, কিন্তু আমি বললাম যে সেরা মেয়েটিকে চাই আমার। হলফ করে বলছি, আমি ঠকিনি!'

ভাবী মিসেস জনসনের গাল দুটো লালচে হয়ে গেল, লজ্জায় নয়, বরং বিব্রত বোধ করছে। দৃষ্টি নামিয়ে কোলে রাখা হাতের দিকে তাকাল মেয়েটি।

'কিভাবে ঘটল ব্যাপারটা, মিস্ কিলকেনি?' জানতে চাইলাম আমি। 'অন্য কেউ তোমাকে চায়নি?'

চোখ তুলে তাকাল মারিয়া কিলকেনি, নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করবার সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করছে। ন্যূনতম এইটুকু মর্যাদা পাওয়ার দাবি করতে পারে যে-কোন লেডি, অন্তত পশ্চিমে। 'শুরুতে ওদের সঙ্গে ছিলাম না আমি। একই ওয়্যাগন ট্রেনে বাবার সঙ্গে পশ্চিমে আসছিলাম। পথে কলেরার প্রকোপ হলো, অসুখের সঙ্গে সঙ্গে আমারও বিপদের শুরু। বাবা মারা গেল। বাবার সঙ্গে যে-টাকা ছিল সবই উধাও হয়ে গিয়েছিল অজানা কোন কারণে। কিছু দেনা ছিল আমাদের, কিন্তু শোধ করার সামর্থ্য ছিল না আমার…তো, এ ছাড়া আর কী করতে পারতাম আমি?'

'একেবারে খাঁটি কথা,' একমত হলাম। 'দারুণ কিছু মহিলাকে চিনি আমি, তোমার মতই পশ্চিমে এসেছিল ওরা এবং এভাবেই ভাল বিয়ে হয়েছে সবার।'

ভাল বিয়ের ব্যাপারটা বোধহয় তোলা উচিত হয়নি। মুহূর্তের মধ্যে

ফ্যাকাসে হয়ে গেল মেয়েটির মুখ, দৃষ্টি নামিয়ে ফের হাতের দিকে তাকাল।

'ওর অধিকার পাওয়ার পর অন্যদের অসন্তোষ যদি দেখতে!' প্রসন্ন স্বরে বলছে রয় জনসন। 'খেপা ষাঁড়ের মত ফোঁস ফোঁস করছিল ওরা। এটা ঠিক পশ্চিমের রীতি বা চালচলন সম্পর্কে অভ্যস্ত নয় মেয়েটা, কিংবা শরীর খাটিয়ে কাজ করতেও অভ্যস্ত নয়, তবে সবকিছুই শিখে নেবে ও! ব্যাপারটা আমার ওপর নিশ্চিন্তে ছেড়ে দাও।'

রাগ আর অসন্তোষে নড়েচড়ে বসল বিল্ ম্যাকরেন। গম্ভীর হয়ে গেল রে উইলসনের মুখ, চোখে চাপা অসন্তোষ। 'এখনও ওই লেডিকে বিয়ে করোনি তুমি, তাই না? তোমার জায়গায় থাকলে কিন্তু আরও সতর্ক থাকতাম আমি। এই লেডি হয়তো নিজের মত পাল্টে ফেলতে পারে।'

রাগে কুৎসিত হয়ে গেল রয় জনসনের মুখ। দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়ালের পেশী, সরু চোখে উইলসনকে দেখল। 'মত পাল্টাবে? মনে হয় না! যদি তা-ও হয়, তোমার ধারণা সেটা মেনে নেব আমি? মাথা খারাপ! ওর সমস্ত দেনা শোধ করেছি। পিঙ্কটাউনে আরও একজন একই আইডিয়া নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু ওই ব্যাটার আইডিয়াটা মাথা থেকে তাড়িয়ে দিতে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি আমার! ও যদি পিস্তলে হাত দিত, নির্ঘাত খুন করতাম ওকে।' কোমরে সিক্সশ্যূটারের ওপর আদুরে চাপড় মারল সে। 'আমি গানম্যান নই, কিন্তু দরকারে কাজটা ভালই চালিয়ে নিতে পারি।'

শেষ কথাটা বলবার সময় প্রায় তাচ্ছিল্য ভরা দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকাল সে।

উইলসন আর ম্যাকরেনের মত আমিও উপলব্ধি করছি মারিয়া কিলকেনির প্রসঙ্গ এখন আর স্বস্তিকর কোন বিষয় নয়, তাই হঠাৎ করেই পোকার খেলার প্রস্তাব করে বসলাম।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখ তুলে তাকাল সাবেক ডাক্তার, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি ঝুলছে। অন্যরা টেবিলের কাছাকাছি চলে এল, পিছিয়ে দূরের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল মারিয়া। চোখাচোখি হলো আমাদের, অস্পষ্ট মিনতি মেয়েটির আয়ত চোখে: *একটা কিছু করো...যে-কোন কিছু...যেভাবেই হোক উদ্ধার করো আমাকে!* বিশ্বাস করুন, এক ঘণ্টাও যদি অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলতাম আমরা, তাহলেও বোধহয় এতটা স্পষ্ট ভাবে বোঝাতে পারত না মেয়েটি।

ঠিক সেই মুহূর্তে নিজের ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেললাম। ডাক্তারকে

কার্ড তুলে নিতে দেখে হাতের তালু মেলে ধরে টেবিলের ওপর রাখলাম আমি। বহু পুরানো এবং আন্তর্জাতিক সঙ্কেত এটা—তারমানে আমি একজন জুয়াড়ী। মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে জনসনের দিকে ইঙ্গিত করলাম, বুঝিয়ে দিলাম সে-ই আমার টার্গেট।

সমঝদারের ভঙ্গিতে ক্ষীণ নড করল জন।

কথাবার্তা আর আচরণের মতই আগ্রাসী ভঙ্গিতে খেলা শুরু করল রয় জনসন। সন্দেহবাতিক মানুষ সে, প্রথম থেকে তাসের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে শুরু করল। ড্র পোকার থেকে স্টাড খেলা শুরু করলাম আমরা, মাঝে মধ্যে অবশ্য রুচি বদলের জন্য ড্র খেললাম।

প্রথম দিকে জনসনই জিতল। নিজের ওপর আস্থা বেড়ে গেল ওর। কিন্তু অবস্থা বদলে যেতে সন্দিহান এবং উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। অন্যদের প্রতিটি নড়াচড়া সন্দেহের চোখে দেখছে, অবশ্য একটু পরই মনোযোগ কমে যেতে থাকল ওর, ঢিল পড়ল পেশীতে। দীর্ঘক্ষণ ধরে নিজের কার্ড দেখছে, ইচ্ছে করেই খেলতে বেশি সময় নিচ্ছে।

জনসন আর ডাক্তার ছাড়া কেবল আমিই খেলছি এই দানে। বাজে তাস। তাই দান ছেড়ে দিয়ে আগুনের কাছে চলে এলাম, কয়েকটা কাঠ ঠেসে দিলাম ফায়ারপ্লেসে। কেতলি পূর্ণ করে স্টোভে চড়িয়ে দিলাম এরপর। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম মারিয়া কিলকেনির চোখ জোড়া স্থির হয়ে আছে আমার ওপর। চেয়ারের ব্যাকরেস্টের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম কোটটা, ওটা তুলে এনে মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দিলাম। 'বোধহয় শীত লাগছে তোমার,' বিড়বিড় করে বললাম ওকে।

কৃতজ্ঞ, স্মিত হাসি মেয়েটির ঠোঁটে। আগুনের দিকে চোখ সরিয়ে নিল।

'সাধারণত অন্যের ঝামেলায় নিজেকে জড়াই না আমি,' বলা যায় আগুনের উদ্দেশেই বললাম কথাগুলো। 'কিন্তু মনে হচ্ছে ওই লোকটার হাত থেকে নিস্তার পেলে খুশি হবে তুমি, ম্যা'ম।'

তিক্ত হাসল মারিয়া কিলকেনি। 'সন্দেহ আছে? কিন্তু আমার দেনা শোধ করেছে ও। ঋণের বোঝা ঘাড় থেকে নামাতে ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছি। একটা কাগজে স্বাক্ষর করতে হয়েছে।'

'কিন্তু তারপরও তোমার ওপর জোর করতে পারবে না কেউ।'

'ও করবে। এবং দেনাও শোধ করতে হবে আমার, যেভাবেই হোক। এ মুহূর্তে এছাড়া অন্য কোন উপায় তো দেখছি না।'

'দেখা যাক।' আগুনে আরেক চেলা কাঠ ঠেসে দিয়ে টেবিলের কাছে

ফিরে এলাম। চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল জনসন, চাহনিতে সন্দেহ। মারিয়া কিলকেনির সঙ্গে আমার আলাপ শুনতে পায়নি, তবে অস্পষ্ট ভাবে হয়তো কানে এসেছে কিছু কিছু। তবে এও ঠিক, সরাসরি পরস্পরকে উদ্দেশ করে কথা বলিনি আমরা, নেহাত সৌজন্যমূলক আলাপ বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে।

এবার আমার ডীল। তাস গুছিয়ে নেওয়ার সময় কোন্‌টা কোথায় আছে দেখে নিলাম, দক্ষ হাতে দ্রুত মিলিয়ে ফেললাম সব তাস; কয়েকবার শাফল করলাম, কিন্তু একই জায়গায় থাকল সবক'টা তাস। কেটে দেওয়ার জন্য ডাক্তারের সামনে রাখলাম তাসগুলো। জন কেটে দেওয়ার পর নিপুণ ভাবে বেঁটে দিলাম। নিজের তাস তুলে একনজর দেখল জন, তারপর টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল।

নিজের তাসে চোখ বুলাল জনসন, অস্থির ভঙ্গিতে টাকা ঠেলে দিল টেবিলের মাঝখানে। নিজের দানের সময় টাকা দ্বিগুণ করে দিলাম আমি, বাধ্য হয়ে রেইজ করল জনসন। সে নিজেও তাই চাইছে, কারণ ভাল হাত পেয়েছে।

শেষে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিলাম আমি, ডাক্তারের উপর ছেড়ে দিলাম ব্যাপারটা। স্ট্রেইট পেয়েছে জনসন, কিন্তু ডাক্তার পেয়েছে রাণী আর দশের ফুল হাউস।

ধীরে ধীরে, কিন্তু নিখাদ সতর্কতার সঙ্গে রয় জনসনের উপর চড়াও হলাম আমরা। ম্যাকরেন আর উইলসন কিছুক্ষণের মধ্যে টের পেয়ে গেল আসলে কী ঘটছে। দু'জনের কেউ যখন ভাল তাস পেল, আমি বা জন কেউই থাকলাম না, কিন্তু সুযোগ পেলেই জনসনের বারোটা বাজাতে সচেষ্ট।

প্রথমে ম্যাকরেনই ইস্তফা দিল, মিনিট কয়েক পর উইলসন। ক্রেইগ ড্যুভাল টিকে থাকার চেষ্টা করছে, মাঝে মধ্যে ছোট দু'একটা পটও জিতছে। জনসন জিতছে বটে, তবে সন্তুষ্ট হওয়ার মত কিছু নয়, প্রায় সারাক্ষণই তটস্থ হয়ে আছে সে, মুখ গম্ভীর, চাহনিতে জেদ ফুটে উঠেছে।

চোখ তুলে ঘরের কোণের দিকে তাকাতে মারিয়া কিলকেনির স্থির দৃষ্টি অনুভব করলাম নিজের উপর। ক্ষীণ হাসলাম আমি, কিন্তু এখনও পলকহীন দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে মেয়েটি। ও কি আঁচ করতে পারছে আসলে কী ঘটছে?

'তোমার দান, মিস্টাহ্ মেলেট,' জর্জিয়ান টানে মৃদু স্বরে মনে করিয়ে

দিল জন। তাস তুলে দেখলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে দিলাম টাকার অঙ্ক। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল জনসন, তারপর রেইজ করল।

বিতৃষ্ণার সঙ্গে তাসের দিকে তাকাল ড্যুভাল, তারপর শ্রাগ করে নামিয়ে রাখল টেবিলের উপর। 'নাহ্, আমি নেই!'

জন টাকা দিতে আবারও রেইজ করল জনসন। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে ওর কপালে। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল, শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল জনের দিকে। কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে ডাক্তার।

এদিকে আমার দানের অপেক্ষায় আছে জনসন, প্রায় অধীর হয়ে পড়েছে। ইচ্ছে করে দেরি করলাম, ব্যাটা আরও কিছুক্ষণ ঘামুক। তিনটা টেক্কা আর ছয়ের জোড়া আছে আমার কাছে, নিশ্চিত জানি যথেষ্ট নয়। জন ডীল করেছে এবার।

জনকে ইঙ্গিত করতে তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হলো সে। টেবিলের ওপর নেমে এল ওর শীর্ণ হাত, পাল্টা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল একটা টেক্কা আছে ওর কাছে।

অধৈর্য ভাবে নড়েচড়ে বসল জনসন।

যেন সত্যিই বুঝতে পারছি না কি করব, কিছুটা দোমনা করে শেষে বিশ ডলার রেইজ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা দিল জর্জিয়ান, আর পকেটে হাত ঢোকাল রয় জনসন। কিন্তু শূন্য হাত বেরিয়ে এল, ওর কাছে যা ছিল সবই টেবিলের মাঝখানে এখন। মুহূর্তের জন্য আতঙ্ক ফুটে উঠল তার চোখে, শেষে শো করল। তাস বিছিয়ে দেওয়ার পর দেখা গেল চারটে রাণী আর একটা ট্রে পেয়েছে সে।

ক্ষণিকের জন্য দ্বিধা করলাম, তারপর ভাঁজ করা তাসগুলো টেবিলে নামিয়ে রাখলাম।

'উল্টাও!' অধৈর্য স্বরে চেঁচাল জন, হাত বাড়িয়ে দিল সে–আমার তাস উল্টে দেখবে–গোপনে নিজের টেক্কাটা দিয়ে দিচ্ছে আমাকে–চারটে টেক্কা আর একটা ছয় হবে।

বিস্ফারিত চোখে ঢোক গিলল জনসন, মুখ লালচে হয়ে গেছে। পলকহীন দৃষ্টিতে তাসের দিকে তাকিয়ে থাকল, যেন তাতে তাসগুলো বদলে যাবে। তারপর খিস্তি আওড়াল।

স্মিত হেসে টাকাগুলো টেনে আনলাম নিজের দিকে, হাতের তালুতে লুকানো রয়েছে অতিরিক্ত ছয়টা। সবার অলক্ষ্যে বাড়তি তাসের সঙ্গে গছিয়ে দিলাম ওটা, টেরও পেল না কেউ। এবার সতর্কতার সঙ্গে সব টাকা পকেটে ঢোকাতে শুরু করলাম, এদিকে জন সব তাস তুলে নিয়ে শাফল করতে শুরু

করেছে।

'ফতুর হয়ে গেছি আমি!' দুই কাঁধ উঁচাল জনসন, কামরার চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। 'কেউ কি ধার দেবে আমাকে? নিশ্চিত থাকতে পারো, দেনা শোধ করব আমি!'

কাউকে আগ্রহী মনে হলো না। ম্যাকরেন এরইমধ্যে ঢুলতে শুরু করেছে। পাইপ ধরিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে উইলসন। আড়মোড়া ভাঙল ক্রেইগ ড্যুভাল, ঘরের একমাত্র জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। আকাশ ধূসর হয়ে এসেছে, শিগ্গিরই ভোর হবে।

আরেক ফোঁটা পানি পড়ল বালতিতে। *প্লপ!* কেউ কিছু বলছে না, অখণ্ড নীরবতায় আমরা এই প্রথম উপলব্ধি করলাম বৃষ্টি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

'কী করবে তুমি?' জানতে চাইল জনসন। 'টাকা নিয়ে সটকে পড়বে? একটা সুযোগ দেবে না আমাকে?'

'হেরে যাওয়া টাকার বিপরীতে খেলতে নেই!' দার্শনিক সুরে মন্তব্য করল রে উইলসন।

নিজের সব টাকা এক পকেটে আর জনসনের কাছ থেকে জেতা ছয়শো ডলার আলাদা পকেটে রেখেছি আমি। 'যাহ্, এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল খেলাটা!' নিস্পৃহ স্বরে বললাম, তারপর ভুরু কুঁচকে তাকালাম জনসনের দিকে। 'কি নিয়ে খেলবে? জামানত রাখবার মত কিছুই নেই তোমার কাছে!'

দ্বিধা করল সে। 'কেন, আমার কাছে...' হোলস্টারে হাত বাড়িয়েছিল সে, পিস্তল দুটো বোধহয় জামানত রাখবার কথা ভাবছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত বদলে ফেলল।

তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা টের পেলাম, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম কী বলবে সে এবার। ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত এক অস্বস্তি অনুভব করলাম।

ফের শূন্যদৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল জনসন, ঠোঁটে তিক্ত হাসি। 'আমার তো মনে হয় জামানত দেওয়ার মত সত্যিই কিছু আছে আমার কাছে...'

যদি বলতেই হয়, তাহলে এটাই মোক্ষম সময়, কিন্তু কথা বলবার সময় নিজেই বিরক্তি আর ক্ষোভ অনুভব করলাম। 'ওই লেডি কি তোমার কাছে ঋণী না?' মারিয়া কিলকেনির দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইলাম। 'ওর সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্মতিপত্রটা কিন্তু জামানত হিসেবে যথেষ্ট দামী।'

নিস্পৃহ স্বরে বললেও ভিতরে ভিতরে নিজেকে লোচ্চা এবং ইতর মনে

হচ্ছে আমার। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তটির জন্যই এত কিছু। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে জনসন, রাগে কুৎসিত হয়ে গেছে মুখ। হাতের আঙুলের ফাঁক গলে একটা স্বর্ণঈগল টেবিলে ফেললাম আমি। কিছু বলবার জন্য মুখ খুলেছিল জনসন, কিন্তু মুদ্রার ঝনঝন শব্দে মুখটা বন্ধ হয়ে গেল। ঢোক গিলে কথাগুলো হজম করে ফেলল। টেবিলে ঘুরতে থাকা মুদ্রার উপর স্থির হলো তার চোখ, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল সে।

'শুধু জামানতের জন্যে,' নিরুত্তাপ স্বরে প্রস্তাব করলাম।

'অসম্ভব!' চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল সে। 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি আমার?'

'সে তুমি জানো! যা ইচ্ছে করতে পারো।' শ্রাগ করে বললাম আমি। বাকস্কিনের মানিব্যাগ বের করে মুদ্রাগুলো একটা একটা করে ভিতরে ঢোকাতে শুরু করলাম। 'তুমিই একটা সুযোগ চাইছিলে। দিয়েছি তোমাকে।' সারাটা রাত ধরে শুধু এই মুহূর্তটার জন্য খেলেছি আমি, কিন্তু এখন শঙ্কা জাগছে পণ্ডশ্রম হয়েছে—হয়তো সুযোগটা নেবে না জনসন!

কিন্তু মুদ্রার ঝনঝন শব্দ কিছুটা হলেও সেই দুঃখ ভুলিয়ে দিচ্ছে। চোখ তুলে দেখলাম টাকার শোক সামলে নিতে বেগ পেতে হচ্ছে জনসনকে, মুখ খুলেছিল কিছু বলবার জন্য, কিন্তু বাধা দিল মারিয়া কিলকেনি। হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি, দ্রুত টেবিলের কাছে চলে এল।

'বোধহয় তোমার সঙ্গে খেলতে ভয় পাচ্ছে ও, মি. মেলেট, কিন্তু আমার সঙ্গে খেলবে হয়তো,' জনসনের দিকে তাকাল মেয়েটি, মিষ্টি করে হাসল। 'খেলবে আমার সঙ্গে, রয়?'

সেকেন্ড কয়েক নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জনসন। 'বসো! এটা পুরুষ মানুষের ব্যবসা!' শেষে ত্যক্ত, কর্কশ স্বরে বলল সে। 'কিন্তু ফুটো পয়সাও নেই তোমার কাছে! তোমার হয়ে আমি যদি দেনা শোধ না করি, তাহলে কি করবে সেটা বলার দরকার নেই!'

শক্ত হয়ে গেছে ক্রেইগ ড্যুভালের মুখ, উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল সে। আচমকা তার চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়াল জন, চোখে শীতল নিষ্ঠুর দৃষ্টি। জনসনের সূক্ষ্ম অপমানে জ্বলছে চোখজোড়া। 'মি. জনসন, তুমি যদি সত্যিকার ভদ্রলোক হয়ে থাকো, তাহলে বরং

'চুপ করো সবাই!' মারিয়া কিলকেনির শান্ত নিষ্কম্প স্বর থামিয়ে দিল সবাইকে। ডাক্তারের দিকে ফিরে তাকাল মেয়েটি। 'ডক্, দয়া করে ছয়শো ডলার ধার দেবেন আমাকে?'

ড্যুভাল এবং আমি, দু'জনেই পকেটের দিকে হাত বাড়ালাম, কিন্তু আমাদের প্রত্যাখ্যান করল মারিয়া কিলকেনি, ছোটখাট জর্জিয়ানের টাকা নিল ও।

'রয়, খেলাটা কিন্তু বেশিক্ষণ হবে না। মাত্র একবার কাটব। বিয়ের সম্মতিপত্রের জন্যে একশো ডলার…ওটা নিয়ে খেলার সাহস আছে তোমার?'

জনসন বোধহয় কোন হুমকি দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ডাক্তারের কথায় তা আর দেয়া হলো না। 'সম্মানিত এই লেডির সঙ্গে জিততে পারলে হয়তো মেলেটের সঙ্গে খেলতে পারবে আবার,' মৃদু স্বরে মনে করিয়ে দিল সে। 'তোমাকে ফতুর করে ছেড়েছে ও।'

কিন্তু, আমার মতই, রয় জনসনেরও সমস্ত মনোযোগ স্থির হয়ে আছে মারিয়া কিলকেনির মুখে। হয়েছে কী আমাদের শান্ত বনেদী লেডির? সন্ধেয়, কিংবা সারা রাত ধরে দেখা মেয়েটির সঙ্গে টেবিলে এসে বসা যুবতীর আচরণ যেন একেবারেই বেমানান।

দ্বিধা করছে জনসন, শেষে শ্রাগ করল। 'সত্যি? ঠিক আছে, খেলব। কিন্তু তোমাকে সতর্ক করছি,' আঙুল তুলে জনকে উদ্দেশ করল সে। 'আমার স্ত্রীর আর কোন দেনা শোধ করতে পারব না! ও যদি হারে, তাহলে তুমিও হারবে। এবার তাস দাও!'

তাসের ডেক এগিয়ে দিল মারিয়া কিলকেনি। কাটবার পর প্রথম তাসটা উল্টে দিল জনসন–স্পেডের রাণী।

সবক'টা দাঁত কেলিয়ে হাসল সে। 'মনে হচ্ছে একশো ডলার জিতে গেছি,' জনসনের কণ্ঠে নিদারুণ স্বস্তি এবং সন্তুষ্টি। 'মনে হয় না এরচেয়ে বড় তাস তুলতে পারবে, হানি!'

বাকি তাসগুলো তুলে নিল মারিয়া। আঙুলের ফাঁক গলে টেবিলের উপর পড়ে গেল কয়েকটা। আমরা সবাই মিলে জড়ো করলাম ওগুলো, ওর হাতে তুলে দিলাম। অনভ্যস্ত হাতে শাফল করল মেয়েটা, টেবিলে ডেক রেখে কাটল এবার।

টেক্কা!

চাপা স্বরে খিস্তি করে উঠল জনসন, উঠে দাঁড়াচ্ছে।

'বসো, রয়!' হাত বাড়িয়ে জনসনের একটা কাঁধ চেপে ধরল মারিয়া কিলকেনি। ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল সে, কিন্তু চেয়ারে শিথিল করে দিল শরীর। তারপর হঠাৎ করেই মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

এবার আমার দিকে ফিরল মারিয়া, চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে হিসাব করছে মনে মনে। পুরো কামরায় অখণ্ড নীরবতা, ভুলেও নড়ছে না কেউ। আরেক ফোঁটা বৃষ্টির পানি চুইয়ে জমা হলো ছাদের ফুটোয়, নিচে খসে পড়ল এরপর। জানালায় সকালের আভাস।

'রয়ের কাছ থেকে কত টাকা জিতেছ তুমি, মি. মেলেট?' নির্লিপ্ত স্বরে জানতে চাইল মেয়েটি।

'ছয়শো ডলার, তার বেশি হওয়ার কথা নয়।'

ফের অদক্ষ হাতে তাস শাফল করল ও। 'ওই টাকা নিয়ে খেলবে আমার সঙ্গে?'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল জন, মুখে একটা রুমাল চেপে ধরেছে। কয়েকবার কাশল, কিন্তু একবারের জন্যও মারিয়ার উপর থেকে দৃষ্টি সরায়নি। টেবিলের উপর ঝুঁকে এসেছে ক্রেইগ ড্যুভাল, বিহ্বল দেখাচ্ছে তাকে। ম্যাকরেন বা উইলসনও কিছু বলছে না। মারিয়া কিলকেনি নামের শান্ত মিষ্টি মেয়েটি সকালের উন্মেষে যেন হঠাৎ করেই বদলে গেছে···

'যদি ঠিক এটাই চাও তুমি,' নিস্পৃহ স্বরে বলবার চেষ্টা করলাম, আসলে বিস্ময় লুকাতে চাইছি। এতক্ষণে বুঝতে শুরু করেছি যে আমাদের সবার সঙ্গেই খেলতে চাইছে মেয়েটা।

জনের কাছ থেকে ধার করা পুরো ছয়শো ডলার টেবিলের মাঝখানে ঠেলে দিল মেয়েটি। 'নিয়মটা একই—একবার কাটবে। রাজি, মি. মেলেট?'

কাটলাম, এবং উল্টে দিলাম তাসটা—ক্লাবের নয়।

ওটা ছাড়া সব তাস তুলে নিল মারিয়া, বুড়ো আঙুল চালিয়ে কিনারা দিয়ে বেরিয়ে পড়া তাস সমান করল, তারপর কেটে প্রথম তাসটা উল্টে দিল—রাজা!

বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকলাম মেয়েটির দিকে। নির্লিপ্ত মুখে নিজের দিকে সব টাকা টেনে নিচ্ছে মারিয়া কিলকেনি। তাস কেটে কী তুলেছে সেই চমক নয়, বরং কাটবার দক্ষতাই বেশি বিস্মিত করেছে আমাকে। একেবারে পেশাদার হাতের কাজ যেন! সময় নিয়ে ছয়শো ডলার গুনল ও, তারপর ফিরিয়ে দিল জনকে। 'ধন্যবাদ,' টাকার সঙ্গে মৃদু হাসি উপহার দিল মারিয়া।

দেখবার মত প্রতিক্রিয়া হয়েছে জনের, কাঁপা হাতে টাকাগুলো পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সে।

কোন এক ফাঁকে কেবিন থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ম্যাকরেন। দরজাটা

মেলে ধরে দিনের উজ্জ্বল আলোকে আহ্বান করল সে। 'উঠে পড়ো, বাছারা! যাওয়ার সময় হয়েছে! জলদি!'

'মি. ম্যাকরেন,' ড্রাইভারের উদ্দেশে জানতে চাইল মারিয়া কিলকেনি। 'পশ্চিমমুখী একটা স্টেজ সকালেই আসার কথা, তাই না?'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে, যদি পথে কোথাও দেরি না হয়।'

আমার কাছ থেকে জিতে নেওয়া ছয়শো ডলার রয় জনসনের দিকে ঠেলে দিল মেয়েটি। চরম বিস্ময় নিয়ে টাকার দিকে তাকিয়ে আছে জনসন, তারপর একই রকম বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটির দিকে। 'আমি···এই টাকা কি আমাকে দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ। দেনা শোধ করছি। শোধ-বোধ হয়ে গেল আমাদের মধ্যে। অবশ্য বিনিময়ে বিয়ের চুক্তিপত্রটা পাওনা হয়েছে আমার।'

'মাথা খারাপ!' ঝট করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল জনসন। মারিয়ার দিকে এক পা এগোল সে, ওখানেই তাকে থামিয়ে দিলাম।

'ন্যায্য পাওনার চেয়েও বেশি পেয়েছ, জনসন। টেবিল থেকে টাকাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাও।'

ধীরে ধীরে নেমে গেল রয় জনসনের ডান হাত, হোলস্টারের উপর স্থির হলো। চোখ সরু হয়ে গেছে তার। 'ও আমার সঙ্গে যাবে! তোমরা কেউই আটকাতে পারবে না আমাকে!'

'না, সাহ্!' মৃদু স্বরে বলল জন। 'স্রেফ দর্শক হয়ে থাকবে তুমি। মিস্ কিলকেনির ওপর কোন দাবি নেই তোমার, যার সঙ্গে ইচ্ছে যাবে ও। একই স্টেজে অবশ্য তুমিও যেতে পারো, কিন্তু কোন ঝামেলা করতে পারবে না।'

ছোটখাট মানুষটির দিকে ফিরল জনসন, রাগে জ্বলছে দুই চোখ। কামরার সবচেয়ে নিরীহ মানুষটির উপর সমস্ত বিদ্বেষ আর আক্রোশ গিয়ে পড়েছে যেন। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই দরজার কাছ থেকে চাপা স্বরে সতর্ক করল ক্রেইগ ড্যুভাল। 'বাঁচতে চাইলে ওকে ঘাঁটিয়ো না, জনসন। ওর আরেকটা নাম জানো না তুমি, ও হচ্ছে ডক হলিডে!'

শূন্য, বোকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জনসন। বিন্দুমাত্র নড়েনি ডাক্তার, ডান হাতে কোটের ল্যাপেল সামান্য সরিয়ে দিয়েছে। ধূসর চোখে নির্লিপ্ত, সতর্ক দৃষ্টি।

নিজেকে সামলে নিল রয় জনসন, ঘুরে দরজার দিকে এগোল।

'জিম মেলেট, তুমি না জুয়া ছেড়ে দিয়েছিলে?' মারিয়ার স্বরে সংবিৎ

ফিরে পেলাম।

আমার চোখে চোখ রাখল মেয়েটি। আয়ত চোখে উজ্জ্বল চাহনি। 'হ্যাঁ···বহুদিন হলো, কয়েক বছর হবে···আজ রাতে আবার খেললাম।'

'আমার জন্যে জুয়া খেলেছ তুমি, তাই না?'

অজান্তে কান দুটো গরম হয়ে উঠল আমার। 'হ্যাঁ। হয়তো সত্যিই বোকা আমি।'

আজকের আগে, এ মুহূর্তটির আগে আমি জানতাম না একটি মেয়ের মুখ কতটা উজ্জ্বল হতে পারে, কিংবা সেই মুখে অব্যক্ত ভাষাও প্রকাশ পেতে পারে। 'বোকা নও তুমি,' স্মিত হেসে বলল ও। 'আগুনের পাশে বসেছিলাম যখন, সত্যিই মীন করেছি আমি–একটা পর্যায় পর্যন্ত।'

স্টেজের ঘড়ঘড় শব্দ কানে এল। মারিয়া কিলকেনির দিক থেকে চোখ সরাইনি আমি।

মৃদু রহস্যময় হাসি মেয়েটির ঠোঁটে, টেবিল থেকে তাসগুলো তুলে নিল ও। দক্ষ হাতে পাখার মত ছড়িয়ে দিল সব তাস, পরমুহূর্তে একত্রিত করে ফেলল। একহাতে ভাগ করল তাসগুলো, তারপর ধরিয়ে দিল আমার হাতে। 'কাটো!'

একটা টেক্কা পেলাম। আবার কাটলাম, আবারও–এবং প্রত্যেকবার টেক্কাটাই বেরিয়ে এল। সব তাস তুলে নিয়ে একত্রিত করল মারিয়া, শাফল করে টেবিলের উপর রাখল। কেটে একটা লাল রাজা পেল।

সবগুলো তাস তুলে নিয়ে টেক্কা আর রাজাটা খুঁটিয়ে দেখলাম। 'টেক্কাটা বেশি চকচকে, আর রাজাটা একেবারে নরম ও মসৃণ,' স্মিত হেসে বললাম। 'কাটার সময় সামান্য টোকা দিয়ে রাখলে অনায়াসে প্রতিবার রাজাটাকে বের করা সম্ভব। তাই করেছ তুমি। কিন্তু এই কৌশল শিখেছ কোত্থেকে?'

'পরে বলব,' আমার একটা হাত চেপে ধরল ও। 'জিম, নাচেজ টম টেনিসনের নাম শুনেছ কখনও?'

'নিশ্চই। ভাল মানুষ। কয়েকবার দেখা হয়েছে আমাদের, কিছু দিন একটা নৌ-বন্দরে কাজ করেছি আমরা।'

'টম টেনিসন আমার বাবা। আজকে যে ভেলকি দেখিয়েছি, বাবার কাছ থেকে শিখেছি। অবশ্য একটা নয়, বরং ওঁর কাছ থেকে শেখা দুটো বিদ্যা কাজে লাগিয়েছি।'

'দুটো?'

‘তাসের ব্যবহার আর···একটা পরামর্শ: সবসময় নিজের দেনা শোধ করতে হয়। রয় জনসনের কাছে ঋণী থাকতে চাইনি আমি, এমনকী তুমি ওর কাছ থেকে সব টাকা জিতে নিলেও নয়; এবং পোকার খেলায় জিতে নেওয়া মেয়েটিও হতে চাই না আমি।’

চেরোকী স্ট্রীপ আউট-ল, ক্রেইগ ড্যুভাল সপাটে চাপড় মারল নিজের ঊরুতে। ‘হায় রে! একেই বলে মেয়েমানুষ! কোন কিছুতেই হারতে চায় না এরা!’

পশ্চিমমুখী স্টেজ আসতে আরও দুই ঘণ্টা লাগবে···কিন্তু সময়টা মোটেই দীর্ঘ মনে হলো না আমাদের–আমার আর মারিয়ার কাছে।

লারেডো কিড

বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পরপরই সাউথ ফর্কে পৌঁছলাম আমরা। আসবার পথে ট্রেইলের আশপাশ থেকে প্রায় শ'খানেক গরু জড়ো করেছি। প্রতি বছর বসন্তের শেষদিকে এই ট্রেইল ধরে ক্যান্সাসে গরু নিয়ে যায় টেক্সাসের র‍্যাঞ্চাররা, কোন না কোন সময় মূল পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ওগুলো। বহুদিন ধরে পাহাড়সারির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল স্বাধীন ভাবে, ওগুলোকে রাউন্ড-আপ করা সত্যিই ঝামেলার কাজ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পশুগুলোর গায়ে মার্কা লাগিয়ে পশ্চিমে নিয়ে এসেছি আমরা।

বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে-মুছে যাওয়ায় চকচক করছে তৃণভূমির সবুজ ঘাসের গালিচা। গন্তব্যে পৌঁছতে পেরে আমরা যতটা না সন্তুষ্ট হয়েছি, সতেজ ঘাস পেয়ে গরুগুলোকে তারচেয়েও বেশি সন্তুষ্ট মনে হলো। ওগুলোর ভাব-চক্করে মনে হচ্ছে চেনা জায়গায়, বাড়িতে পৌঁছে গেছে। জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। উত্তর আর পুবে পাহাড়ের সারি, মাঝখানে কয়েকশো একর তৃণভূমি। ত্রিভুজাকৃতি জায়গাটার কোণ তৈরি হয়েছে দুই পাহাড়সারির সঙ্গমস্থলে, একটা ক্রীক আছে ওখানে। খরার মরসুমেও পানির অভাব হবে না। ক্রীকের পাড়ে নিজেদের বাড়ি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা—পাহাড়ের কোলে এবং নিচের তৃণভূমি থেকে কিছুটা উঁচুতে। আশপাশে প্রচুর সিডার, অ্যাসপেন আর পাইনের সারি। ছায়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জ্বালানিও পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে জায়গাটা ছোটখাট বাথান তৈরির জন্য অতুলনীয়—তিন দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা, প্রকৃতিই প্রতিরক্ষার দেয়াল তৈরি করেছে।

প্রথম দুই সপ্তাহে কেবিন তৈরির কাজে দিনের চোদ্দ ঘণ্টা কাজ করলাম আমরা। চারপাশের জঞ্জাল সরিয়ে একটা স্টেবল, পোল-করাল আর স্মোকহাউসও দাঁড় করিয়ে ফেললাম। সাথে পর্যাপ্ত সাপ্লাই নিয়ে এসেছি আমরা, তা ছাড়া এ ক'দিনে শিকারও মিলছে বেশ। কেবিন তৈরি শেষ হতে

হতে দেখা গেল জায়গাটার সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়েছে গরুগুলো, সতেজ ঘাস আর পর্যাপ্ত পানির কারণে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

প্রায় ছয় মাস একসঙ্গে রাইড করছি আমরা। পার্টনার হিসাবে কাউকে জানবার জন্য সময়টা হয়তো যথেষ্ট নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে না আমাদের, অন্তত আমার হয়নি। ট্যাপ হেনরি ত্রিশ পেরিয়েছে মাত্র, আর সাউথ ফর্কে আসবার দিন বাইশে পা রেখেছি আমি। ক্যান্সাসগামী ক্যাটল ড্রাইভের সময় দেখা ওর সাথে। ড্রাইভ শেষে টেক্সাসে আর ফিরে যাইনি কেউ, এখানেই নিজেদের ভাগ্য-যাচাই করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সাথে খুব বেশি টাকা ছিল না, সব মিলিয়ে হয়তো একশো ডলার হবে। দলছুট গরু যোগাড় করে বাথান করবার প্রস্তাবটা অবশ্য ট্যাপের মাথা থেকে বেরিয়েছিল। মূলধন ছাড়া ভাগ্যোন্বয়নের চেষ্টাটা শুরুতে হাস্যকর মনে হলেও এখন বরং উপভোগ্য মনে হচ্ছে। উঁহুঁ, মূলধন ছিল না বললে বোধহয় ভুল হবে–পরিশ্রম আর অফুরন্ত প্রেরণা ছিল আমাদের সঙ্গে।

ট্যাপ হেনরি কী ধরনের লোক, একসঙ্গে তিনটা দিন কাটানোর আগেই বুঝেছি আমি। ড্রাইভের শেষদিকে, ভাঁওতা দিয়ে কিছু গরু আদায় করবার জন্য এসেছিল ধান্ধাবাজ দু'জন রাইডার, কিছু কাগজপত্র দেখিয়েছিল ওরা। কিন্তু আমার বা ট্যাপ, কারও কাছেই আসল মনে হয়নি। ক্যান্সাসের কাছাকাছি চলে এসেছিলাম আমরা তখন এবং পালের সঙ্গে ট্রেইল বস্‌ও ছিল না, কিন্তু তার পরোয়া করেনি ট্যাপ। স্রেফ ওদেরকে কেটে পড়তে বলে সে। মিনিট দুই তর্ক করেছিল ওরা, খেপে গিয়ে পিস্তলের দিকে হাত বাড়ায় একজন। ট্রেইলের ওখানেই লোকটাকে কবর দিয়েছি আমরা।

ট্যাপের ধাতই এমন, বেপরোয়া লোককে উস্কে দিতে ওস্তাদ ও। ঝামেলার সম্ভাবনা দেখা দিলে শুরুর জন্য অপেক্ষা করে না, কিংবা পাশ কাটিয়েও যায় না। স্রেফ নিজেকে তার মধ্যে নিয়ে যায় ও, যতক্ষণ না ওটা আসে কিংবা বিদায় হয়। দেখে অবশ্য এতটা ভয়ঙ্কর মনে হয় না ওকে। মাঝারি উচ্চতা ওর, বলিষ্ঠ শরীর। নির্লিপ্ত মুখ আর চোখের পাশে কিছুটা কাঠিন্যও হয়তো কারও কারও চোখে পড়বে, কিন্তু এমনিতে নিতান্তই নিরীহ মানুষ মনে হবে ওকে।

টেক্সাসের বিগ বেন্ডে জন্ম হলেও দক্ষিণে সীমান্তের কাছাকাছি জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে আমার। ক্যান্সাসে গরু চালান দিয়ে ফিরবার পথে এক রাতে ক্যাম্পে কফি পান করছিলাম আমরা. দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ফিরে

যেতে ইচ্ছে করছিল না। 'রাই,' আমাকে বলেছিল ও। 'আমরাও তো এরকম একটা ড্রাইভে যেতে পারি! এই ট্রেইলে যাওয়া প্রতিটি আউটফিটই কিছু না কিছু গরু হারিয়েছে। ওগুলোকে রাউন্ড-আপ করতে পারলে এভাবে ড্রিফটার হয়ে থাকতে হবে না আর।'

'সত্যিই কি অত গরু আছে?'

'কয়েকশো তো হবেই। আসল কাজ হচ্ছে ওগুলোকে জড়ো করা। কাজটা কঠিন হবে।'

'পরিশ্রম করতে আপত্তি নেই আমার। একটা দারুণ জায়গার কথা জানি—ভাল ঘাস, প্রচুর পানি আর শিকার মিলবে ওখানে,' তারপর ওকে এ জায়গার কথা বলেছিলাম। শুনে পছন্দ হলো ওর। এরকম বিচ্ছিন্ন একটা জায়গা পছন্দ করবার অন্য কোন কারণ ওর থাকলেও জানা নেই আমার। কিন্তু আমার বেলায় যথেষ্ট কারণ আছে, এও জানতাম এখানে এলে হয়তো ঝামেলায় পড়তে হবে।

পরস্পরকে ভাল করে জানা ছাড়াও পাশাপাশি অনেকদিন কাজ করতে পারে দু'জন লোক, ট্যাপ আর আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। কয়েকবার কোমাঞ্চি আর সিয়ক্সদের বিরুদ্ধে লড়েছি আমরা। একসঙ্গে কাজ করেছি, দু'জনেই টপ হ্যান্ড এবং দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার মত লোক নই আমরা। পরস্পরের প্রতি এক ধরনের নীরব সমীহ বোধ করেছি, যদিও আমাদেরকে দেখে কেউই বলতে পারবে না আদৌ একজন আরেকজনকে পছন্দ করি কি-না।

সাউথ ফর্কে আসবার পর একমাস পেরুনোর আগেই জিম লুকাসের দেখা পেয়ে গেলাম। তাকে আশা করছিলাম, কারণ গত কয়েকদিনে বার-এলের প্রচুর গরু চোখে পড়েছে আমাদের জমিতে, এবং তার কিছু প্রথম দিকে নিজেদের এলাকা থেকে সরিয়েও দিয়েছিলাম। হয়তো ঝামেলা করতে আসেনি সে আজ, কারণ সাথে দেখলাম তার মেয়ে আছে। আর আছে লাল-চুলো এক কাউহ্যান্ড। লোকটার রোদপোড়া মুখ, দৃঢ় চোয়াল আর ধূসর চোখের শীতল দৃষ্টি বলে দিচ্ছিল প্রতিবেশীর বাড়িতে বেড়াতে আসেনি সে। পাঞ্চারের উরুতে নিচু করে বাঁধা জোড়া পিস্তল মনোযোগ কেড়ে নিল আমার।

জিম লুকাস মাঝারি সাইজের মানুষ, কিন্তু ভাবভঙ্গিতে মনে হবে নিজেকে এক টনেরও বেশি ওজনদার মনে করে সে। স্থির হয়ে স্যাডলে বসে আছে, এমন ভাবে চারপাশে দৃষ্টি চালাল যেন দারুণ খেপে আছে। বেটি

লুকাস এই বসন্তে আঠারোয় পড়েছে। স্লিম, কিন্তু পূর্ণ যুবতী বলা যাবে ওকে। রোদপোড়া কোমল ত্বক, সোনালী চুলে রোদের আলো ঝিকমিক খেলছে সারাক্ষণই। পুরুষ্টু লোভনীয় ঠোঁট, নীল চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি। ঘরে তৈরি জিন্স আর ছেলেদের শার্ট পরনে ওর, কিন্তু কোন ছেলেকেই বোধহয় ওই শার্ট পরলে এতটা পরিপূর্ণ লাগবে না।

কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে, রেডের চোখের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি থেকে চোখ সরাতে পারলাম না আমি। নিজের ঘোড়াকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল সে, ঝামেলা করার জন্যে তৈরি।

'হাউডি!' ক্রীকের একটা নালায় বাঁধ তৈরি করছিলাম আমি, উঠে দাঁড়িয়ে শুভেচ্ছা জানালাম। 'দূরে কোথাও যাচ্ছ?'

'ওটা আমারও প্রশ্ন,' শীতল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল জিম লুকাস। আমাকে হয়তো ওর বিপরীতে একটা স্প্রাউটের মত ছোট লাগছে, যদিও প্রায় ছ'ফুট উচ্চতা আমার, ছিপছিপে শরীর এবং কোঁকড়ানো চুলের জন্য কিছুটা কমবয়েসীই মনে হতে পারে। 'বার-এল আমার আউটফিট এবং এই জায়গা আমার রেঞ্জের অংশ।'

করাল থেকে বেরিয়ে এল ট্যাপ হেনরি। জিম লুকাসের উপর থেকে সরে গিয়ে রেডের উপর চলে গেল ওর দৃষ্টি, তারপর ফিরে এল বার-এল মালিকের উপর। একপাশে দাঁড়িয়ে আছি আমি। ট্যাপের উরুতে একটা কোল্ট শোভা পাচ্ছে, কিন্তু আমারটা ওয়েস্টবেল্টে গোঁজা। 'রাইড করছি না আমরা,' নিস্পৃহ সুরে বলল ট্যাপ। 'এখানেই থাকছি। এই ক্রীক থেকে পিলেডো পর্যন্ত পুরো জমি ক্লেইম করেছি।'

'দুঃখিত, বয়েজ'–লুকাসের আচরণ এখন পর্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হলেও কিছুটা শীতল শোনাল কণ্ঠ। 'এটা আমার রেঞ্জ এবং তোমাদেরকে এর কোন অংশ ছেড়ে দেয়ার পরিকল্পনা নেই আমার। তাছাড়া'–ট্যাপ হেনরির উপর থেকে ভুলেও চোখ সরাল না সে। 'তোমাদের ব্র্যান্ড দেখেছি আমি, পুরানো মার্কার ওপর নতুন মার্কা লাগানো হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রায় সবগুলো গরুর ক্ষেত্রে তাই করা হয়েছে।'

'কোনটার মধ্যে তোমার মার্কা পেয়েছ?' নির্লিপ্ত সুরে জানতে চাইল ট্যাপ। ওর সম্পর্কে জানি বলে একইসঙ্গে উদ্বিগ্ন ও বিস্মিত হলাম–খুব বেশি স্পর্শকাতর সে। ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি, এটাই একমাত্র ফাইট যেটাকে নিজের ঘাড়ে নিতে চাচ্ছে না ও। অস্বস্তি লাগলেও বরং খুশি হলাম আমি।

'না, দেখিনি,' স্বীকার করল লুকাস। 'কিন্তু কিছু আসে-যায় না তাতে। অন্যের মার্কার ওপর যারা মার্কা বসায়, তাদেরকে পছন্দ করি না আমরা।'

'বিশেষ কিছু বলতে চাচ্ছ তুমি?'

এখনও শান্ত ট্যাপ হেনরির স্বর, কিন্তু তারপরও প্রচ্ছন্ন হুমকির সুর রয়েছে ওর কণ্ঠে। জিম লুকাস যেন হঠাৎ করেই সচেতন হলো মেয়ে রয়েছে পাশে; এবং এই প্রথমবারের মত মনে হলো, উপলব্ধি করতে পারছে একটু ভিন্ন ধরনের মানুষের মুখোমুখি হয়েছে। 'বিশেষ কিছু নয়,' সতর্ক কণ্ঠে উত্তর দিল সে। 'রেঞ্জে বেখেয়ালী কোন আউটফিটের উপস্থিতি পছন্দ করি না আমরা এবং ছোট কোন আউটফিট এভাবে শুরু করুক তাও চাই না।'

যথেষ্ট ধৈর্য দেখাচ্ছে ট্যাপ, ও যে স্বভাবের মানুষ তাতে এই কথা বলতেই হয়। এতটা আমিও আশা করিনি। 'ওই গরুগুলো রাউন্ড-আপ করেছি আমরা,' শান্ত স্বরে ব্যাখ্যা দিল ও। 'ক্যান্সাসে চালান দেয়া গরুর পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পর ট্রেইলের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওগুলো। টেক্সাসের বড়সড় তিনটা আউটফিটের কাছ থেকে এসব গরু জড়ো করার অনুমতি নিয়েছি আমরা, নিঃশর্তে আমাদেরকে এই গরুগুলোর মালিকানা দিয়েছে ওরা। সব গরু জড়ো করতে পারিনি এখনও, তবে এভাবেই স্টক বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে আমাদের।'

'হতে পারে। কিন্তু অন্য কোথাও গিয়ে বাথান করো তোমরা। এই রেঞ্জ আমার। এখান থেকে চলে যাও।'

'হয়তো প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জায়গার দখল নিয়েছ তুমি?' বাতলে দেয়ার সুরে বলল ট্যাপ। 'এবং আমার ধারণা এই জমির ওপর আইনগত কোন অধিকার নেই তোমার। সরকার, জনসাধারণ বা ওপরঅলার সাথে কোন ডীড করেছ তুমি? স্রেফ ক্লেইম করেছ। নিজের জন্যে যথেষ্ট পেয়েছ তুমি, এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারো, মি. লুকাস। এই রেঞ্জে থাকব আমরা।'

'বস্,' মুখ খুলল রেড। 'এই ব্যাটাকে কোথায় যেন দেখেছি আমি।'

ট্যাপের মুখের অভিব্যক্তি না পাল্টালেও আমার মনে হলো ক্ষণিকের জন্যে কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল ওর রোদপোড়া মুখ। এদিকে উসখুস করছে বেটি লুকাস, বেশ কয়েকবার মনে হয়েছে বাপকে বাধা দিতে চাইছে মেয়েটা। সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে ওকে।

'প্রতিবেশী হতে পারি আমরা,' নির্লিপ্ত সুরে বলে গেল ট্যাপ। 'নিজেদের আউটফিট ছাড়া অন্য কিছুতে আগ্রহ নেই আমাদের। ছোট হলেও একটা স্টক দাঁড় করিয়েছি আমরা এবং তা ধরেও রাখব।'

জিম লুকাস মুখ খুলবার আগেই কথা বলল বেটি। আমার দিকে তাকিয়ে ছিল ও। মনে হচ্ছে অন্যরা আমার কথা স্রেফ ভুলে বসে আছে। 'শনিবার রাতে ভ্যান্টানায় নাচের আসর বসছে,' শান্ত স্বরে বলল বেটি। 'তোমরা দু'জন আসছ তো?'

ভ্রূকুটি করল জিম লুকাস, অধৈর্য ভাবে নড়েচড়ে বসল স্যাডলে। মুখ খুলতে যাচ্ছিল বোধহয়, আমার উপর পড়ল তার দৃষ্টি, মনে হলো যেন এই প্রথম দেখতে পেয়েছে। মুখ হাঁ হয়ে গেছে তার, কিন্তু চেপে গেল সে। যা বলতে চেয়েছিল বলা হলো না। কারণটা জানা নেই আমার, কিন্তু কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে।

'নিশ্চই,' উত্তরে বেটিকে বললাম আমি। 'খুশি হয়েই যাব। আমার পার্টনার যেমন বলেছে, সৎ এবং মিশুক প্রতিবেশী হতে চাই আমরা।'

নিজের ঘোড়া ঘুরাল লুকাস। 'এ নিয়ে আবার কথা বলব আমরা। পরে বোলো না যে তোমাদেরকে সতর্ক করা হয়নি!' বলার সময় ট্যাপের দিকে তাকাল সে, তারপর বেটির পাশাপাশি ফিরতি পথে এগোল।

দাঁড়িয়ে আছে রেড, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে ট্যাপকে। 'কোথায় দেখা হয়েছে আমাদের, বলো তো?'

'কখনোই দেখা হয়নি আমাদের,' সোজাসাপ্টা, কঠিন স্বরে বলল ট্যাপ। 'মনে করতে না পারলেই ভাল করবে তুমি!'

ট্যাপকে এভাবে হুমকি দিতে দেখিনি আমি। সাধারণত এই ঝামেলায় যায় না ও, স্রেফ উস্কে দেয় লোকটিকে।

কেবিনের দিকে এগোলাম আমরা। 'কখনও সিক্স-গান ঝুলিয়েছ, রাই? হয়তো জমির দখল রাখতে লড়তে হতে পারে আমাদের।'

'যদি ওরকম সময় আসেই'–ধোয়ার জন্য শার্ট খুলে ফেললাম আমি–'চিন্তা কোরো না। একেবারে শেষ পর্যন্ত আমাকে পাশে পাবে।'

'ওই মেয়েটা...' হঠাৎ মন্তব্য করল ও। 'অসাধারণ, তাই না?'

নিজের হৃদয়ে ক্ষরণ অনুভব করলাম আমি, কারণটা বোধগম্য হলো না।

*

শনিবার সকালে নাচের আসরের জন্য তৈরি হয়ে নিলাম আমরা। লম্বা পথ

পাড়ি দিতে হবে, সকাল সকাল রওনা হওয়াই ভাল। সেরা কাপড়গুলো পরেছি আমি—কালো সুট, ধূসর উলের শার্ট আর কালো হ্যাট। ট্যাপকেও এখন রীতিমত ভদ্রলোক মনে হচ্ছে। আমার ওপর চোখ পড়তে বিস্মিত দেখাল ওকে। 'সত্যি সুদর্শন ছেলে তুমি, রাই,' হেসে বলল ও। 'শহুরে লোক মনে হচ্ছে তোমাকে!' কিন্তু বলার সময় কিছুটা কাঠিন্য দেখা গেল ওর চোখে, যেন অস্বস্তিকর কিছু ভাবছে। 'সঙ্গে পিস্তল নিয়েছ তো? সাথে রাখলেই ভাল করবে।'

কোটের কিনারা সরিয়ে ওয়েস্টবেল্টে গোঁজা পিস্তলটা দেখালাম ওকে। .৪৪ রাশান কোল্টের শুধু বাঁটটাই দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে যথেষ্ট দ্রুত ড্র করতে পারি আমি। আরেকটা পিস্তল আছে সঙ্গে—শোল্ডার হোলস্টারে, কিন্তু সেটার কথা ওকে জানানোর কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না। বেন থম্পসনের কাছ থেকে এই পদ্ধতিটা শিখেছি আমি। বেনের যদি চোখের পলকে ড্র করতে অসুবিধে হয়ে না থাকে, আমারও হবে না।

পঁচিশ মাইল দূরে ভ্যান্টানা, কিন্তু সময়মতই পৌঁছলাম আমরা। স্কুল-ঘরে নাচের আসর বসেছে, শহরের একেবারে শেষদিকে। লিভারি স্টেবলে ঘোড়া দুটোর জন্য কর্নের ফরমাশ দিলাম আমি। অসন্তোষের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ট্যাপ। 'শুধু শুধুই টাকা খরচ,' চাঁছাছোলা স্বরে মন্তব্য করল ও।

'হয়তো, কিন্তু ঘোড়াগুলোকে তাজা রাখারও দরকার আছে। ফেরার সময় লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে, কে বলতে পারে হয়তো আমাদেরকে ছুটতেও হতে পারে। ধীর গতির ঘোড়া সহ্য হয় না আমার।'

চোখের মত, নীল রঙের একটা গাউন পরেছে বেটি। ও ছাড়াও আরও ছয়-সাতটি সুন্দরী মেয়ে আছে, কিন্তু কেউই ওর ধারে-কাছে যেতে পারবে না। গভীর কালো চোখের মার্গারিটাকেই যা কিছুটা আকর্ষণীয় মনে হলো। দূর থেকে আমার দিকে তাকাল ও, স্রেফ এমনিতেই, কিন্তু তারপর স্থির দৃষ্টিতে দেখল।

সময় নষ্ট করেনি ট্যাপ, বেটির দিকে এগিয়ে গেছে ও। দূর থেকে চোখাচোখি হলো বেটির সাথে, কিন্তু ট্যাপ আগে গেছে ওর কাছে এবং ট্যাপকে বিরক্ত করবার ইচ্ছে নেই আমার। মেক্স মেয়েটি অপেক্ষা করছিল, ওকে নিয়ে ড্যান্স ফ্লোরের দিকে এগোলাম। মেয়েটি নাচতে জানে বটে, নাচের সময় একেবারে হালকা মনে হচ্ছে ওর শরীর। দুই রাউন্ড পর আইরিশ এক মেয়ের সাথে নাচলাম। তারপর মার্গারিটার সাথে এক রাউন্ড।

কয়েকবারই বেটির কাছাকাছি হয়েছি নাচের সময়, চোখাচোখি হয়েছে আমাদের। ঠাণ্ডা মনে হচ্ছিল ওর চাহনি।

সন্ধের ঠিক শুরুতে বেটিকে পাশে পাওয়ার সুযোগ হলো আমার। 'ভুলে গেছ আমাকে?' তপ্ত, অসন্তুষ্ট স্বরে বলল ও। 'যদি এখনও মনে থাকে তোমার—আমিই তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।'

'আমার পার্টনারকেও নেমন্তন্ন করেছ তুমি, তা ছাড়া বেশ ব্যস্ত মনে হচ্ছিল তোমাকে, তাই বিরক্ত করতে চাইনি...'

'তোমাকে দেখেছি আমি,' তর্ক করল বেটি। 'মার্গারিটার সাথে নেচেছ।'

'ভাল নাচে ও, এবং সুন্দরী।'

'ওহ্, তাই মনে করো তুমি?' গ্রীবা উঁচু হয়ে গেল বেটি লুকাসের, চ্যালেঞ্জ দেখা গেল চোখে। 'হয়তো তুমি ভাবছ—!' বাদ্য শুরু হতে ওর কোমর চেপে ধরে ড্যান্স ফ্লোরের দিকে এগোলাম। যা বলতে চেয়েছিল, তা শেষ করবার কোন সুযোগই পেল না ও।

চারপাশে কেবল মেয়ে আর মেয়ে। কিন্তু বেটি ছাড়া আর কারও ব্যাপারে আগ্রহ হচ্ছে না। নাচের চেয়ে বরং পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যই উপভোগ করলাম আমরা। তারপর একসময় আবিষ্কার করলাম বারান্দায় চলে এসেছি, পাশাপাশি বসে আছি দু'জনে, রাতের আকাশের তারা গুনছি। এমন নয় যে তার একটা দরকার আমার।

'আমি চাই এখানেই থাকো তুমি,' হঠাৎ নীরবতা ভাঙল বেটি।

'কিন্তু তোমার বাবা চায় না,' বললাম আমি। 'যদিও থাকব বলেই এখানে এসেছি আমরা, এবং তাই করব।'

উদ্বেগ দেখা গেল মেয়েটির চোখে। 'বাবা হয়তো তোমাদেরকে তাড়ানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু শুধু ওকে দোষ দিতে পারবে না। বেসিনের বেশিরভাগ র‍্যাঞ্চারই বাবার মত ভাবে এবং এদের অনেকেই কঠিন, ভয়ঙ্কর মানুষ। যেমন চ্যাট বেলেস এবং জেরিটো। এদের সাথে হয়তো ঝামেলা হবে তোমার।'

'কে?' জানতে চাইলেও উত্তরটা জানা আছে আমার।

'জেরিটো জুয়ারেজ। বেলেজের ভাড়াটে গানম্যান। দক্ষ ভ্যাকুয়েরো ছিল একসময়, কিন্তু তারচেয়েও বড় ব্যাপার ঠাণ্ডা মাথার খুনী ও। বেলেসও একই ধরনের লোক। রেড কোরামকে দেখেছ তো, আমাদের পাঞ্চার? ওদের সাথে চলাফেরা করে রেড।'

জেরিটো জুয়ারেজের নাম ভুলবার কথা নয় আমার। নামটা শুনবার

সাথে সাথে অন্তস্তলে শীতল একটা অনুভূতি হলো। ঠিক ওই সময়ে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল ট্যাপ হেনরি। আমাদের দু'জনকে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর মুখের যে-অভিব্যক্তি হলো, দরজা পথে ছিটকে আসা আলোয় দেখলাম, তা দেখে খুশি হওয়ার কিছু নেই।

'তোমাকেই খুঁজছিলাম আমি, বেটি। নাচ তো প্রায় শেষ।'

'ওহ্, দুঃখিত। আমি বুঝতে পারিনি...'

এবার আমার দিকে তাকাল ট্যাপ। 'মনে হচ্ছে ঝামেলা হতে পারে, চোখ-কান খোলা রেখো, রাই।'

করালের দিক থেকে হালকা নুড়িপাথর গড়ানোর শব্দ কানে এল আমার। স্থির দাঁড়িয়ে থেকে শুনবার চেষ্টা করলাম, তারপর আঙিনা পেরিয়ে আমাদের ঘোড়াগুলোর দিকে এগোলাম। আবছা আঁধার চারপাশে। গাছের নীচে ঘন ছায়া। হঠাৎ করেই কয়েকজনের গলার আওয়াজ কানে এল।

'এখনই,' বলছে একজন। 'ওদের কেবিনে গিয়ে জিনিসপত্র তল্লাশি করে দেখো। আমি জানতে চাই আসলে ওরা কে। সতর্ক থেকো, ট্যাপ হেনরি সম্পর্কে আমার ধারণা ঠিক হয়ে থাকলে বলতেই হবে ওর নিশানা কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না এবং চোখের নিমেষে গুলি করে ও।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল আরেকজন, তারপর কয়েনের মৃদু ঝনঝন শব্দ হলো। আবছা অন্ধকারের মধ্যে তিনজন লোকের অস্পষ্ট অবয়ব চোখে পড়ছে।

'ফিরে আসার সময় কেবিনটা পুড়িয়ে দিয়ো,' বলল প্রথমজন।

ওই লোকটাকে চাই আমি, কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে ওরা। দু'জন নাচের আসরে ফিরে গেছে, এদেরকে অনুসরণ করলে অন্য লোকটি আমাদের কেবিন পুড়িয়ে দেবে। চটজলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। তৃতীয়জনকে অনুসরণ করলাম। নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল সে, কালো একটা রোয়ানের স্যাডলে যখন হাত রাখল, বাড়ি থেকে আসা আলোয় এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম লোকটাকে। হাফ-ব্রীড কিওয়া জনি, সবার সন্দেহ রাসলিঙে জড়িত আছে সে।

'কোথাও যাচ্ছ না তুমি, জনি। গানবেল্ট খুলে ফেলে দাও। খুব সাবধান!'

স্থির দাঁড়িয়ে থাকল সে, ধীরে ধীরে ঘুরল আমার দিকে। মুখ দেখতে না

পেলেও আবছা আঁধারের মধ্যে আমার কাঠামো হয়তো অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছে। দেহের পাশে শিথিল ভাবে পড়ে থাকা হাতজোড়া অনায়াসে চোখে পড়ছে ওর, ওখানে কোন বন্দুক নেই, আসলে দৃষ্টিতে গোচর হয় এমন কোন জায়গায়ই কোন অস্ত্র নেই। হয়তো ও ভেবেছে প্রতিপক্ষ নিরস্ত্র থাকলেই জুয়া খেলা অনেক বেশি নিরাপদ। নিজের হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল সে।

মাত্র একটা গুলি করলাম, ধুলোমাখা করালের মেঝেয় পড়ে থাকল কিওয়া জনি। শোরগোল উঠল নাচের আসরে।

ড্যান্স হলের দিকে এগোলাম আমি, চলবার পথে টোটা ভরে নিলাম কোল্টে। আর কোন লোক কিংবা কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার ইচ্ছে নেই। একটু আগে বেটির সাথে বারান্দায় যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ওখানেই ফিরে এলাম। দরজার কাছে লোকজনের ভিড়, ড্যান্স ফ্লোরের দিকে সবার নজর। এদের একজন মার্গারিটা। ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, আলতো হাতে মেয়েটার কাঁধ স্পর্শ করে ফ্লোরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

মার্গারিটা ঠিকই আঁচ করেছে কোথাও একটা ভজকট হয়েছে। দ্রুত পা ফেলছে ও, তাল মেলাতে খেই হারিয়ে ফেলছি প্রায়ই। তারপর হঠাৎ বাজনা থেমে গেল। চারপাশে তাকাতে ফ্লোরের মাঝখানে শেরিফ ফ্রেড টেটলির সাথে জিম লুকাসকে দেখতে পেলাম।

'কিওয়া জনি খুন হয়েছে একটু আগে,' বলল শেরিফ। 'মনে হচ্ছে সমান সুযোগ পেয়েছে সে। কে করেছে কাজটা?'

বেটির সাথে নাচছে ট্যাপ হেনরি। ওর উদ্দেশে ভ্রূকুটি করল রেড কোয়ার। ট্যাপ দৃষ্টি সরিয়ে নিতে বিস্মিত দেখাল বার-এল পাঞ্চারকে। পরক্ষণে আমার উপর বিদ্ধ হলো তার ধূসর চোখজোড়া।

'বহুদিনের পাওনা বুঝে নিয়েছে জনি,' আমার কাছাকাছি দাঁড়ানো মাঝবয়েসী এক লোক বলল। 'হয়তো এখন থেকে আর অত গরু হারাব না আমরা।'

'কে মেরেছে ওকে?' অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল টেটলি। 'যেই হও, কথা বলো। শুধু নিয়ম পালনের জন্যেই জানতে চাইছি, রেকর্ড রাখতে হবে আমাকে।'

কিন্তু নীরব থাকবার এরচেয়ে বড় কারণ আছে আমার, তাই চেপে গেলাম।

শেরিফের কাঁধে একটা হাত রাখল জিম লুকাস। 'ঘটনাটা বরং ভুলেই

যাও, ফ্রেড। সমান সুযোগ পেয়েছিল সে। যে-ই গুলি করুক না কেন, সত্যিই দারুণ নিশানা লোকটার। মাত্র একটা শট, কিন্তু এরকম আবছা অন্ধকারের মধ্যেও ঠিক হৃৎপিণ্ডে লাগাতে পেরেছে!' বলবার সময় দীর্ঘক্ষণ ট্যাপ হেনরির উপর লেগে থাকল তার দৃষ্টি, তারপর ক্ষণিকের জন্য সরে এল আমার মুখে।

দু'হাত আমার কাঁধে রেখে দাঁড়িয়ে আছে মার্গারিটা, অনুভব করলাম আঙুলগুলো চেপে বসেছে। চোখাচোখি হলো ওর সাথে। 'তুমি, তাই না?' নিচু স্বরে জানতে চাইল মেয়েটা।

মেয়েটিকে বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আমার। ফ্লোরের একপাশে সরে এলাম আমরা। 'হ্যাঁ। সবাইকে এখনই না জানানোর যথেষ্ট কারণ আছে। সমান সুযোগ পেয়েছে লোকটা, ওকে গানবেল্ট ফেলে দিতে বলেছিলাম আমি।' রেড কোমারের নাম উল্লেখ না করেই একটু আগে শোনা কথাগুলো জানালাম ওকে।

কোন প্রশ্ন ছাড়াই শুনে গেল মার্গারিটা। এখানকার সবাই জানে আমাদেরকে সাউথ ফর্ক থেকে তাড়ানোর সব ধরনের চেষ্টাই করা হবে, তাই আমার গল্পে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কিছু কিছু মহিলা আছে গোপন কথা চেপে রাখতে জানে, মার্গারিটাকে ঠিক ওরকম মেয়ে মনে হয়েছে আমার।

এখানে টিকে থাকা সহজ হবে না, জানি আমি। শুধু জিম লুকাস হলে সমস্যা ছিল না। সবচেয়ে বড় স্টকের মালিক সে, আমাদের দক্ষিণে বাথানটা। অভিযোগ করবার অধিকার তার ষোলোআনা থাকলেও চ্যাট বেলেসকেই বেশি আগ্রহী মনে হলো। লোকটা সম্পর্কে বেশ কিছু কথা কানে এসেছে, মার্শাল টেটলি বা আইনের উপর প্রভাব আছে বেলেসের, অন্তত প্রভাব খাটানোর চেষ্টায় তার ক্লান্তি নেই।

'ডুয়েলটা দেখেছ নাকি?' নাচ শেষে আমার কাছে এল ট্যাপ, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করল না ও। 'উচিত সাজা হয়েছে লোকটার। কিন্তু কাজটা করল কে! ওরকম শুটিং বোধহয় শুধু ওয়েস হারডিন বা লারেডো কিডের পক্ষেই সম্ভব। শুনেছ কিছু?'

'নাহ্, কেবল ওকে পড়ে যেতে দেখলাম। মনে হচ্ছে কাউকে ড্রাই-গাল্‌শ করার জন্যে বা কারও কেবিন পুড়িয়ে দেওয়ার মত উপযুক্ত ভাড়াটে লোক ও।'

ঝট করে আমার দিকে তাকাল ট্যাপ, কিন্তু ও কিছু বলার আগেই আমাদের দিকে ছুটে এল বেটি লুকাস।

'তোমাদের বোধহয় চলে যাওয়া উচিত!' ফিসফিস করে বলল ও। 'লোকজন উল্টাপাল্টা আলাপ করছে, আমার মনে হয় কয়েকজন ঝামেলা পাকাতে পারে।' আমাদের দু'জনের উদ্দেশে বললেও আমার দিকে তাকিয়ে আছে বেটি। উদ্বেগ আর আশঙ্কা ওর চোখে।

পায়ের ভর বদল করল ট্যাপ। 'কি করতে বলো আমাদের?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ও। 'ছুট লাগাব?'

'নিশ্চই না!' প্রতিবাদ করল বেটি। 'বাবার সাথে কথা বলব আমি, তার আগে যদি ঝামেলা এড়িয়ে যাও তোমরা, তাতে তো ক্ষতি নেই।'

'ঠিকই বলেছে ও, ট্যাপ। চলো, যাওয়া যাক।'

'তুমি যদি পালিয়ে যেতে চাও'–অধৈর্য, তীক্ষ্ণ সুরে বলল ট্যাপ, এর আগে কখনোই এভাবে আমার সাথে কথা বলেনি ও–'কেউ বাধা দিচ্ছে না তোমাকে! যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো। কিন্তু আমার মতে ওদের মুখোমুখি হওয়াই উচিত, দেখিয়ে দেয়া উচিত চাইলেই কাউকে তাড়ানো যায় না!'

ট্যাপ হেনরির চোখে অবজ্ঞা দেখেও গ্রাহ্য করলাম না। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে উত্তর দিলাম: 'ওভাবে আমার সাথে কথা বোলো না, ট্যাপ। যদি লড়াই করতেই হয়, তৈরি আছি আমি। আমি শুধু বেটিকে একটা সুযোগ দিতে চাইছি। একবার লড়াই বেধে গেলে কিন্তু আর কোন সুযোগ থাকবে না।'

দরজার দিকে চোখ গেল আমার, দু'জন লোক ঢুকে পড়েছে কামরায়। পেছনে আরও কয়েকজন। লাফিয়ে উঠল আমার কল্জে, ট্যাপের বাহু খামচে ধরলাম। 'জলদি বেরোও! চ্যাট বেলেস আর জেরিটো জুয়ারেজ ওই দু'জন!'

শীর্ণদেহী ওই লোকটাকে দেখে ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

বেটির সাথে চোখাচোখি হলো আমার, বিস্ময় ওর চোখে। অবহেলার সাথে নিজের কাঁধ থেকে আমার হাত নামিয়ে দিল ট্যাপ, এমন ভাবে তাকাল যেন ভীতু কাউকে দেখছে। 'ঠিক আছে,' অসন্তোষের সাথে বলল ও। 'চলো, যাওয়া যাক! একা ওদের সাথে লড়তে পারব না আমি!'

লোকজন আমার সম্পর্কে কি ভাবছে জানি আমি, কিন্তু এখানে এই ভিড়ের মধ্যে বেলেস আর জেরিটোর মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে নেই আমার। জেরিটোকে চিনি, জানি আমাকে দেখতে পেলে কি প্রতিক্রিয়া হবে ওর। লোকজনের উপস্থিতি গ্রাহ্য করবে না সে, গোলাগুলি হলে নিরীহ লোকজন

হতাহত হতে পারে তা-ও ভাববে না।

রেটিকে বিদায় জানাতে উদ্যত হতে দেখলাম মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ও, আলগোছে আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে নিজের হাত। শ্রাগ করে ট্যাপ হেনরিকে অনুসরণ করে দরজার দিকে এগোলাম।

ফিরবার পথে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না ট্যাপ, এমনকি পরদিন দুপুর পর্যন্ত নীরব থাকল। 'বেটির কাছ থেকে দূরে থেকো,' লাঞ্চ করবার সময় গম্ভীর স্বরে বলল ও। 'আমার মেয়েমানুষ ও।'

'উঁহুঁ, মানতে পারলাম না,' শান্ত স্বরে জবাব দিলাম। 'তোমাকে কথা দেয়নি ও, আসলে কাউকেই দেয়নি। যদ্দিন না কারও সাথে আংটি বিনিময় হচ্ছে ওর, তোমার মতই লেগে থাকব আমি।

'নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বা ঝামেলা হোক চাই না আমি,' শেষে যোগ করলাম। 'বহু পথ একসঙ্গে পাড়ি দিয়েছি আমরা। এখানে নিজেদের ভাগ্য গড়তে এসেছি, হয়তো কিছু ঝামেলাও সামনে আছে। টিকে থাকতে পারলে ভাল একটা বাথান গড়তে পারব আমরা।'

'গতরাতের ব্যাপারে কী বলবে?' শীতল হয়ে এল ট্যাপের কণ্ঠ। 'স্রেফ পালিয়ে এসেছ তুমি!'

'ঘর ভরা মহিলা আর বাচ্চাদের মধ্যে গোলাগুলি করতে ভাল লাগত তোমার? তাছাড়া এতে আসল কাজও হত না। শুধু লড়াই করে সব কিছু অর্জন করা যায় না। সাহস আর পিস্তল আছে এমন যে-কেউ লড়তে পারে। কিন্তু আসল কাজ হচ্ছে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করা।'

'মানে?'

শীতল দৃষ্টিতে আমাকে জরিপ করছে ট্যাপ। বুঝতে পারলাম এই প্রথম আমাকে গোণার মধ্যে ধরছে সে। হয়তো ওর বিবেচনায় কখনোই পাত্তা পাওয়ার মত লোক ছিলাম না আমি।

'কখন লড়াই করব, আমরাই ঠিক করে নেব–নিজেদের সুবিধামত,' বললাম। 'চেষ্টা করলে হয়তো ওদের সবাইকে হটিয়ে দিতে পারব, কিন্তু আমরা কতটা টাফ লোক তা দেখিয়ে আসল কাজ হবে না। প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার আগে নিজেদের অসুবিধাগুলো যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে।'

'হয়তো ঠিকই বলেছ তুমি,' মুখে বললেও ট্যাপের চোখ দেখে মনে হলো স্বীকার করতে বাধছে ওর। 'স্রেফ দুর্ঘটনাবশত গানফাইটে একটা বাচ্চাকে গুলি করেছিল এক লোক, পরে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখেছি

লোকটাকে।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে নিরীখ করল ট্যাপ। 'হয়তো ওই তিনজনকে ভয় পেয়েছ তুমি।'

কফি পান করবার ফাঁকে কথা হচ্ছিল, কাপের উপর দিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমরা। ধীরে ধীরে অসন্তোষ জন্ম নিচ্ছে আমার মধ্যে, কিন্তু ক্ষোভ বা অসন্তোষ চাপা দিয়ে রাখলাম। 'ভয় পাইনি আমি,' শান্ত স্বরে বললাম ওকে। 'শোনো, ট্যাপ, ওদের সম্পর্কে হয়তো জানা নেই তোমার। শুধু চ্যাট বেলেসই আটটা ফেয়ার ডুয়েলে জিতেছে। সনোরার ওদিকে তারচেয়ে দ্বিগুণ মানুষ মেরেছে জেরিটো। ও একটা বিষাক্ত কয়োট, ওকে যদি আমরা মারতেও পারি, নিশ্চিত থাকতে পারো দু'একটা বুলেট আমাদের শরীরেও ঢুকবে।'

'তুমি যেভাবে বলছ ওদেরকে এতটা টাফ মনে হচ্ছে না আমার,' বিড়বিড় করল ট্যাপ, তারপর সহসাই আমার চোখে চোখ রাখল, কঠিন চাহনিতে বিদ্ধ করবার চেষ্টা করল আমাকে। 'ওদের সম্পর্কে এত কিছু জানলে কিভাবে?'

'বেলেস মিসৌরির লোক,' সতর্ক কণ্ঠে বললাম। 'কুখ্যাত ইয়োঙার ভাইদের সাথে চলাফেরা করত একসময়, পরে ঈগল পাসে স্থির হয় ও। আর জেরিটো সম্পর্কে সনোরার প্রত্যেকটা লোকই জানে।'

*

কোন ঝামেলা ছাড়াই চলে গেল পরের কয়েকটা দিন। খুবই কম কথা হলো আমাদের মধ্যে, নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া মুখ খুললাম না কেউ। ট্যাপ আমার সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে বিরক্তি লাগল।

চতুর্থ দিন বিকেলে কাজ সেরে এসে যখন স্টিলডাস্ট থেকে স্যাডল নামাচ্ছি, দূরে ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল। এই বুনো দেশে বিপদ সম্পর্কে আগাম সঙ্কেত পেতে হলে চোখ-কান সজাগ রাখতে হয়, নয়তো বেশি দিন বেঁচে থাকা অসম্ভব। 'ট্যাপ!' নিচু কিন্তু তীক্ষ্ণ স্বরে পার্টনারকে ডাকলাম আমি। 'কয়েকজন রাইডার আসছে।'

করালে কি যেন করছিল ও, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। 'নিশ্চিত শুনেছ?'

'হ্যাঁ।' করালের দরজার পাশে স্যাডল রাখবার জন্যে পোঁতা লগের দিকে স্যাডলটা ছুঁড়ে দিয়ে স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিলাম। দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখলাম ওটা। 'ওদেরকে আসতে দাও, আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যেয়ো না। দেখা যাক কি বলার আছে ওদের।'

করাল থেকে বেরিয়ে গেল ট্যাপ হেনরি।

একসঙ্গে আঙিনায় এসে দাঁড়াল ওরা। জিম লুকাসের সাথে এবার চ্যাট বেলেসও সামিল হয়েছে। দলটার মধ্যে জেরিটো নেই দেখে কিছুটা স্বস্তি বোধ করলাম। ইতোমধ্যে করালের ভেতরে চলে এসেছি আমি, ভেতরের আবছা অন্ধকারের মধ্যে আমাকে দেখতে পাবে না ওরা। মোট বারো জন। জিম লুকাস কথা বলার আগেই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল বেলেস।

'হেনরি!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল সে। 'তোমাকে সতর্ক করা হয়েছিল। জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। এই জায়গা পুড়িয়ে দেব আমরা।'

উত্তর দিতে অযথাই দেরি করল ট্যাপ হেনরি। কিন্তু দ্বিধা বা অনিশ্চয়তা নেই ওর কণ্ঠে। 'তাই?'

'এখানে কোন নেস্টরদের চাই না আমরা! একজন জুড়ে বসলে দলে দলে ছুটে আসবে অন্যরা। তোমার যা রেকর্ড, এ ধরনের লোককে থাকতে দিতে পারি না আমরা!'

'আমার রেকর্ড?' একটা ভুরু কোঁচকাল ট্যাপ। মানতেই হবে সাহস আছে ওর। এক পা আগে বাড়ল ও। 'কে বলল আমি–!'

'আমি!' মুখিয়ে উঠল রেড কোরাম। 'প্যানহ্যান্ডেলে টার্নারের দলে ছিলে তুমি।'

'নিশ্চই ছিলাম,' বুনো হাসি দেখা গেল ট্যাপের ঠোঁটে। 'কিন্তু ওই কাজ অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি। আমার তো মনে হয় না এখানে যত লোক আছে সারা জীবনে ঠিক গরুতেই মার্কা বসিয়েছে সবাই।'

'তাতে কিছু আসে-যায় না! হয় এখান থেকে ভাগবে নয়তো তোমাদের সাধের এই রেঞ্জেই কবর হবে তোমার!'

জিম লুকাসের দিকে ফিরল ট্যাপ। 'তুমিও কি তাই মনে করো, লুকাস?'

'খুন-খারাবির মধ্যে নেই আমি, কিন্তু…'

'কিন্তু আমি আছি!' রূঢ় স্বরে ঘোষণা করল বেলেস। 'হয় ওরা এখান থেকে ভাগবে, নয়তো লড়াই করে জায়গা করে নিতে হবে!'

বেলেস-বাহিনী আঙিনায় পৌঁছার আগে শেডের দিকে একবার তাকিয়েছিল ট্যাপ হেনরি, দরজায় আমাকে দেখতে পায়নি ও। তারপর আর ফিরেও তাকায়নি এদিকে। জানি ও ভাবছে সটকে পড়েছি আমি। নিঃশব্দে দুই পা এগিয়ে শেডের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। 'আমার জন্যেও কি একই শর্ত, চ্যাট?'

ঝট করে শেডের দিকে ফিরল সে। আমার হ্যাটটা নিচু করে পরা এবং একমাত্র অস্ত্র ওয়েস্টবেল্টে গোঁজা রাশান কোল্ট। দু'পা এগিয়ে ট্রেইলের মুখোমুখি দাঁড়ালাম, এবং আমার আর বেলেসের মধ্যে এমন একটা অবস্থান তৈরি করলাম যাতে বাড়তি সুবিধা না পায় সে। আমার দিকে ঘুরলে ট্যাপ হেনরির দিকে পাশ ফিরতে হবে তাকে। নিশ্চই অস্বস্তিকর অবস্থা।

'তুমি আবার কে?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল বেলেস, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বিশালদেহী মানুষ সে, চোয়ালের হাড় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ উঁচু। রোদপোড়া রঙ হলেও খোঁচা খোঁচা দাড়ির নীচে মুখটা ফ্যাকাসে দেখাল। নীল চোখে সাবধানী দৃষ্টি, চোখের কোণের ভাঁজগুলো গভীর দেখাচ্ছে।

'টাইলার আমার নাম, চ্যাট। রায়ান টাইলার। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল নামটা আগে কখনও শোনোনি। এবার চিনতে পেরেছ?' ট্যাপের দিকে না ফিরেই বললাম: 'ট্যাপ, সত্যিই যদি লড়াই চায় ওরা, তাহলে বেলেসকে চাই আমার।' নিচু স্বরে বললেও আমি নিশ্চিত কথাগুলো ওদেরও কানে গেছে।

কিছুটা হলেও বিহ্বল হয়ে পড়েছে ওরা। এখানে আমার পরিচয় অর্বাচীন এক তরুণ হিসাবে, স্থানীয় র‍্যাঞ্চারকে গানফাইটে চ্যালেঞ্জ করবার দুঃসাহস থমকে দিয়েছে ওদেরকে। স্রেফ স্থির হয়ে স্যাডলে বসে আছে ওরা, উপযুক্ত উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না কেউ।

'মি. লুকাস, আমার ধারণা বোকা নও তুমি,' বললাম আমি। 'বড় একটা বাথান আছে তোমার, আর আছে বেটি, কিন্তু কোন ছেলে নেই। এখানে যদি কোন গোলাগুলি হয় আজ, তাহলে তুমি বা বেলেসই মরবে আগে।' ভাপসা গরম পড়ছে, আকাশে মেঘের আনাগোনা; বৃষ্টি হবে বোধহয়। অস্বস্তিকর আবহাওয়া। সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোর অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দিলাম আমি। 'যতক্ষণ না স্বেচ্ছায় এই জায়গা ছাড়ছি, কেউ তাড়াতে পারবে না আমাকে। তোমরা যদি লড়াই চাও, শুরু করতে পারো। আমাদেরকে যদি গোর দিতেই চাও, নিজেদের মাথাগুলোও হিসেবের মধ্যে রেখো।'

প্রতিপক্ষের মত ট্যাপ হেনরিও বিস্মিত হয়েছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এবং এই বিস্ময়ই থামাল লোকগুলোকে, অন্য কিছু নয়। চমকটা বেশিক্ষণ থাকবে না অবশ্য, জানা আছে আমার। কয়েক পা এগিয়ে ওদের কাছ থেকে বিশ হাত দূরে থামলাম, সবার উপর নজর চালিয়ে শেষে বেলেসের উপর

স্থির হলো আমার দৃষ্টি। 'স্যাডল ছেড়ে নামছ না কেন, চ্যাট? দাঁড়ানো অবস্থায় ড্র করতে সুবিধে হবে তোমার। প্রথম শটটা মিস্ করতে চাও না নিশ্চই? ওটা যদি মিস্ করো দ্বিতীয় সুযোগ কখনও পাবে না।

'আমাদের কেবিন পুড়িয়ে দিতে এসেছ তুমি। স্যাডল ছেড়ে নেমে এসে শুরু করছ না কেন? তোমার বন্ধু, কিওয়া জনির মত চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে পারছ না?' স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে বেলেস, ধীর গতিতে স্টিরাপ থেকে একটা পা মুক্ত করল। 'এই তো, আসল কাজ শুরু করেছ। নেমে এসো। জমিনের ওপর তোমাকে চাই আমি, যেখানে ভূপতিত হলে বেশি দূরে পড়তে হবে না তোমাকে। এই লোকটি'-নিচু স্বরে ট্যাপের উদ্দেশে যোগ করলাম-'আমাদের কেবিন পুড়িয়ে দেয়ার জন্যে টাকা দিয়েছিল কিওয়া জনিকে। ওদের আলাপের প্রত্যেকটা কথা শুনেছি। গানবেল্ট ফেলে দেয়ার জন্যে জনিকে বলেছিলাম আমি এবং ওকে হয়তো কথাও বলাতে পারতাম, কিন্তু সুযোগ নেয়াই ঠিক করল ও। তুমিও কি ওর মত সুযোগ নিতে চাও, চ্যাট?'

'তুমিই জনিকে মেরেছ?' জানতে চাইল জিম লুকাস, আমার উপর স্থির হয়ে আছে চোখ। 'ফাস্টগান বলে ওকে জানত সবাই।'

'তাই?' জিম লুকাসের অবজ্ঞা গায়ে মাখলাম না। 'কিন্তু ওকে অতটা ফাস্ট মনে হয়নি আমার।' ঘুণাক্ষরেও বেলেসের উপর থেকে চোখ সরাইনি। 'কি হলো, চ্যাট, সাহস হারিয়ে ফেলেছ নাকি? নেমে এসো!'

দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে চ্যাট বেলেস। দুই বছর পর আমাকে দেখছে ও, এই সময়ে এক ইঞ্চি উচ্চতা বেড়েছে, আরও চওড়া হয়েছে আমার কাঁধ দুটো। হ্যাটের ব্রিমের ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে আমার মুখ, এবং শুধু ঠোঁট আর চিবুকই দেখতে পাচ্ছে বেলেস। স্মৃতির পাতায় সাড়া জাগানোর জন্যে হয়তো ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল এবং পিস্তলে চালু হলেও জুয়াড়ী নয় চ্যাট বেলেস। পরিস্থিতিটা পছন্দ হচ্ছে না তার। জেরিটো বা রেড কোরাম সাথে থাকলে হয়তো চান্স নিত, কিন্তু সে জানে রেড পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালেই খুন হয়ে যাবে ট্যাপ হেনরির হাতে। সুতরাং রেডের সাহায্য সে পাচ্ছে না।

'মি. লুকাস, এরচেয়ে ভাল লোকের সাথে চলাফেরা করতে পারো তুমি। ঘোড়া থেকে নামেনি বেলেস, আসলে ওরকম ইচ্ছেই নেই ওর। হয়তো আরও কিছু দিন বাঁচবার জন্যে আকুতি করছে ওর মন। ব্যাপারটাকে এভাবে দেখতে পারো তোমরা-ট্যাপ আর আমার, দু'জনেরই এ জায়গাটা পছন্দ খুব। থাকবার জন্যেই এসেছি আমরা। গরু চরাব, বাজারে গিয়ে বেচব, কিন্তু

সৎ ভাবে থাকতে চাই। তোমার যখন ইচ্ছে আসতে পারো এখানে, মি. লুকাস, যদি উদ্দেশ্য সৎ থাকে। কিন্তু বেলেস বা ওর ঝামেলাবাজ আউটফিটের বেলায় এ কথা বলতে পারছি না।'

সূক্ষ্ম ঘাম দেখা গেল চ্যাট বেলেসের কপালে, কপালের পাশে দপদপ করছে একটা শিরা। ধীর গতিতে স্টিরাপে পা চালান করে দিল সে। চোরা চাহনিতে তাকে দেখল জিম লুকাস, আড়ষ্ট হয়ে গেল চোয়াল। 'চলো, ফিরে যাই!' বলে ঘোড়া ঘুরাল বার-এল মালিক, আর কোন কথা না বলে ফিরতি পথে এগোল।

কেবল রেড কোরামই ফিরে তাকাল। বিষদৃষ্টি হানল ট্যাপ হেনরির উদ্দেশে। 'শহরে দেখা হবে তোমার সাথে!'

'যে-কোন সময়, রেড! যে-কোন জায়গায়!' পেছন থেকে বলল ট্যাপ, তাচ্ছিল্য ওর কণ্ঠে।

ছুটন্ত ঘোড়সওয়ারদের অবয়ব দিগন্তের ওপাশে মিলিয়ে যেতে আমার দিকে ঘুরল ট্যাপ। অনুসন্ধানী হয়ে উঠেছে ওর দৃষ্টি। 'কঠিন খেলা খেলছিলে তুমি, বাছা। বেলেস যদি ড্র করত?'

'হয়তো মারা যেত ও,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বললাম। 'কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম ড্র করবে না সে। বেলেসের মধ্যে অদৃষ্টবাদ বলতে কিছু নেই—ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে না ও, নিশ্চিত জেনে তবেই ড্র করে। এমন নয় যে নিশানা খারাপ ওর কিংবা শ্লথ, সত্যিই দারুণ ক্ষিপ্র ও!' করালে এসে দরজার পাশ থেকে রাইফেল তুলে নিলাম। 'ওহ্, দারুণ খিদে পেয়েছে!' প্রসঙ্গটাকে আর বাড়তে দিলাম না, ওখানেই শেষ হয়ে গেল।

ট্যাপ কি ভেবেছে, জানা নেই আমার। জানার ইচ্ছেও নেই। পরের কয়েকদিনে খেয়াল করলাম আমাকে নিরীখ করছে ও, মনে মনে আমার ক্ষমতার দৌড় বিবেচনা করে দেখছে। ওই রাতে সাপারের পর ঘোড়ায় সাজ পরাল সে। জানি কোথায় যাচ্ছে। বেটি লুকাসের সাথে দেখা করবে।

চিন্তাটা আমাকে আহত করলেও চেপে গেলাম। কিছুই করবার নেই আমার। ট্যাপের ধারণা মার্গারিটার ব্যাপারে আগ্রহী আমি, কিন্তু আসলে তা নয়। ওকে বরং বন্ধু বলা যাবে। এক ভ্যাকুয়েরোকে পছন্দ করে ও, ওর বাবার হয়ে কাজ করে লোকটা। যদিও সেদিন নাচের আসরে পরস্পরের সঙ্গ সত্যিই উপভোগ করেছি আমরা।

একটা ব্যাপারে নিশ্চিত আমি—জেরিটোর সাথে কথা বলবে চ্যাট

বেলেস, তারপর আমাকে শিকার করবার উদ্দেশে এখানে আসবে। আমাকে ঘৃণা করবার যথেষ্ট কারণ আছে জেরিটো জুয়ারেজের। লারেডো কিড হিসাবে আমাকে ঠিকই চিনতে পারবে ও।

কোন দিনই পিস্তলবাজ হিসাবে নাম কামানোর ইচ্ছে ছিল না আমার, কসম করে বলতে পারি। ষোলো বছরের কোন তরুণ হয়তো নিজের সামর্থ্য নিয়ে সন্দেহে ভুগতে পারে, কিন্তু আমার বেলায় তা হয়নি। ওই বয়সে টেক্সাসের এক বাথানে কাজ করার সময় এড কীনারের সাথে আমার জীবনের প্রথম শো-ডাউন হয়। ফোরম্যান ছিল লোকটা। অযথাই লেগে থাকত আমার পেছনে, আমাকে বোধহয় ধোলাই দেওয়ার ইচ্ছে ছিল ওর। ব্যাটাকে আচ্ছামত পেটালাম, কিন্তু তখনও খায়েশ মেটেনি ওর। পিস্তলে হাত দিল সে, কোত্থেকে কি ঘটেছিল ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু সেকেন্ড কয়েক পর ওকে দশ হাত দূরে পড়ে থাকতে দেখলাম আর আমার হাতে ছিল ধূমায়মান কোল্ট।

কীনারের তিন ভাইকে এড়াতে ওই তল্লাট ছাড়তেই হলো। কিন্তু পিছু ছাড়েনি ওরা। লারেডোতে আমাকে কোণঠাসা করে ফেলল দু'জন। এদের একজন আর কখনও লারেডো ছাড়তে পারেনি, মরার আগে তিন মাস বিছানায় পড়ে ছিল অন্যজন। পরে মেক্সিকোয় চলে গেলাম আমি, ভাড়াটে কাউহ্যান্ড হিসেবে কাজ করতাম। এল পাসোতে আমার হাতে মারা যায় জেরিটোর ভাই। ততদিনে আমাকে আরেক বিলি দ্য কিড হিসাবে তুলনা করতে শুরু করে লোকজন। লারেডো থেকে উত্থান বলে আমাকে 'লারেডো' বলে সম্বোধন করে লোকজন, কিন্তু কয়েক বছর লারেডোর ধারে-কাছেও যাইনি আমি। অবশ্য পরে ওখানেই তৃতীয় কীনারের মোকাবিলা করেছি, ভাইদের পাশে বুট হিলে জায়গায় হয়েছে ওর।

এরপর প্রায় ভবঘুরের মত কেটে গেছে আমার। কোমাঞ্চি ছাড়া আর কাউকে খুন করতে হয়নি। ফোর্ট গ্রিফিনে এক অসৎ শেরিফকে মেরেছিলাম, ডুয়ান'স ক্রসিংয়ে পিটিয়েছিলাম আরেকজনকে। রেডরকের গোল্ড রাশের সময় খুন করতে হলো তিনজনকে। আমাকে নিয়ে যখন কথা শুরু হলো ততক্ষণে কেটে পড়েছি, বেশিরভাগ লোকই জানে না রায়ান টাইলারই লারেডো কিড।

কেবল চ্যাট বেলেসই জানে, কারণ কীনারদের সাথে লড়াই করবার সময় আশপাশে ছিল ও। আর জানে জেরিটো জুয়ারেজ।

রেডরকের ওই ঘটনার পর কোমরে পিস্তল বহন করা বন্ধ করে দেই

আমি, যে-কোন ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। এজন্যই এ জায়গার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু চাইলেই কি সব পাওয়া যায়?

*

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, প্রায় মাঝ রাতে ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। বাঙ্ক থেকে নামবার আগেই হাত বাড়িয়ে রাইফেল তুলে নিলাম। ততক্ষণে আঙিনায় এসে পড়েছে ঘোড়সওয়ার, অধৈর্য স্বরে ডাকছে। স্বরটা বিস্মিত করল আমাকে। বেটি লুকাস!

'রাই! জলদি এসো! সন্ধেয় লন ক্যানারিকে মেরে ফেলেছে ট্যাপ, খুনের অভিযোগে ওকে আটক করেছে ভ্যান্টানার লোকজন। রাতের মধ্যে ফাঁসি দেবে ওকে!'

আমার চেয়ে দ্রুত আর কেউ কাপড় পরতে পারে কি-না জানা নেই আমার, কিন্তু খেয়াল করলাম একটু বেশি সময়ই লাগছে এখন। আশঙ্কায় হাত-পা কাঁপছে। স্যাডলব্যাগ থেকে জোড়া পিস্তল আর হোলস্টার বের করলাম। কোমরে বেল্ট জড়িয়ে রাশান কোল্টটা ওয়েস্টবেল্ডে গুঁজে রাখলাম। তারপর করালের দিকে ছুটলাম। কিন্তু আগেই কাজ সংক্ষিপ্ত করে রেখেছে বেটি, আমার ঘোড়াটাকে স্যাডল পরিয়ে ফেলেছে। সুতরাং আমাকে শুধু স্যাডলে চেপে বসতে হলো।

'আসার আগে কোর্ট হাউসের কাছে দেখেছি লোকগুলোকে!' চিৎকার করে জানাল বেটি। 'জলদি যেতে হবে!'

জীবনে এরচেয়ে জোরে ঘোড়া ছুটাইনি। স্টিলডাস্টটাও যেন আমার তাড়া বুঝতে পেরেছে। পাখাঅলা চিতার মত ক্ষিপ্র বেগে ছুটতে থাকল ওটা। মিনিট চল্লিশের মধ্যে দূর থেকে ভ্যান্টানার আলো চোখে পড়ল। রাস্তায় একটা বিন্দুর চারপাশে কিছু আলো দেখতে পেলাম।

আরও কিছুটা এগোনোর পর স্পষ্ট হলো কাঠামোগুলো–শহর থেকে বেরিয়ে আসছে দলটা, মূল রাস্তার শুরুতে দাঁড়ানো বড়সড় কটনউডে কাজ সারতে চাইছে লোকগুলো। ইতোমধ্যে সব আয়োজনও সম্পন্ন হয়ে গেছে, ট্যাপকে স্যাডলে বসিয়ে গলায় একটা ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে। কিছুটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে, যদিও মবের উদ্দেশে সমানে গালাগাল করছে।

ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিয়েছি, প্রায় হেঁটে এগোচ্ছে ওটা। জটলার কাছ থেকে ত্রিশ হাত দূরে এসে দাঁড়ালাম, আলোর বৃত্তের বাইরে। 'ঠিক আছে, বয়েজ!' সবাই যাতে শুনতে পায় এমন ভাবে বললাম। 'মজা শেষ! আজ

রাতে কোন নেক-টাই পার্টি হচ্ছে না!'

'কে বলে এই কথা?'

'আমি, রায়ান টাইলার,' ঘোড়াটাকে দু'পা আগ বাড়িয়ে আলোয় এসে দাঁড়ালাম। 'কিন্তু সনোরায় আমাকে লারেডো কিড নামে ডাকে লোকজন। একটা উইনচেস্টার ছাড়াও তিনটে লোডেড পিস্তল আছে আমার কাছে এবং সহজে মরবার পাত্র নই আমি। বউ-বাচ্চাকে বিধবা এবং এতিম করবার ইচ্ছে যাদের আছে নিশ্চিন্তে পার্টির কাজ শুরু করতে পারো তারা।

'কাকে গুলি করতে হবে তা নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই আমার, ট্যাপকে ছাড়া আর যে-কাউকে খুন করব। ওর সম্পর্কে জানি আমি, ও যদি কাউকে খুন করে থাকে তো ফেয়ার ছিল ওটা, হলফ করে বলতে পারি। এবার, ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাও সবাই। আমার দু'হাত কিন্তু সমানে চলে, দুটো পিস্তল থেকে সমানে গুলি করতে পারব। বারোটা গুলির পরও একটা উইনচেস্টার আর বাড়তি আরেকটা পিস্তল আছে। বিশ্বাস করবে, এগারো বছর বয়সের পর থেকে কোন গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি আমার। কেউ যদি আজ রাতে মরতে চায় তো পিছিয়ে যাওয়ার দরকার নেই তার।'

কেউই নড়ল না। কিন্তু ট্যাপের চোখে বিপদ সঙ্কেত দেখলাম আমি। 'ওই ব্যাটা বোধহয় তোমার কথাগুলো পছন্দ করতে পারছে না, বাছা!' চাপা স্বরে বলল ও।

'ও তো একটা বাচ্চা ছেলে!' কে বলল জানি না, কিন্তু গ্র্যাভেল ব্রাউনের মত মনে হলো কণ্ঠটা, ভ্যান্টানায় হুইস্কি বিক্রি করে সে।

'কিন্তু ওর পিস্তলগুলোর সাথে বয়স্কদের পিস্তলের কোন পার্থক্য নেই,' সোৎসাহে বলল ট্যাপ। 'সতেরো চলছে ওর, যথেষ্ট বয়স, তাই না? অন্তত গুলি করার জন্যে। এই বয়সে ওগালালায় ম্যাকনীলদের দলে একজন সেগুন্ডো হিসেবে কাজ করেছিলাম আমি।'

'ব্রাউন,' নির্লিপ্ত স্বরে বললাম আমি। 'খুব ধীরে ট্যাপের গলা থেকে ফাঁসটা সরিয়ে ফেলো। যদি বেতাল কিছু করো কিংবা যদি ঘোড়াটা একচুলও নড়ে, সমানে গুলি শুরু করব আমি। তেমন হলে, এতগুলো মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী থাকবে, এবং কাল সকালে লোকজন এসে তোমার লাশের ওপর থুথু ছিটাবে।'

অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করল ব্রাউন, শেষে ট্যাপের অস্ত্র ফেরত দিল। ঘোড়াটাকে কয়েক পা পিছিয়ে আনলাম আমি, ফের আবছা অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়ে ফেললাম নিজেকে।

'এখনকার মত পার পেয়ে যাচ্ছ, টাইলার!' তপ্ত স্বরে বলল একজন। 'ট্র্যাক ফেলে যাবে তোমরা। তা ছাড়া এখানেই থাকছ। তোমাদের মত বন্দুকবাজদের এ তল্লাটে চাই না আমরা।'

'চাও না?' হেসে বললাম আমি। 'ঠিক আছে, অ্যামিগো! চ্যাট বেলেস, জেরিটো জুয়ারেজ আর রেড কোরামকে এ কথা বোলো তাহলে। ওরা যদি এ এলাকা ছেড়ে চলে যায়, আমরাও যাব। ততক্ষণ পর্যন্ত সাউথ ফর্কই আমাদের ঠিকানা। যদি বেড়াতে আসো, কফির দাওয়াত দিয়ে গেলাম। কিন্তু যদি ঝামেলা করতে যাও, কসম, আজকের কাজটা হয়তো সেদিন করব!' ফের ঘোড়াটাকে আরও কয়েক ফুট পিছিয়ে আনলাম। 'চলে এসো, ট্যাপ। ঘুম দরকার এদের। ওদেরকে বাড়ি যেতে দাও।'

আমার পাশে এসে দাঁড়াল ট্যাপ হেনরি। দাঁড়িয়ে থেকে সবার যাওয়া দেখলাম আমরা। ব্যাপারটা পছন্দ করেনি ওরা, কিন্তু বীরত্ব দেখাতে গিয়ে মরতে চায় না কেউই।

'আমার চামড়া বাঁচিয়েছ, কিড,' স্পার দাবাল ট্যাপ, ঘোড়াটা কিছুদূর এগোনোর পর আমার দিকে ফিরল ও। 'সত্যিই কি তুমি লারেডো কিড?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কথাটা প্রচার করার কোন কারণ দেখছি না।'

'আর আমি কি-না ভাবছিলাম তুমি লড়তে জানো কি-না! এরচেয়ে বড় বোকামি আর হতে পারে?'

*

পরের এক সপ্তাহ কোন ঝামেলা ছাড়াই কাটল, সাউথ ফর্কের ধারে-কাছেও এল না কেউ। প্রতি রাতে বেরিয়ে যায় ট্যাপ; কিন্তু কখনও কিছু বলেনি আমাকে এবং আমিও জানতে চাইনি। ট্যাপের খেলায় অংশগ্রহণ করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। বেটি লুকাস যদি সত্যিই ওকে চায়, আপত্তি নেই আমার। ট্যাপের ফাঁসির খবর নিয়ে আমাদের বাথানে এসেছিল মেয়েটা, ওর তখনকার ভাবভঙ্গি বা উদ্দেশ্য সেই কথাই বলে।

পরের শনিবারে একটা প্যাকহর্সে স্যাডল চাপালাম আমি। দূর থেকে আমাকে জরিপ করল ট্যাপ, মুখ দেখে ভিতরের ভাবনা বোঝা যাচ্ছে না। 'তোমার সাথে আমারও যাওয়া উচিত,' শেষে নিস্পৃহ সুরে বলল ও।

'মনে হয় না তার দরকার আছে,' শান্ত স্বরে বললাম ওকে, যদিও ওর আসল উদ্দেশ্য ঠিকই আঁচ করতে পারছি। 'পরিস্থিতি কিছুটা হলেও সহজ হয়ে এসেছে এখন। ওরাও চাইছে একসঙ্গে শহরে যাই আমরা, যাতে বাথানটা খালি পড়ে থাকে। ফিরে এসে দেখব সব পুড়িয়ে দিয়েছে কিংবা

উইনচেস্টার হাতে আমাদের জন্যে কেবিনে অপেক্ষায় আছে ওরা। না, ট্যাপ, ঝুঁকি নিতে চাই না আমি। এখানেই থাকছ তুমি।'

বাঙ্ক থেকে উঠে বসল ট্যাপ। কঠিন হয়ে গেছে চোয়াল, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ দেখালেও উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে ওকে। 'কিন্তু...হয়তো তোমাকে কোণঠাসা করে ফেলবে ওরা, কিড। সব মানুষেরই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। তা ছাড়া দলে ভারী ওরা।'

'সাপ্লাই দরকার আমাদের, একজনকে তো যেতেই হবে। তোমার চেয়ে ভ্যান্টানা আমার জন্যে অনেক বেশি নিরাপদ।'

রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে ভ্যান্টানায় পৌঁছলাম আমি। শহরটা প্রায় ফাঁকাই। সেলুনের সামনের রেইলে কয়েকটা ঘোড়া চোখে পড়ল। দূরে জেনারেল স্টোরের সামনে গল্প করছে তিন ভবঘুরে। স্টেবলের সামনে টুলে বসে ঢুলছে বুড়ো হসল্যার। মূল রাস্তায় একটা বাকবোর্ডে সুশ্রী এক মেয়েকে দেখা গেল।

স্টোরে মালিক ছাড়া অন্য কাউকে চোখে পড়ল না। দ্রুত রসদপত্র গুছিয়ে ফেলল সে। জোড়া পিস্তল ঝুলছে আমার কোমরে, হাতে উইনচেস্টার আর বগলের হোলস্টারে একটা বাড়তি পিস্তলও রয়েছে। তৈরি হয়েই এসেছি, কারও যদি ঝামেলা করবার ইচ্ছে থাকে, নিশ্চিন্তে শুরু করতে পারে।

রসদের বস্তা স্টোরের পেছনের দরজার পাশে রেখে সামনের দরজার দিকে এগোলাম। 'টাইলার, তুমি বরং পেছনের দরজা দিয়ে যাও,' পরামর্শ দিল স্টোর মালিক। 'ঝামেলা এড়িয়ে গেলেই ভাল হবে। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।'

আঙুল চালিয়ে হ্যাটখানা আরও পেছনে ঠেলে দিলাম, দাঁত বের করে হাসলাম লোকটার উদ্দেশে। 'তাতে কি প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করা হবে? আমার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় আছে ওরা, ওদেরকে নিরাশ করা কি ঠিক হবে? ভাবছি জানতে চাইব কী চায় ওরা।'

'সীসা দিয়ে জবাব দেবে ওরা,' ভ্রূকুটি করল সে।

'মনে হয় আমিও একই ভাষায় উত্তর দিতে পারব,' হেসে বললাম। 'এমন একটা সময় ছিল যখন ওই ভাষায় কথা বলতে বেশ পটু ছিলাম। হয়তো এখনও দেদার আলাপ চালিয়ে যেতে পারব।'

'ম্যাট উইলসনের সেলুনে আছে ওরা। উল্টোদিকের রাস্তায় আরও কয়েকজন আছে। চারজন তো হবেই।'

ধন্যবাদ জানিয়ে স্টোর থেকে বেরিয়ে এলাম। বোর্ডওঅকে পা রাখতে উল্টোদিকের রাস্তা আর ফুটপাথ থেকে দ্রুত সরে পড়ল লোকজন, বিপদের সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরেছে। নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা। সেলুনের দিকে এগোলাম আমি। সতর্ক এবং তৈরি। দেয়াল ঘেঁষে এগোচ্ছি, যতটা সম্ভব দেয়ালের সাথে মিশে থাকবার চেষ্টা করলাম।

স্টোরের জানালায় এক লোককে দেখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকলাম। মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই সেলুন থেকে বেরিয়ে এল চ্যাট বেলেস। স্টোরের পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে রেড কোরাম, এবং হঠাৎ করেই রাস্তার মাঝখানে দেখতে পেলাম জেরিটো জুয়ারেজকে। গলির মুখে অপেক্ষা করছে আরেকজন। আচমকা আমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে ওরা।

'শেষ পর্যন্ত এসেছ তাহলে!' চাপা হাসি বেলেসের মুখে, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বেঁকে গেছে ঠোঁটের কোণ। 'এবার দেখা যাবে কে কাকে শিকার করে!'

'হ্যালো, জেরিটো,' নিষ্কম্প কণ্ঠে বললাম। 'এখনও ফাঁসিতে ঝোলোনি দেখছি! আমি তো আশা করেছিলাম কেউ হয়তো ঝুলিয়ে দেবে তোমাকে।'

'তোমাকে খুন করার আগে নয়!' এক পা আগে বেড়ে পা ফাঁক করে দাঁড়াল জুয়ারেজ।

'ওই দিনটা দেখার সৌভাগ্য তোমার হবে না কখনও। কোন দিনই আমার চামড়া স্পর্শ করার সৌভাগ্য হবে না তোমার।' চারজন ওরা, কিন্তু জুয়ারেজ ছাড়া অন্য কারও দিকে মনোযোগ নেই আমার। দুই চোখঅলা একটা ডিনামাইট ও, আমার মত লোকের প্রতি ওর অফুরন্ত ঘৃণা আর বিদ্বেষ তেজ যুগিয়েছে ওকে—কেবল উস্কে দেওয়ার অপেক্ষায় আছে, বিস্ফোরিত হয়ে পড়বে যে-কোন সময়ে।

শীতল সতর্কতা গ্রাস করল আমাকে, বুনো একটা উন্মাদনা অনুভব করছি—যেন শয়তান ভর করেছে আমার উপর। এই শক্তিটাকে আমার নিজেরই ভয়, কারণ এটাকে দমিয়ে রাখা সত্যিই কঠিন। যখন এরকম মুহূর্ত আসে ভিতরে বিধ্বংসী শক্তির অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভব করতে পারি—খুনের স্পৃহা, জেদ পেয়ে বসে আমাকে। যে-কোন চালাক লোকেরই ওই জেদের উপর লাগাম টেনে ধরতে অনিচ্ছা হবে। কিছু কিছু সময় আছে যখন আমি নিজেই ওই শক্তির উপর চড়ে বসি, এই যেমন এখন, ক্রমশ জোরাল হচ্ছে অদম্য আক্রোশ। এই মুহূর্তে কেউ যদি বলে একটু পরেই এখানে রাস্তায়

গুলি খেয়ে মরতে হবে আমাকে, তাতেও কিছু আসে-যায় না।

বুক ধুকপুক করছে আমার, বুকের খাঁচার সাথে হৃৎপিণ্ডের দমাদম বাড়ি অনুভব করছি। শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্ষিপ্ত আর ঘন হয়ে এসেছে। বুনো আক্রোশ আর সীমাহীন সতর্কতা নিয়ে অপেক্ষায় থাকলাম কখন শুরু করবে ওরা।

জুয়ারেজের শীর্ণ মুখটা ফ্যাকাসে দেখাল, মুহূর্তের জন্য অবশ্য, তারপরই দৃঢ় হয়ে গেল চোয়াল। পরস্পরের সাথে চেপে বসল ওর ঠোঁট। অশুভ ছায়া দেখা গেল চাহনিতে, কোণঠাসা চিতার মত আক্রোশ আর ঘৃণা নিয়ে ঝিলিক মারছে। হোলস্টার ছুঁইছুঁই করছে ওর হাত দুটো, যে-কোন সময় ছোবল হানবে।

ঠিক ওই সময়ে রাস্তায় দেখা গেল বেটি লুকাসকে।

না, দুর্ঘটনাবশত এখানে উপস্থিত হয়নি ও। সময় বুঝেই এসেছে, হয়তো ভেবেছে লড়াইটা থামাতে পারবে। চ্যাট বেলেস, রেড কোরাম বা অন্যদের সম্পর্কে জানা নেই ওর, জানে না কোন মহিলাকে গুলি করতেও এতটুকু কাঁপবে না ওদের হাত। বেশিরভাগ মেক্সিকান যা করবে না, তাই করবে জেরিটো জুয়ারেজ। নিজের মা-কেও গুলি করতে পারবে ও, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।

দৃঢ়, স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে বেটি, হাতের আঙুলে একটা সানবনেট ঘুরাচ্ছে। নিরস্ত করতে কে যেন ডাকল ওকে, কিন্তু উত্তর না পাওয়ায় খিস্তি করল। থামল না বেটি, ফিরেও তাকাল না, আগের মতই এগিয়ে আসছে আমার দিকে। 'চলো, রাই,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও। 'আমার সাথে এসো। নয়তো তোমাকে খুন করবে ওরা।'

খোদা জানে, ওর দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে আমার, কিন্তু জানি তা করলে জীবনের শেষ ভুল করা হবে। 'রাস্তা থেকে সরে যাও, বেটি!' চাপা স্বরে বললাম ওকে।

'আমার সাথে থাকলে তোমাকে গুলি করবে না ওরা। চলে এসো, রাই, এখুনি!' চাপা উদ্বেগ ওর চোখে, টের পেলাম এখানে আসতে কতটা সাহস করতে হয়েছে ওকে। বোধহয় অজান্তে আমার দৃষ্টি সরে গিয়েছিল ওর দিকে, চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম ঝলসে উঠছে জেরিটোর হাত জোড়া।

আমি? জীবনে বোধহয় এরচেয়ে দ্রুত দৌড়াইনি কখনও। পলকের মধ্যে বেটির কাছে পৌঁছে গেলাম, ধাক্কা দিয়ে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরিয়ে দিলাম ওকে। মুখ থুবড়ে আমার পায়ের কাছে পড়ল ও। যে-মুহূর্তে

মাটি স্পর্শ করেছে বেটি, ওই মুহূর্তে ডান হাতের পিস্তল থেকে গুলি শুরু করলাম।

একইসঙ্গে গুলি করেছি আমি আর জেরিটো। বেটিকে সরাতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে আমার। জামার আস্তিনে টান অনুভব করলাম হঠাৎ, পা বাড়িয়ে বেটিকে টপকে গেলাম। দুটো পিস্তল থেকে সমানে গুলি করছি। ডান দিক থেকে গুলি করছে অন্য কেউ, শব্দ শুনে টের পেলাম। ছোট্ট একটা ফুটো তৈরি হয়েছে জেরিটোর বুকে, ওর মুখ তুবড়ে দিল রাশান কোল্টের পরের গুলি। ধুলোমাখা রাস্তার উপর মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

বাম হাতের পিস্তল থেকে গুলি করেছিলাম বেলেসকে। গুলিটা ওর ডান কনুই ছেঁদা করে দিয়েছে। তখনও জানতাম না লোকটির মধ্যে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে গুলিটা। আর কখনও ফাস্ট ড্র করতে পারবে না সে!

হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল জেরিটো। এলোমেলো কয়েক পা ফেলল, পায়ে জোর পাচ্ছে না। সারা শরীর কাঁপছে ওর। মুখ আর কাঁধে রক্তের নদী বইছে কিন্তু তারপরও বেঁচে আছে এবং জিঘাংসা মেটেনি ওর। দশ হাত দূরে এসে দাঁড়াল ও। পরস্পরের উদ্দেশে পয়েন্ট-ব্লাঙ্ক-রেঞ্জে গুলি শুরু করলাম আমরা। আমি হয়তো কিছুটা আগেই গুলি করেছিলাম, বুলেটটা ওর শিরদাঁড়া স্পর্শ করল।

একটা বুলেট যখন কারও হাড় স্পর্শ করে, দেখবার মত অবস্থা হয় লোকটার। রাস্তার উপর প্রায় ছিটকে পড়ল জেরিটো। গড়িয়ে সোজা হলো সে, আমার দিকে তাকাল। 'খুব ফাস্ট তুমি! তুমি...ডায়াবলো!' মুখ কুঁচকে উঠল ওর, এবং ঠিক ওখানেই মারা গেল জেরিটো জুয়ারেজ।

চারপাশে তাকিয়ে সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম ট্যাপ হেনরিকে, হাতের পিস্তল থেকে ধোঁয়া উঠছে। রেড কোরাম আর অন্য লোকটার 'গতি' করেছে ও ঠিকমতই।

এটা একটা ক্রিশ্চিয়ান শহর, এবং তাই থাকুক, চেয়েছি আমরা। কিন্তু খুনোখুনির ব্যাপারটা সবসময় এড়ানো যায় না। রৌদ্রদগ্ধ ওই দুপুরে ভ্যান্টানার রাস্তায় আমি আর ট্যাপ দেখিয়েছি, লোকজনকে বিশ্বাস করিয়েছি আমাদের সাথে ঝামেলা করতে এলে কি হতে পারে, কিন্তু এমনিতে পুরোপুরি নিরীহ মানুষ আমরা।

কোর্ট হাউসের দিক থেকে এগিয়ে এল জিম লুকাস, হাসি তার মুখে। সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

আমার পাশপাশি এগোচ্ছে বেটি। ধুলো লেগে আছে ওর মুখে, কিন্তু

এখন আর ফ্যাকাসে বা শঙ্কিত দেখাচ্ছে না। বরং সন্তুষ্ট এবং সুখী দেখাচ্ছে ওকে, একহাতে আমার বাহু জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

হোলস্টারে পিস্তল ফেরত পাঠিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল ট্যাপ, সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। এর আগে পাশাপাশি রাইড করেছি আমরা, থেকেছি একসঙ্গে, কিন্তু সেদিন থেকে পরস্পরের বন্ধু হলাম আমরা।

'তুমি আর আমি, কিড,' সহাস্যে বলল ও। 'ইচ্ছে করলে পুরো পৃথিবীটাই শাসন করতে পারি! কিংবা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি যে-কোন জায়গায়! মনে হয় আমাদের ঝামেলা শেষ হয়ে গেছে এখন।'

'খারাপ লাগছে না তো তোমার?' স্মিত হেসে জানতে চাইলাম, বেটির কোমরে আমার একটা হাত।

'একটুও না!' দাঁত বের করে হাসল সে। 'বরাবরই তোমাকে পছন্দ করত ও। আর আমার কথা বলব? তুমি ছাড়া এমন কোন্ লোককে চিনি যার সাথে নিশ্চিন্তে রাইড করতে পারব?'

সাহস

তুষারপাত মাথায় নিয়ে অ্যান্টিলোপ সিটি থেকে রওনা দিয়েছিল উইল টেনার। টানা ষোলো ঘণ্টা স্যাডলে কেটেছে ওর, প্রায় ত্রিশ মাইল রুক্ষ ট্রেইল পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু তুষারপাত থামেনি, বরং ঘন হয়ে পড়ছে এখন। ঢেউ খেলানো বিস্তৃত প্রান্তর ধরে এগোচ্ছে ও, জমে থাকা তুষারে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে ট্রেইল।

ঘোলাটে আকাশ থেকে মুক্তোর দানার মত শুভ্র তুষারকণা খসে পড়ছে জমিনে। খাটো ধূসর ঘাস ঢেকে গেছে প্রায়, দিগন্তের সীমানা মিলিয়ে গেছে। শুভ্র নৈঃশব্দের এক পৃথিবীতে অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলেছে টেনার। চারপাশে শুধু তুষার আর তুষার, অন্য কিছু চোখে পড়ছে না।

অ্যান্টিলোপ সিটি থেকে ঘোড়া ছোটানোর পর একবারের জন্যেও পেছন ফিরে তাকায়নি ও, অথচ জানে মূর্তিমান বিপদ আর মৃত্যু ধেয়ে আসছে। এ নিয়ে খুব একটা ভাবছে না এখন। শুরুতে রীতিমত আতঙ্কে ছিল, কিন্তু নতুন বিপদের ইশারায় দু'পেয়ে মূর্তিমান আপদের কথা প্রায় বিস্মৃত হয়েছে। যথেষ্ট এগিয়ে আছে বলে সন্তুষ্ট বোধ করছিল একসময়, অথচ প্রত্যাশা আর সন্তুষ্টি ক্রমশ ফিকে হতে শুরু করেছে। এগিয়ে না থাকলেই বোধহয় ভাল ছিল!

নতুন এই বিপদের নাম তুষার-ঝড়।

দু'দিন আগে নিজের বাথান থেকে রওনা দিয়েছিল ও। সামনে ছিল এক ঘোড়াচোর। বাথান থেকে একটা মাসট্যাঙ নিয়ে কেটে পড়েছিল লোকটা; কেনা দূরে থাক, কারও অনুমতিরও তোয়াক্কা করেনি। কে জানে হয়তো শুধু ঘোড়াই নয়, বাথানটাকেও নিজের মনে করেছিল কিনা!

অ্যান্টিলোপ সিটিতে সময়মতই পৌঁছেছিল ও, একটা সেলুনের হিচিং রেইলে ক্লান্ত ঘোড়াটার লাগাম বাঁধছিল তখন লোকটা।

পাঁচ মিনিট পর সেই সেলুনে ঢোকে উইল টেনার। সরাসরি এগিয়ে যায়

ঘোড়াচোরের দিকে। অন্যদের দিকে তাকানোর গরজ অনুভব করেনি। 'আমার ঘোড়া ফেরত নিতে এসেছি,' বন্ধুকে ধার-দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নিচ্ছে যেন, এমন ভাবে বলল ও। 'তোমার কিছু বলার আছে, মিস্টার? বোধহয় ঘোড়াটার থাকতে পারে, অযথাই বেচারাকে ষাট মাইল দাবড়েছ তুমি!'

নিজের কথা কিন্তু বলেনি টেনার, একই দূরত্ব পাড়ি দিয়েছে ও; এত জোরে ঘোড়া ছুটিয়েছে যে বাইরে হিচিং রেইলে বাঁধা গ্রুলাটা রীতিমত অসন্তোষের সঙ্গে দেখছে ওকে। ভাগ্যিস, কথা বলতে জানে না! নইলে হয়তো ওর বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করত ঘোড়াটা।

মানুষটা একা, দেখতেও ছোটখাট, কিন্তু দুটো বোতল নিয়ে বসেছে সে টেবিলে। টেবিলের বাকি চেয়ারগুলো শূন্য। ভাগাভাগি করা বোধহয় অপছন্দ তার, নইলে এরকম আবহাওয়ায় অন্তত কয়েকজন সঙ্গী পেতে পারত, কারণ সেলুনে আরও নয়জন লোক ছিল। টেনারের এহেন অ-বন্ধুত্বপূর্ণ বাগড়ায় বিরক্ত হলো সে, চোখ তুলে তাকিয়ে যখন নিজের বয়সী এক সদ্য-যুবককে দেখতে পেল, চাঁদিতে চুরি করা ঘোড়ার লাথি এসে লেগেছে যেন, কিংবা হয়তো বমাল ধরা খেয়ে–ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল ওর। নেভাডার হাড়-কাঁপানো এই শীতের দিনে বরফের চেয়েও শীতল একটা জবাব দিতে মনস্থ করল সে–শীতল সীসে দিয়ে!

কিন্তু গরম মাথা আর ঠাণ্ডা বুলেট–এই দুইয়ের সমন্বয়ে গড়বড় হয়ে গেল হিসাবে। মাথাটা ঠাণ্ডা রাখা দরকার ছিল তার, অপমানের জবাবটাও দেওয়া দরকার ছিল মুখে।

বিদ্যুৎ গতিতে হোলস্টারে ছোবল মারল সে, চোখের নিমেষে হাতে উঠে এল একটা কোল্ট। টেনারের কাঁধের চামড়ায় গরম ছ্যাঁকা দিয়ে চলে গেল বুলেট। কিন্তু পরমুহূর্তেই মুখ কুঁচকে গেল ঘোড়াচোরের, টেবিলের উপর মুখ থুবড়ে পড়ল। টেনারের এক গুলিতেই নিষ্পত্তি হয়ে গেল ঘোড়াচুরি খেলার। কেউ জানল না জীবনে কোন লোকের দিকে এই প্রথম গুলি ছুঁড়েছে টেনার।

পিস্তল রিলোড করবার ফাঁকে পুরো সেলুনে দৃষ্টি চালাল টেনার, বিতৃষ্ণার সঙ্গে বিশ হাত দূরে পড়ে থাকা লাশটা দেখল। 'এটাই পাওনা ছিল ওর,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল ও। 'দুটো পথ ছিল ওর সামনে, স্বেচ্ছায় কঠিন পথটাই বেছে নিয়েছে।'

'তোমার সঙ্গে তর্ক করবে না কেউ, স্ট্রেঞ্জার!' বলল গোমড়া-মুখো

সেলুনকীপ। হার্লে পিয়ারসন। 'কিন্তু ওর ভাইদের ব্যাপারে কী করবে?' বহু মানুষকে দেখেছে সে, তাদের ওজন বুঝবার দক্ষতাও অর্জন করেছে। দরজার কাছে দাঁড়ানো ছিপছিপে দেহের যুবকের মধ্যে তেমন কোন বিশেষত্ব দেখতে পেল না, বিশেষত্ব কেবল তার চোখ জোড়ায়। ঝামেলা করতে অনভ্যস্ত এ লোক, অন্য কেউ করবে সেটাও আশা করে না।

'ভাই? কারা?' চাপা স্বরে জানতে চাইল টেনার, এখনও স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

'জ্যাক টেলবটকে খুন করেছ তুমি,' ফিরিস্তি দিল পিয়ারসন। 'চার ভাই আছে ওর। মারদাঙ্গা, টাফ লোক ওরা। নিশ্চিত ধরে নাও তোমার পিছু নেবে সবাই।'

বিকার দেখা গেল না টেনারের মুখে। তবে কাজ শেষ করতে পেরে যে সন্তুষ্টি অনুভব করতে শুরু করেছিল, কিছুটা হলেও যেন তাতে ভাটা পড়েছে। বারের কাছে এসে ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিল ও। 'আমার ঘোড়া চুরি করেছিল ও, প্রমাণ করতে পারব।'

'প্রমাণ চাইছে না কেউ, চাইবেও না। দুটো পথ খোলা আছে তোমার সামনে, মিস্টার–হয় পালাও, নয়তো লড়ার জন্যে প্রস্তুত হও।'

'আমি বরং শেরিফের সঙ্গে কথা বলব।'

করুণা ফুটে উঠল হার্লে পিয়ারসনের চাহনিতে। বারের পেছনে থাকা মানুষ কখনও পক্ষ নিতে পারে না। স্রেফ একজন দর্শক বা শ্রোতা সে; এবং এর অন্যথা হওয়ারও ইচ্ছে নেই পিয়ারসনের। সারা জীবনে অসংখ্য ঘটনা দেখেছে সে, নিরপেক্ষ ভাবে–যতক্ষণ না নিজে ব্যক্তিগত ভাবে জড়িয়েছে। 'শেরিফকে পাবে অবশ্য, সেজন্যে আরও বিশ মাইল পাড়ি দিয়ে স্প্রিংভিলে যেতে হবে। দুঃখের কথা কি জানো, স্প্রিংভিল ছেড়ে বেরোয় না সে। কখনোই বেরোয় না। এখানে তাই নিজের ঝামেলা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলে লোকজন।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে হুইস্কিতে চুমুক দিল উইল টেনার। জ্যাক টেলবট···নাকি টেবেট? যাই হোক, এদের কথা শুনেছে ও। ঝামেলাবাজ মানুষ। শহরের কাছাকাছি কোথাও ওদের আউটফিট। পাঁচ ভাই ওরা। কিছু কিছু ঘটনা কানে এসেছে টেনারের; বিশদ জানে না, কিন্তু এটা জানে যে অ্যান্টিলোপ সিটিতে টেলবটদের সমঝে চলে সবাই।

চারজন মানুষ···উঁহুঁ, এই পরিস্থিতিতে চারজনের সঙ্গে লড়াই করা স্রেফ

বোকামি। তা ছাড়া আজকের ঘটনার জের ধরে টেলবটদের শত্রুতা ঘাড়ে নেওয়ার ইচ্ছে নেই ওর। যা প্রাপ্য ছিল, তাই পেয়েছে জ্যাক টেলবট। পিস্তলে হাত দিতে তাকে বাধ্য করেনি টেনার, বরং এভাবেই নিজের পাপ মুছে ফেলতে চেয়েছিল সে। ওর ভাইরা সেটা মেনে নিলেই ভাল করবে। তা হলে কাউকেই দুর্ভোগ পোহাতে হবে না।

টেনার অন্তত সব ভুলে যেতে রাজি। জ্যাক টেলবট পিস্তলে হাত না দিলে ঘোড়াটা নিয়ে চলে যেত। ঝামেলা করবার অধিকার ছিল ওর, কিন্তু অযথা ঝুঁকি নিতে চায়নি বলেই সমঝোতার মাধ্যমে ফয়সালা করতে চেয়েছিল।

'ঠিক আছে, ওরা যা চায়, তাই হবে,' বিল মেটানোর সময় গম্ভীর স্বরে বলল টেনার। 'পালাচ্ছি না আমি। কিন্তু এখানেও থাকছি না। আমার বাথানে ফিরে যাব।'

'তোমার পিছু নেবে ওরা।'

'নিক। ওরা যদি মনে করে জ্যাক টেলবটকে খুন করে অন্যায় করেছি আমি, তা হলে আরও অন্যায় করতে আপত্তি নেই আমার। কী করবে সেটা ওদের ইচ্ছে, আমার মনে হয় ঘটনাটা ভুলে গেলেই ভাল হবে সবার জন্যে। চুরি হওয়া ঘোড়া ফেরত পেয়েছি আমি, এবং আর কোন ঝামেলাও চাই না।'

বেরিয়ে এসে স্যাডলে চাপল টেনার, ফাঁকা রাস্তায় চোখ বুলাল। কেউ নেই। ফিরতি পথে শহর থেকে বেরিয়ে এল ও।

এসব হচ্ছে ষোলো ঘণ্টা আগের কথা। শহর থেকে বেরোনোর পরপরই তুষার পড়তে শুরু করেছে। বাথান থেকে যাত্রা করবার পর, ছত্রিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, যার ত্রিশ ঘণ্টাই স্যাডলে কেটেছে ওর। গেল্ডিংটা শক্তিশালী হলেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—চলবার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা নেই; বারবার গতি কমে যাচ্ছে, নাক সিটকে আপত্তি জানাচ্ছে। ঘোড়া আর সওয়ার, দু'জনের জন্যেই বিশ্রাম জরুরী হয়ে পড়েছে।

আর এখন বইছে তুষার-ঝড়।

স্যাডল ছেড়ে নামল ও। কাঁধের সঙ্গে লাগাম বেঁধে হাঁটতে শুরু করল। অস্ত্র বা লড়াই সম্পর্কে না জানলেও আবহাওয়া আর প্রকৃতি সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে ওর। জানে এখনকার পরিস্থিতি সত্যিই বিপজ্জনক। বছরের এ সময়ে তুষাড়-ঝড় সাধারণত কয়েক ঘণ্টা থাকে, তারপর গনগনে সূর্যের আবির্ভাবে ভোজবাজির মত উবে যায় সমস্ত তুষার; কিংবা দুই বা তিন দিনও

চলতে পারে ঝড়, আর জমে থাকা তুষার কয়েক সপ্তাহ আটকে থাকতে পারে।

এ পর্যন্ত টেলবট ভাইদের নিয়ে খুব একটা ভাবেনি টেনার। বরং বৈরী প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। এলাকাটা এখনও ভাল করে চেনা হয়নি ওর। মাত্র কয়েক মাস হলো এসেছে। অ্যান্টিলোপ সিটিতে গেছে স্রেফ প্রয়োজনে, তাও হাতে গোনা কয়েকবার। কাজ সেরেই ফিরে গেছে নিজের বাথানে। পাহাড়ী এলাকায় ছোট্ট সবুজ উপত্যকা, ছোট হলেও সমৃদ্ধ; বুনো কিছু ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে র‍্যাঞ্চিং করছে টেনার, কয়েকশো গরুও আছে। আশা করছে মাস দুয়েকের মধ্যে, বসন্তের শুরুতে বিশটা ঘোড়া বিক্রি করতে পারবে।

টেনার এখন শঙ্কিত, উদ্বিগ্ন। টের পেয়ে গেছে পথ ভুল করেছে। অস্পষ্ট ট্রেইল বোকা বানিয়েছে ওকে। সামনে কি আছে জানা নেই। নিশ্চিত বলতে পারবে না ঠিক কোথায় বাথানের ট্রেইল থেকে সরে এসেছে, তাই পিছিয়ে গেলেও লাভ হবে না। তা ছাড়া ফিরতি পথে গেলেই যে আসল ট্রেইল খুঁজে পাবে তার নিশ্চয়তা কী? তুষার-ঝড় না কমলে ট্রেইল খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তারচেয়ে এগিয়ে যাওয়াই ভাল।

ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপ ধরিয়ে দিচ্ছে হাড়ে। ফার কোটেও শীত মানছে না। কোটের কলার কান পর্যন্ত তুলে দিল ও। দস্তানা পরা হাত ঘষল খানিকটা উষ্ণতার আশায়। পেঁজা তুলার মত পড়ছে তুষার, ঠিক বৃষ্টির মত। বাতাসের দাপটে চোখে-মুখে এসে হুল ফোটাচ্ছে।

ট্রেইলটা চাপা পড়েছে তুষারের নীচে, তবে বুটের তলায় ওটার অস্তিত্ব ঠিকই টের পাচ্ছে টেনার। বেশ চওড়া ট্রেইল, ওয়্যাগনের চাকার দাগ পড়েছে গভীর ভাবে, পাশের সমতল মাটি থেকে অপেক্ষাকৃত নিচু হওয়ায় অবস্থান বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এভাবে ঘন হয়ে তুষার পড়তে থাকলে, ট্রেইল খুঁজে পেতে একসময় জমে থাকা তুষার খুঁড়তে হবে ওকে···কোন ভাবেই সম্ভব হবে না সেটা।

রাত না দিন, ঠিক বুঝতে পারছে না টেনার, সময় সম্পর্কে ধারণা লোপ পেয়েছে। এ ধরনের তুষারশুভ্র পরিবেশে আঁচ করা সম্ভবও নয়–কোন ছায়া নেই, নেই কোন আলো, এমনকী অন্ধকারের অস্তিত্বও নেই। রাত ঝাঁপিয়ে নেমে আসে এখানে–আচমকা, পরিবেশের মধ্যে কোন আভাস থাকে না।

জোরাল বাতাস কাঁপ ধরিয়ে দিল ওর শরীরে, ঠাণ্ডা কামড় বসাচ্ছে ভারী

বাকস্কিনের শার্ট ভেদ করে। প্রবল হিমঝঞ্ঝা চলতে থাকলে তাপমাত্রা নেমে যাবে, ওর বেঁচে থাকবার সম্ভাবনাও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসবে। আগে কখনও এ ট্রেইলে আসেনি, নিশ্চিত ধারণা ওর। শহরে অন্যদের মুখে যা শুনেছে, এদিকে কোন লোকালয় আছে বলেও জানা নেই। ওয়্যাগনের চাকার দাগই একমাত্র ভরসা...ক্ষীণ আশা করতে পারছে সামনে হয়তো কোন আশ্রয় মিলবে।

ক্লান্তি আর হাড়-কাঁপানো শীতে একসময় আচ্ছন্ন বোধ করতে শুরু করল টেনার। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল তুষারের উপর। কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল, তারপর স্যাডল চেপে ধরে কোন রকমে ঘোড়ার পিঠে চাপল। জমে থাকা পুরু তুষারের বুকে ট্রেইল খোঁজা অনর্থক হয়ে গেছে এখন, চেষ্টাই বাতুলতা, কারণ কয়েক ইঞ্চি গভীর হয়ে জমেছে তুষার। স্রেফ গেল্ডিংটার সহজাত প্রবৃত্তির উপর ভরসা রেখেছে ও। ঘোড়াটা যেদিকে নিয়ে যায় যাক।

কতক্ষণ পর জানে না ও—এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টাও হতে পারে—আচমকা থমকে দাঁড়াল ঘোড়াটা। চলবার ছন্দপতনে ঝিমুনি কেটে গেল টেনারের। তুষারের চাদর ভেদ করে তাকাল ও, প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না, কিন্তু তারপর একটা গেট চোখে পড়ল। কিছু দূরে কয়েকটা দালানের কাঠামো দেখা যাচ্ছে। আসলে দালান নয় ওগুলো, ছাদে জমে থাকা তুষারের কারণে এমন দেখাচ্ছে—ছাদের নীচে স্রেফ জীর্ণ শ্যাক।

স্যাডল ছাড়ল টেনার। আড়ষ্ট হয়ে গেছে পা দুটো। জড়তা কাটানো দরকার—মাথায়ই এল না ওর, সুতরাং হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। হাত বাড়িয়ে গেটটা খুলল, ঘোড়াকে ভিতরে ঢুকিয়ে পেছনে আটকে দিল গেট।

নিচু পাহাড়ের পাশে তৈরি করা হয়েছে বাড়িটি, নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও তাই সন্তোষজনক। দরজার কাঠামো মজবুত। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও, জানালা দিয়ে ভিতরে ম্লান আলো দেখতে পেয়েছে। হাত তুলে পাল্লায় আঘাত করল টেনার।

মেঝেয় হালকা পদশব্দ শোনা গেল, তারপরই খুলে গেল দরজাটা। দীর্ঘদেহী এক বুড়োকে রাইফেল হাতে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল টেনার। ভিতরে একটা টেবিল চোখে পড়ল ওর, সলতে কমিয়ে রাখা একটা লণ্ঠন জ্বলছে টেবিলের উপর।

'আশ্রয় মিলবে তোমার এখানে? ঝড়ে ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছি আমি।'

তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি চালাল লোকটা, কয়েক মুহূর্ত পর মাথা ঝাঁকাল। 'এই ঝড়ের মধ্যে কাউকে ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক না। ঠিক আছে, আগে ঘোড়াটাকে করালে রেখে এসো।'

মুখের সামনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ঘুরে দাঁড়াল টেনার, চোখ পিটপিট করে তাকাল। কাছেই বার্ন দেখা যাচ্ছে, শীতের জন্য জুতসই করে তৈরি। দরজার কাছে পুরু তুষার জমেছে। দরজা খুলবার আগে বুট দিয়ে খুঁচিয়ে তুষার সরাল ও, তারপর পাল্লায় ঠেলা দিল। দরজা খুলতে গায়ের জোর খাটাতে হলো। বিকট স্বরে প্রতিবাদ করে সরে গেল দরজার কবাট, চৌকাঠে জমে থাকা মরচে আর তুষারের আলগা বাঁধন থেকে মুক্ত হলো।

গেল্ডিংটাকে ভিতরে ঢোকাল টেনার। হাতড়ে লণ্ঠন খুঁজে পেল, আলো জ্বালাল। বার্নটা সত্যিই জুতসই। ভিতরটা উষ্ণ। অভিজ্ঞ চোখে স্টল, ফীড-বিন এবং ম্যাঙ্গারগুলো জরিপ করল সে। নিখুঁত ভাবে তৈরি করা হয়েছে। ঘোড়ার লাগাম বেঁধে স্যাডল-ব্রিডল খসাল ও, তারপর খড় ঘষে ঘোড়ার শরীর থেকে জমে থাকা তুষার খসিয়ে ফেলল। ম্যাঙ্গারে কিছু খড় আর ফীড-বক্সে কর্ন রেখে এবার বেরিয়ে এল ও। বাড়িতে ঢুকল।

কেবিনে একটাই কামরা। বেশ বড়সড়, বর্গাকার। জুত করে তৈরি করা হয়েছে, এরকম আবহাওয়ায় মানানসই। উষ্ণ এবং আরামদায়ক। প্ল্যাংকের মেঝে মাটির সঙ্গে গাঁথা। দেয়ালে দড়ি টানিয়ে কাপড় রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দূরের কোণে দুই সারিতে মোট চারটে বাঙ্ক, মাত্র একটায় বেডরোল দেখা যাচ্ছে। আরেক কোণে রান্নার জায়গা, দেয়াল থেকে ঝুলন্ত তাক-এ কেতলি আর বাসন-কোসন দেখা যাচ্ছে।

কোণের চুলোয় খাবার গরম করছে বুড়ো। পেছন থেকে তাকে দেখল টেনার। মানুষটা দীর্ঘদেহী। চওড়া শীর্ণ কাঁধ কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে। মাংসের অভাবে উঁচু হয়ে আছে হনুর হাড়গুলো, চিমসে গালের কারণে আরও বেশি গম্ভীর এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখায় তাকে।

'আবহাওয়ার যা ছিরি!' বুড়োর দেওয়া কফি সানন্দে গ্রহণ করল টেনার। 'একেবারে অসময়ে এসেছে ঝড়টা!'

'অসময় বলে কিছু আছে নাকি? বছরের এ সময়ে ঝড় হতেই পারে।'

টেবিলের কাছাকাছি একটা চেয়ার টেনে বসল টেনার। বুড়ো ঠিকই বলেছে, তর্ক করবার উপায় নেই। 'আমার নাম উইল টেনার,' পরিচয় দিল ও।

নিজের কাপ ভরে নিল বুড়ো, চুমুক দেওয়ার সময় কাপের কিনারার

উপর দিয়ে তাকাল ওর দিকে। 'আমি বেন্টন, জো বেন্টন,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল সে। 'কার ভয়ে পালাচ্ছ তুমি, বাছা?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল টেনারের দেহ। প্রতিবাদ করবার জন্য মুখ খুলেছিল, কিন্তু উপেক্ষা করল বেন্টন।

'লোকালয় থেকে এত দূরে আসে না কেউ, যদি না পালানোর ইচ্ছে থাকে তার!'

উত্তর দিল না টেনার, নীরবে স্টু গিলছে। পালাচ্ছে ও, ধারণাটাই পছন্দ করতে পারছে না। 'অ্যান্টিলোপ সিটিতে একজনকে খুন করেছি আমি,' রাগ সামলে সহজ সুরে বলল ও। চাইছে কথাটা বিশ্বাস করুক বুড়ো, কারণ আপাতত বুড়োর সাহায্য দরকার ওর।

'ওই লোক যদি মারা গিয়েই থাকে, তা হলে পালানোর কী আছে! আর যদি বেঁচে থাকে এখনও, আমার ধারণা শ্যুটিংয়ে আরও উন্নতি করতে হবে তোমার।'

'লোকটার নাম জ্যাক টেলবট, ওর ভাইরা...'

'চিনি সবক'টাকে। এক দল হারামখেকো কয়োট!'

নীরবে খাচ্ছে ওরা। কফির দিকে তাকিয়ে আছে টেনার। বুড়ো কোন পাত্তাই দেয়নি ব্যাপারটাকে, যেন এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। একজনকে খুন করেছে ও, সেটাও আমল দেয়নি; বোধহয় টেলবটরাও তার কাছে গুরুত্ব পাওয়ার মত লোক নয়।

'থাকো কোথায়?'

'দক্ষিণে, অ্যান্টিলোপ সিটি থেকে ষাট মাইল দূরে। অ্যাঞ্জেলো পীক্‌সের কাছাকাছি এক উপত্যকায় ছোট্ট বাথান আছে আমার। কিছু বুনো ঘোড়া পোষ মানানোর চেষ্টা করছি, পাশাপাশি জমিতে কর্ন আর ওটের চাষ করেছি। শীত শেষ হলে অন্তত বিশটা ঘোড়া বেচতে পারব।'

'তা হলে পালাচ্ছ কেন?'

'পালাচ্ছি কোথায়? র‍্যাঞ্চে ফিরতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'কিন্তু এরকম জঘন্য আবহাওয়ায় কেউ বেরোয়?'

'আসলে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করিনি,' এই প্রথম স্বীকার করল টেনার। 'সেলুনকীপার জানাল যে শহরেই আছে টেলবটরা...ওখানে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ মনে হলো না আমার। বেরিয়ে পড়লাম। স্বীকার করছি, চার দেয়ালের মধ্যে চারজন টাফ লোকের মোকাবিলা করার সাহস নেই আমার।'

'কিন্তু ওখানেই থাকা উচিত ছিল তোমার।'

ছুরি আর কাঁটা-চামচ টেবিলে নামিয়ে রাখল টেনার, প্রবল অসন্তোষ নিয়ে তাকাল বুড়োর দিকে। 'দেখো, মি. বেন্টন...'

চোখ তুলে তাকানোর প্রয়োজনও বোধ করল না জো বেন্টন। 'কেউ যখন পালাতে শুরু করে, থামতেই ভুলে যায় সে। একবার পালালে আবারও পালাতে শিখে ফেলে। ওরা এখানে এলে পালাবে তুমি, পরিস্থিতি খারাপ দেখলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে। কিন্তু এসব ঝামেলা মুখোমুখি হয়ে চুকিয়ে ফেলাই ভাল।'

রাগে লালচে হয়ে গেল টেনারের মুখ। নিজেকে কী ভাবে বুড়ো? বাইরে ঝড় না হলে এতক্ষণে নির্ঘাত বেরিয়ে পড়ত ও, ভুলেও পেছন ফিরে তাকাত না। 'চারজন ওরা,' ফের বলল ও।

'আগেও বলেছ কথাটা,' বিরক্ত সুরে বলল বুড়ো। 'কিন্তু তাতে কী? মুখোমুখি হওয়া দূরে থাক, এমনকী ওদের সঙ্গে দেখাও হয়নি তোমার। আমার কথা শোনো, বাছা। ধরো, তোমার মুখোমুখি হলো ওরা, এবং হয়তো তোমাকে খুনও করবে। কিন্তু তুমিও গুলি করবে, তাই না? অন্তত একজনকে হলেও লাগাতে পারবে। সেই প্রথমজন কিন্তু কেউই হতে চায় না। আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি, সত্যিকার টাফ একজনের সঙ্গে ডুয়েল লড়ার চেয়ে বরং চারজনের সামনে দাঁড়াতে রাজি আছি আমি।'

'মুখে বলা সবসময়ই সহজ।'

আগুনের কাছে চলে গেল বেন্টন, কফিতে ভরে নিল মগ। 'সঙ্গে যদি একটা শটগান রাখো, তা হলে আরও সুবিধে হবে তোমার। ঠিক ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। কথাবার্তার কোন সুযোগ দিয়ো না, স্রেফ নিজের উদ্দেশ্য জানিয়ে দেবে–ঝামেলা চাইলে শুরু করতে পারে ওরা। দেখবে এত দ্রুত পিছিয়ে গেছে যে কারণটাও আঁচ করার সময় পাবে না তুমি।'

'যদি পিছিয়ে না যায়?'

'গুলি করবে তা হলে।'

অবজ্ঞা ভরে নাক সিটকাল উইল টেনার। নির্জন এ জায়গায় প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে বুড়ো...দুনিয়ার হাল কতটা জানে সে?

'শোনো, বাছা,' আবারও বলল বেন্টন। 'যে-লোক নিজের লড়াই থেকে পিছিয়ে আসে, ফুটো পয়সার মূল্যও নেই তার। অন্যরা কখনও পাত্তা দেয় না তাকে।'

টেবিল ছাড়তে উদ্যত হলো টেনার, প্রায় অধৈর্য বোধ করছে।

চোখ তুলে তাকাল জো বেন্টন, শীতল অন্তর্ভেদী চাহনি। 'বসো, মি. টেনার। চুপচাপ বসে থাকো। এমন কোন লোককে আমি সমীহ করি না, যে সামান্য ক'জন টিনহর্নের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে।' দাঁত বের করে এবার হাসল সে, শয়তানি ভরা হাসি। 'যাক্‌গে, বাইরে ঝড়ের যা অবস্থা, আগুনের পাশ থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত হবে না তোমার।'

বসে পড়ল টেনার, রাগে অসহায় বোধ করছে। বাসন-কোসন নিয়ে সিঙ্কের কাছে চলে গেল বেন্টন, ডিশপ্যানে পানি ঢেলে ধুতে শুরু করল।

উদ্বেগ আর তিক্ততা ছাপিয়েও কামরার উষ্ণতায় স্বস্তি রোধ করছে উইল টেনার, ঢুলতে শুরু করল একসময়। মাথাটা দপদপ করছে ওর, কিন্তু তারপরও চোখ দুটো খোলা রাখতে পারছে না। ঝড়ের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা লড়াই করবার পর ক্লান্ত নিরুদ্যম হয়ে পড়েছে, কামরার উষ্ণতায় শিথিল হয়ে গেছে টানটান স্নায়ুগুলো।

বাইরে ঝড়ের দাপট টের পাচ্ছে, জানালার কাচে কাঁপন তুলছে মাতাল বাতাস, কাচে আঁচড় কাটছে উড়ন্ত তুষারকণা। টেনারকে ঠিকই মনে করিয়ে দিচ্ছে জো বেন্টনের এই কেবিনে আশ্রয় নিতে না পারলে সকালের আগেই নিশ্চিত মৃত্যু হত ওর।

পুরানো একটা আলমারির ড্রয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল বেন্টন। 'কম্বল আছে ওখানে। নীচের বাঙ্কে শুয়ে পড়ো।'

শুয়ে চোখ বুজল টেনার। টের পেল এখনও বকবক করে যাচ্ছে বুড়ো। কিন্তু পাত্তা দিল না ও, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ছাদের দিকে। সত্যিই কি ওর পিছু নিয়েছে টেলবটরা? তুষার-ঝড় উপেক্ষা করে অনুসরণ করবে এত দূর?

ঘুমিয়ে পড়বার আগে ওর শেষ ভাবনা ছিল: *সকাল হলে…ভোর হলেই হতচ্ছাড়া এই কেবিন ছেড়ে চলে যাব আমি!*

*

গায়ে শীতল বাতাসের কামড়ে ঘুম ভেঙে গেল টেনারের। মুহূর্তের জন্য স্থির ভাবে শুয়ে থাকল ও, বুঝবার চেষ্টা করল কোথায় আছে। কামরাটা অন্ধকার, তুষারের ফ্যাকাসে আভা ঢুকে পড়েছে জানালা পথে, অস্বস্তিকর আবহ তৈরি করেছে; কোন কিছু পরিচিত ঠেকল না ওর কাছে। তারপর আচমকাই মনে পড়ে গেল সব…

বাঙ্কে উঠে বসল ও। বাঙ্ক ছেড়ে দরজার দিকে এগোল, সশব্দে বন্ধ

করে দিল দরজাটা। 'দরজা খোলা রেখেছ কেন, মি. বেন্টন?' অটুট নীরবতায় অস্বাভাবিক গম্ভীর শোনাল ওর কণ্ঠ। কিন্তু উত্তর দিল না কেউ।

কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ও, কান পেতে শুনবার চেষ্টা করল। বাতাসের গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ শুনতে পেল না।

হাতড়ে দেয়াশলাই খুঁজল ও, লণ্ঠন জ্বালাল।

জো বেন্টনের বাঙ্কটা শূন্য। কিন্তু চাদরের ভাঁজ দেখে বোঝা যাচ্ছে ঘুমিয়েছিল সে।

দ্রুত গায়ে বাকস্কিন জ্যাকেট চাপাল টেনার, পায়ে বুট গলিয়ে দরজার দিকে এগোল। হোলস্টারে পরখ করে নিল পিস্তলটা, টেবিলের উপর থেকে লণ্ঠন তুলে নিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল।

হয়তো টেলবটরা চলে এসেছে...বাইরে অপেক্ষায় আছে...কিন্তু যুক্তি বলছে সেটা একেবারেই অসম্ভব। এরকম বিপজ্জনক আবহাওয়ায় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার চেয়ে আশ্রয় খুঁজবার জন্যই বেশি ব্যস্ত থাকবে ওরা।

দরজা খুলে বাইরের অন্ধকারে পা রাখল টেনার। ঝড়ো হাওয়া ঝাপটা মারল মুখে, মনে হলো শীতল একটা চড় খেয়েছে; গলার গভীরে নিঃশ্বাস আটকে গেল। মাথা নিচু করে পোর্চ ছেড়ে নামল ও, দু'পা এগোতে হোঁচট খেল তুষারের পুরু স্তরে প্রায় ঢেকে পড়া একটা দেহের সঙ্গে।

ঝুঁকে তুষার সরাল ও, লোকটার মুখ দেখবার প্রয়োজন মনে করল না, যেহেতু জানে কে হতে পারে। বুড়োর দুই বগল চেপে ধরে ভারী দেহটা টেনে ভিতরে ঢোকাল, তারপর লণ্ঠন আনবার জন্য বেরিয়ে এল আবার।

বেন্টনকে ভাল মত পরীক্ষা করবার প্রয়োজন পড়ল না, এক নজর দেখেই টেনার বুঝতে পেরেছে পা ভেঙে গেছে বুড়োর।

বেন্টনকে বাঙ্কে শোয়াতে বেশ কসরৎ করতে হলো ওর। কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল দেহটা, তারপর ফায়ারপ্লেসের কাছে চলে এল। প্রায় নিভে গেছে আগুন, জ্বলন্ত কিছু অঙ্গার উঁকি দিচ্ছে ছাইয়ের আড়াল থেকে। একসঙ্গে বেশ কিছু কাঠের চেলা ফায়ারপ্লেসে ঠেসে দিল ও, আগুনের তেজ বাড়াল যাতে পুরো কামরা উষ্ণ হয়ে ওঠে। দ্রুত হাতে কাজ করছে, যেহেতু জানে একমাত্র উষ্ণতাই বাঁচাতে পারে বেন্টনকে।

আহত মানুষটার কাছে এল ও। বুড়োর ট্রাউজারের পা ছিঁড়ে ফেলল, তারপর একটা বালিশের উপর রাখল পা-টাকে। বেন্টন যখন জ্ঞান ফিরে

পেল, ততক্ষণে স্প্লিন্ট তৈরি করে জায়গামত বসিয়ে দিয়েছে টেনার।

উঠে বসবার চেষ্টা করল বুড়ো।

'উঁহুঁ, শুয়ে থাকো! পা ভেঙে গেছে তোমার।'

বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল বেন্টন, মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তবে হতাশার চেয়ে বেদনা আর যন্ত্রণাই বেশি প্রকাশ পাচ্ছে। ঘুরে কেবিনেটের কাছে চলে গেল টেনার, হুইস্কির একটা বোতল নিয়ে ফিরে এল। গ্লাসে কিছুটা ঢেলে ধরিয়ে দিল বেন্টনের হাতে। 'ঝটপট গিলে ফেলো,' বলল ও। 'ঠাণ্ডায় বাইরে থাকার সময় হয়তো জিনিসটা তেমন কাজের কিছু নয়, কিন্তু ঘরের ভেতরে খেতে পারলে শরীর নিশ্চই গরম হবে।'

তৃষ্ণার্ত মাতালের মত দ্রুত গ্লাসের সবটুকু হুইস্কি নিঃশেষ করে ফেলল বেন্টন, তারপর গ্লাসটা ফেরত দিল। বালিশে মাথা ডুবিয়ে দিয়ে চোখ বুজল সে, তারপর চোখ মেলে তাকাল চারপাশে। 'শেষ যেটা মনে আছে,' কিছুটা অনিশ্চিত স্বরে বলল। 'বার্নে একটা শব্দ শুনেছি। বার্নের দিকেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পা হড়কে গেল! টের পেলাম চোখের সামনে দুনিয়া ঘুরে উঠল···ব্যস, আর কিছু মনে নেই!'

'কিন্তু দরজা খোলা রেখেছিলে কেন?' মৃদু অসন্তোষের সঙ্গে বলল টেনার। 'তবে এক হিসেবে তাতে ভালই হয়েছে, ঘরে ঠাণ্ডা ঢুকেছে বলেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। নইলে সকাল পর্যন্ত তুষারের মধ্যে পড়ে থাকত তোমাকে।'

'নির্ঘাত আমার লাশ খুঁজে পেতে তখন।'

'বার্নে শব্দ শুনতে পেয়েছ তুমি, তাই বলেছিলে না?' জানতে চাইল টেনার, গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে।

নড করল বেন্টন। 'তুমি বরং দেখে এসো আসলেই কোন সমস্যা আছে কিনা।'

টেলবটরা হয়তো চলে এসেছে···হয়তো বাইরে অপেক্ষায় আছে! ওরা জানে যে ঘোড়ার জন্য কেবিন থেকে বেরিয়ে বার্নে যাবে টেনার···তাছাড়া বার্নটাও যথেষ্ট উষ্ণ; সার্বিক বিবেচনায় বার্নে অবস্থান নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করতে পারবে ওরা, এমনকী সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাও কঠিন হবে না। কিংবা ইচ্ছে করেই শব্দ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, স্টেবলে যেতে বাধ্য করবে ওকে। কেবিন থেকে বেরোলে টেনারকে শিকার করা তেমন কোন ব্যাপার হবে না।

'পরেও দেখা যাবে,' নিস্পৃহ স্বরে বলল টেনার। 'দরজাটা তো বন্ধই

দেখলাম।' চুলোর কাছে এসে কেতলি চড়িয়ে দিল ও, তারপর কফি তৈরি করল। রাতে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে ধারণা নেই ওর, কিন্তু পুরোপুরি ঝরঝরে লাগছে এখন–ক্লান্তি কেটে গেছে, আচ্ছন্ন ভাবটাও নেই; এবং তৈরি ও, যদি সত্যিই এসে থাকে ওরা।

নিখাদ বিস্ময় নিয়ে টেনারকে দেখছে বেন্টন। নীরবে কফি তৈরি করছে সে, একটা কথাও বলছে না। কফির মগ বাড়িয়ে দেওয়ার সময়ও নির্বিকার দেখাল টেনারকে। 'জানি না টেলবটরা বাইরে আছে কিনা,' বিরক্ত হয়ে বলল বেন্টন। 'অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই বোধহয়। নিশ্চিত হতে হলে বেরিয়ে গিয়ে খুঁজতে হবে। দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার, তাই না?'

'চুপ করো!' ত্যক্ত স্বরে দাবড়ানি দিল টেনার।

স্টোভের কাছ থেকে উঠে দাঁড়াল ও, নতুন কাঠ ঠেলে দিল গনগনে আগুনের শিখায়, আনমনে বিচার করছে পুরো পরিস্থিতি–একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছে। ঝড় বন্ধ হলেও পায়ে হেঁটে কারও পক্ষে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, দূরত্ব বা তুষারের উপর পড়া ছাপ ধরে অন্য কারও অনুসরণ করবার সম্ভাবনা বাদ দিলেও সাফল্যের সম্ভাবনা নেই।

তাক থেকে বুড়োর স্পেন্সারটা তুলে নিল ও, পরখ করল। সাতটা শট। রাইফেলে ওর হাত ভালই, খরগোশ বা স্কুইরেল শিকার করেছে মন্টানায় থাকবার সময়। বার্নটা বড়জোর ষাট বা সত্তর গজ দূরে, রাইফেলের জন্য পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ বলা যায়।

বাতি নিভিয়ে বাঙ্কে শুয়ে পড়ল ও। জো বেন্টনের গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়েছে সে। হুইস্কি ভালই কাজ দেখিয়েছে।

হঠাৎ উঠে বসল ও, এত আচমকা যে উপরের বাঙ্কের তলার সঙ্গে বাড়ি খেল ওর মাথা। *কিন্তু বেন্টনের কী হবে?*

টেলবটদের ভীতি তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ওকে, নিরাপদ একটা জায়গায় সরে পড়বার জন্য প্রলুব্ধ করছে মনকে। অথচ বুড়ো অসহায় মানুষটার কথা ভুলেই গিয়েছিল!

মানুষটাকে ছেড়ে যাওয়া যাবে না। এখানেই থাকতে হবে ওর, এবং টেলবটদের মুখোমুখি হতে হবে–তারা স্টেবলে থাকুক আর না-থাকুক।

তুষার ঝড় থেকে বেঁচে গেছে ঠিকই, কিন্তু অন্য এক ফাঁদে নিজেকে জড়িয়েছে উইল টেনার, অসহায় এক শিকারে পরিণত হয়েছে; যখন ইচ্ছে আসবে টেলবটরা, স্রেফ একটা গুলি খরচ করবে। কোন সম্ভাবনাই নেই

ওর।

বাঙ্ক ছেড়ে হেঁটে জানালার কাছে চলে গেল টেনার। ঝড়ের তেজ কমে এসেছে, বাতাসের তোড় আর নেই আগের মত; মেঘের ফাঁকে ফ্যাকাসে নীল আকাশ উঁকি দিচ্ছে। তুষারে ঢাকা বার্নটাকে দেখাচ্ছে জীর্ণ, জড়সড় গোয়াল-ঘরের মত। সামনে কোন ট্র্যাক নেই, তার মানে এই নয় যে বার্নে ঢোকেনি কিংবা ওখান থেকে বেরোয়নি কেউ; আসলে কোন ট্র্যাকেরই গুরুত্ব নেই এখন, কারণ টেলবটরা ভিতরে ঢুকে থাকলে অনেক আগেই তুষারে ঢেকে গেছে ট্র্যাক।

ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে বার্নের দিকে তাকাল টেনার, তখনই ভাবনাটা এল মাথায়। এখানে আসলে কোন কাজই নেই ওর। মনে করলেই হয় যে বুড়ো একা থাকা অবস্থায় আহত হয়েছে! তা হলেই তো চলে যেতে পারে ও, তাই না? ধরে নিলেই হয় তুষারের স্তূপে পড়ে আছে মানুষটা, তাকে তুলে নেওয়ার জন্য আসেনি কেউ? তেমন হলে এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেত জো বেন্টন। বুড়োকে তুলে এনে ঋণ শোধ করেছে ও, বিপদে ওকে আশ্রয় দিয়েছিল সে, সেই ঋণ শোধ করেছে। শোধ-বোধ হয়ে গেছে এখন, সুতরাং চলে যেতে বাধা নেই আর।

কিন্তু শুধু এই একটা ব্যাপার করতে পারবে না ও—এভাবে চলে যাওয়া।

স্পেন্সারটা তুলে নিয়েও আবার রেখে দিল টেনার। কেউ যদি সত্যিই বার্নে এসে থাকে, স্পেন্সারটা দিয়ে আসলে কোন কাজ হবে না, বরং গুলি চালাতে অসুবিধে হবে। কারণ রাইফেলটা অতিরিক্ত দীর্ঘ। কোল্টই কাজে আসবে বেশি।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল ও, দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে বুকে ভরে নিল। বাইরে কেন যাচ্ছে ও? ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যাবে?

সাধারণ একজন মানুষ ও, স্রেফ উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক র‍্যাঞ্চার। গানম্যান নয়। গানম্যান হওয়ার ইচ্ছেও নেই ওর। আচমকা উপলব্ধি করল কেন বাইরে যাচ্ছে। ব্যাপারটা একেবারেই সহজ। ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দিতে যাবে, শীতের সকালে যে-কোন র‍্যাঞ্চারই তাই করে।

ওর ঘোড়া বা গরু?

বাথান থেকে রওনা দেওয়ার পর এই প্রথম নিজের স্টকের কথা মনে পড়ল ওর। গরুগুলোকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, খারাপ আবহাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত ওরা, তুষারও তেমন গভীর ভাবে পড়েনি যে চাপা পড়া ঘাস টেনে নিতে পারবে না; তা ছাড়া বাথান থেকে বেরোনোর সময় প্রতিবারই খড়ের

গাদার দরজা খোলা রাখে টেনার। মনে হয় না খড়ের গাদায় ফিরে আসবে গরুগুলো, কারণ সাধারণত খোলা রেঞ্জেই কাটিয়ে দেয় ওরা। যদি বার্নের আশপাশে থাকে, না খেয়ে মরতে হবে না ওদের।

ঘোড়াগুলোর কথা অবশ্য আলাদা, কারণ সবগুলোই স্টলে আছে। ওর একমাত্র কাউহ্যান্ড জেফ লোগানকে অবশ্য বলেছে যে শহরে যাচ্ছে, সন্ধের মধ্যে ফিরে না গেলে দানাপানি দেবে সে ঘোড়াগুলোকে। লোগান মানুষ হিসাবে যথেষ্ট সতর্ক, পোড়-খাওয়া; ঠিকই বুঝে নেবে কোথাও একটা ঝামেলা হয়েছে, অন্য সবার মত একসময় অ্যান্টিলোপে জ্যাক টেলবটের সঙ্গে ওর ডুয়েলের গল্পও শুনতে পাবে। ঘোড়া বা গরু, সবগুলোর যত্ন নেবে সে, যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাড়ির কথা স্মরণ করল টেনার—নিজ হাতে বাড়িটা বানিয়েছে, বাড়ি...গরু...ঘোড়া—সবকিছুই ওর। ঠিকই বলেছে জো বেন্টন। ঝামেলা যখন এড়ানো যায় না, তখন আগ বাড়িয়ে মোকাবিলা করাই ভাল। মঙ্গলজনক। কী ক্ষতি হতে পারে? মরবে না হয়, কিন্তু আজীবন পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে কিংবা নিজের মর্যাদা বা সম্পদ বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে এ-ই ভাল। এরচেয়ে বেশি কী হতে পারে?

দরজা খুলে বাইরের শীতল তুষারের রাজ্যে পা রাখল টেনার।

আকাশ পরিষ্কার। পুব দিগন্তে লালিমা দেখা যাচ্ছে, মিনিক কয়েক পরই সূর্য উঠবে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দৃঢ় পায়ে বার্নের দিকে এগোল টেনার। কোটের ল্যাপেলের আড়ালে রয়েছে কোল্ট ৪৪-টা, কোল্ট ধরা হাত আড়ালে তো রয়েছেই, একইসঙ্গে শরীরের উষ্ণতাও ভাগাভাগি করছে।

বার্নের দরজার সামনে এসে থামল ও।

দরজার আশপাশে তুষার জমেছে, পাল্লা বা চৌকাঠও বাদ পড়েনি। কোথাও এমন কোন চিহ্ন নেই যাতে বোঝা যাবে গতরাতে ও বার্ন ছেড়ে যাওয়ার পর কেউ ঢুকেছে এখানে, তা হলে জমে থাকা তুষারের অবস্থানের পরিবর্তনে বুঝতে পারত। হুড়কো খুলে কবাটে ঠেলা দিল টেনার, কোটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে কোল্টটা, দ্রুত বার্নের ভিতরে পা রাখল ও।

ব্যাপারটা একইসঙ্গে বিপজ্জনক, নাটুকে এবং নির্বুদ্ধিতা, পা বাড়ানোর সময় আনমনে ভাবল টেনার, যেহেতু বার্নের অপেক্ষাকৃত অন্ধকারে ঢুকছে, বাইরের তুষারের শুভ্রতার বিপরীতে স্পষ্ট ফুটে উঠবে ওর কাঠামো। দ্রুত একপাশে সরে দাঁড়াল ও।

কিছুই ঘটল না।

প্রতিটি স্টল খুঁজে দেখল ও, কিন্তু পাত্তাও নেই কারও। হোলস্টারে পিস্তল ঢুকিয়ে ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দিল। কাজ শেষ করে বেরিয়ে এল ও, পেছনে দরজা বন্ধ করে দিল। মুহূর্তের জন্য স্থির দাঁড়িয়ে থাকল, শীতল বাতাস টেনে নিল বুকে; মনে পড়ল দ্বিধা আর সংশয় কতটা সময় দগ্ধ করেছে ওকে, কতক্ষণ ধরে বার্নের উপর নজর রেখেছিল—ভেবেছে বার্নে অবস্থান নিয়েছে টেলবটরা।

সত্যিই কি ভয় পাচ্ছিল ও? সব ভয়ই কি একরকম? সবই কি—নাকি অধিকাংশই—আসলে কল্পনা? বেন্টনই বোধহয় ঠিক বলেছে, মোদ্দা কথা হচ্ছে ভয়কে তাড়াতে হলে না পালিয়ে, বরং এগিয়ে গিয়ে মোকাবিলা করতে হয়?

বাড়ির কাছাকাছি ফিরে এল ও। পোর্চে এসে বুট থেকে তুষার খসানোর জন্য ঝুঁকে পড়ল। আচমকা সামনে খুলে গেল দরজাটা, খোলা দরজায় জো বেন্টনকে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল টেনার।

রাইফেলের বাঁট দরজার হাতলের সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখেছে বুড়ো, টেনারের মাথা ছাড়িয়ে আঙিনার দিকে নিশানা করেছে।

চোখ তুলে তাকাল টেনার। দেখল কঠোর হয়ে গেছে বুড়োর মুখ, যন্ত্রণা ছাপিয়ে উঠেছে দৃঢ় প্রত্যয় আর নির্লিপ্ততা। কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে সে, শরীরে একটা চাদর জড়িয়ে নিয়েছে। টেনার যখন ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়াচ্ছে, এই ফাঁকে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছে। এবং নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, ওর চেয়ে অনেক বেশিই দেখেছে।

ওকে ছাড়িয়ে গেছে জো বেন্টনের দৃষ্টি। 'থামো! ওখানেই দাঁড়াও সবাই!' ধমকে উঠল সে।

টেনার বুঝে গেল মোক্ষম সময় উপস্থিত। না দেখেই বুঝতে পারছে চলে এসেছে টেলবটরা, এ মুহূর্তে ঠিক ওর পেছনে অবস্থান নিয়েছে। চারজন ওরা, এ-ও জানে একেবারে বেকায়দা অবস্থায় পেয়ে গেছে ওকে।

কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় পাচ্ছে না ও, ন্যূনতম অস্থিরতাও বোধ করছে না।

বোধহয় এটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার। মৃত্যুর চেয়েও তিক্ত এবং জঘন্য জিনিস আছে দুনিয়ায়, ঠিক সেই মুহূর্তে জেনে গেল উইল টেনার, ভয় আর আতঙ্ক হচ্ছে সেই জিনিস। অমর্যাদা আর কাপুরুষত্বও তাই।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'এটা আমার লড়াই, বেন্টন.' শান্ত.

নিষ্কম্প স্বরে বলল উইল টেনার। 'পিছিয়ে যাও। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

পোর্চ থেকে নেমে পড়ল টেনার। ভয় পাচ্ছে না, কিন্তু খানিকটা হলেও অনিশ্চয়তা বোধ করছে। কারণ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ওর প্রতিকূলে, কিন্তু তারপরও, যতটা আশা করেছিল তারচেয়ে ভালই বলা চলে। ঘোড়ার পিঠে চার অশ্বারোহীকে দেখতে পেল, শীতে কাঁপছে ওরা। 'তোমরা কি আমাকেই খুঁজছ?' নিস্পৃহ স্বরে জানতে চাইল ও।

দ্বিধা করছে ওরা...ঠাণ্ডা আর ক্লান্তিতে এমনিতে পর্যুদস্ত, প্রেয়ারিতে বিনিদ্র কষ্টকর একটা রাত কাটিয়েছে, যে-ধরনের আশ্রয়েই থাকুক না কেন, সেটা যে খুব বেশি উষ্ণ ছিল না স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সামনে দাঁড়ানো লোকটা জ্যাক টেলবটকে ড্রয়ে হারিয়েছে, মাত্র একটা বুলেটই জায়গামত লাগিয়েছে; কোন ভাবেই ব্যাপারটা উপেক্ষা করবার কিংবা খাটো করে দেখবার মত নয়। পালাতে ব্যস্ত কারও পিছু নেওয়া এক কথা, আর লড়বার জন্য মুখিয়ে থাকা কোন লোকের মুখোমুখি হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

'আমার বাথান থেকে একটা ঘোড়া চুরি করেছিল জ্যাক টেলবট,' ঠাণ্ডা বাতাসের হা-হুতাশ ছাপিয়ে উঠল উইল টেনারের শান্ত কণ্ঠস্বর। 'ঘোড়াটা ফিরিয়ে নিতে এসেছিলাম আমি। ওকে যখন বললাম, সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে। ঝামেলা নিজেই ডেকে এনেছিল জ্যাক, এবং তার মাসুলও দিয়েছে। তোমাদের যদি কিছু বলার থাকে, বলে ফেলতে পারো; কিংবা যদি কিছু করতে চাও, সেরে ফেলো ঝটপট।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লী টেলবট, এই প্রথম গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে পুরো পরিস্থিতি। ভেবেছিল উইল টেনারকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখতে পাবে, কিন্তু মোটেই সেরকম দেখাচ্ছে না তাকে।

তারপরও হয়তো টেনারকে শেষ করে দিতে পারবে। চারটা বন্দুকের বিরুদ্ধে মাত্র একটা। হয়তো দুটো, যদি বুড়ো লোকটা নাক গলায়। বুড়োকে হিসাবের মধ্যে না ধরলেও, নির্ঘাত ওদের অন্তত একজনকে পেড়ে ফেলবে টেনার, এমনকী দু'জনকেও নিকেশ করে ফেলতে পারে। হিমশীতল ঠাণ্ডা, তুষার ঝড় আর ক্লান্তি ভুলে দীর্ঘ সত্তর মাইল রাইড করেছে ওরা একটি লোককে খুন করবার জন্য, নিজেরা খুন হওয়ার জন্য নয়; চারজনের প্রত্যেকেই অনুভব করছে যে-ই আগে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াবে, তার দিকেই ধেয়ে আসবে উইল টেনারের প্রথম বুলেট।

শীতল পরিবেশে অস্বস্তির মত দানা বাঁধছে নীরবতা। অধৈর্য ভঙ্গিতে খুর

দিয়ে মাটিতে আঘাত করল একটা ঘোড়া।

'জ্যাক নিশ্চই আসল ঘোড়াচোরের কাছ থেকে কিনেছিল ঘোড়াটা,' শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভাঙল লী টেলবট। 'এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না আমরা।'

আপসের সুরটা ধরতে অসুবিধে হলো না টেনারের। এক পা আগে বাড়ল ও। 'সোমবার বিকেলের মধ্যে ঘোড়াটা আমার বাথানে ফেরত দিয়ে আসবে তোমরা। তারপর সবকিছু ভুলে যাব আমরা। পরিষ্কার?'

ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না ওদের। পরিস্থিতির পরিবর্তন কিংবা দীর্ঘ রাইডের পরিণতিতে খালি হাতে ফিরে যেতে হচ্ছে, যার কোনটাই পছন্দ করতে পারছে না কেউ। এখন থেকে বোধহয় কেউই তেমন গুরুত্ব দেবে না ওদের, অন্তত সমঝে চলবে না কেউ কেউ। অভিজ্ঞতাটা নিঃসন্দেহে সুখকর কিছু নয়, জানে সবাই। স্রেফ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ওরা, অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে পারছে চারজনই, কিন্তু মৃত মানুষের কাছে মর্যাদা বা গোয়ার্তুমির মূল্য ঠিক কতটুকু?

কোন মূল্য নেই আসলে।

'প্রতিবেশীদের মধ্যে লড়াই হওয়া কখনোই সুখের বিষয় নয়,' এবারও লী টেলবটই মুখ খুলল। 'অন্তত এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে ব্যাপারটা।'

দীর্ঘক্ষণ নীরবে কেটে গেল, কেউ কিছু বলছে না। লী টেলবটের পেছনে উসখুস করছে অন্যরা, হোলস্টারে পড়ে আছে সবার হাত, তৈরি-মুহূর্তের মধ্যে নরক নামিয়ে আনবে। শুধু কেউ শুরু করলেই হলো!

কিন্তু কেউই নড়ছে না, চোখের পাতা সামান্যও নাড়ছে না কেউ।

শেষপর্যন্ত নড়ল লী টেলবট, তবে ফিরতি পথে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল সে-গেটের দিকে। অন্যরাও ঘুরে দাঁড়াল একে একে।

'টেলবট?'

সন্তর্পণে ঘাড় ফেরাল লী।

'আমার বাথানে গিয়ে লোগানের সঙ্গে দেখা করবে? ওকে বোলো ঘোড়া আর গরুগুলোর যত্ন নিতে বলেছি আমি। এখানে এক বন্ধু বিপদে পড়েছে, ও সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত থাকতে হবে আমার। পা ভেঙে গেছে ওর।'

গেটের কাছে এসে স্যাডল ছেড়ে নামল টেলবটদের একজন, অন্যরা বেরিয়ে যাওয়ার পর সতর্কতার সঙ্গে গেট বন্ধ করে দিল। একসঙ্গে ফিরতি পথে ঘোড়া ছোটাল চার রাইডার। নীরব হয়ে আছে প্রত্যেকে, গম্ভীর বিষণ্ন মুখ সবার।

'টেনার?' বেন্টনের অধৈর্য কণ্ঠ শোনা গেল। 'ভেতরে এসে দরজাটা বন্ধ করো! বাড়িটাকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে ফেলবে নাকি? তাছাড়া, নাস্তাও তৈরি করতে হবে!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে পোর্চের দিকে এগোল উইল টেনার। আকাশের দিকে তাকাল। উত্তরে ছুটে যাচ্ছে মেঘের সারি, পুব দিগন্তে তুষারের বিছানায় উঁকি দিচ্ছে সূর্য। দেশটা সম্পর্কে একটা কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, এখানকার কোন কিছুই পরিষ্কার হতে খুব বেশি সময় লাগে না।

উচ্ছেদ

গিলা ক্রসিঙের লিভারি বার্নের সামনে পুরানো একটা কাঠের ট্রাফ আছে। ট্রাফের একপাশে মরচে ধরা জীর্ণ পাম্প। জন ওয়েস যখন সেখানে এসে পৌঁছল, পাম্পের কাছে ধূলিধূসর রাস্তায় জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল চারজন লোক। ক্ষৌরিহীন মুখে ক্লান্তি ছাড়াও মলিন আর বিষণ্ন দেখাচ্ছিল তাদের।

এদের দু'জন দীর্ঘদেহী, কিন্তু অন্য বিষয়ে পরস্পরের আলাদা বলা যায়। এড লোরিং পেনসিল্‌ভেনিয়ান, ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ, মুখটা যদিও লালচে। ওর পাশের লোকটি একই উচ্চতার, কিন্তু গায়ে-গতরে আরও গাট্টাগোট্টা। রোদপোড়া তামাটে মুখ তার, চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি লেগে থাকে সারাক্ষণ। চওড়া গর্দানের উপরে মুখটাকে গ্র্যানিটের টুকরো বলা চলে। রয় স্ট্রাইডার লোকটা দেখতে যেমন, স্বভাবেও তাই–উদ্ধত, দাম্ভিক এবং প্রায়ই গায়ের জোর ব্যবহার করতে অভ্যস্ত।

পিবডি আর ম্যাকনেব দেখতে মোটামুটি একই রকম, মাঝারি গড়ন ওদের। ম্যাকনেব কম কথার মানুষ, ধূসর চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, চাহনিতে বোঝা যায় নাছোড়বান্দা টাইপের লোক। পিবডি নিজের বগলে একটা শটগান বয়ে বেড়ায়। খাটো সে, ঘাটতিটা বিশাল বুকের ছাতির মাধ্যমে পুষিয়ে নিয়েছে যেন। অন্যদের মত সে-ও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে স্যাডল ত্যাগ করে পাম্পের দিকে অগ্রসর হওয়া আগন্তুককে দেখল। সওয়ারীর পেছন পেছন এগিয়ে এল রোয়ানটা, ট্রাফের ঠাণ্ডা পানি পান করবার পর সন্তুষ্ট মনে হলো ওটাকে।

গিলা ক্রসিঙের চার অধিবাসীর নিরাসক্ত চাহনি সম্পর্কে সচেতন জন ওয়েস, কিন্তু সেটা প্রকাশ পেল না ওর আচরণে। শুকনো লাউয়ের খোলস দিয়ে তৈরি একটা পাত্র ছিল এক কোণে, ওটার তলায় জমে থাকা পানি ফেলে কলের হাতল ধরে পানি পাম্প করা শুরু করল ও।

ওর ধূলিমলিন শার্ট নিরীখ করল অন্যরা, যেন শার্টের নীচে প্রশস্ত কাঁধের অস্তিত্ব থেকে এখানে আসবার কারণ বা ওর মিশন সম্পর্কে আগাম ধারণা পেতে চাইছে। ধারণা পেল অবশ্য, খানিকটা–নিচু করে উরুতে বাঁধা জোড়া পিস্তল, চলাফেরার মধ্যে সতর্ক, অনায়াস ভঙ্গি–অনায়াসে সমীহ্ কাড়বে যে-কারও; পালিশ করা বুট জোড়া এ মুহূর্তে মলিন হয়ে গেছে ট্রেইলের ধুলোর অত্যাচারে। বুটে মেক্সিকান স্পার। পাম্পের ঠাণ্ডা পানি পান করল জন ওয়েস, কয়েক ফোঁটা গড়িয়ে থুতনি হয়ে ওর শার্টের সামনের অংশ ভিজিয়ে দিল। কিন্তু দু'বারে পাত্রটা খালি করে ফেলল সে।

তৃষ্ণা মেটানোর ফাঁকে সামনের লোকগুলো সম্পর্কে ভেবেছে ওয়েস। এদের পোশাক, ভাবভঙ্গি, অস্ত্র–সবই নিরীখ করল। বার্নের পোর্চে চেয়ারে বসা মোটাসোটা লোকটাও ওর নজর এড়ায়নি। বিশাল মুখ লোকটার, কয়েকদিন ক্ষৌরি করা হয়নি বলে নোংরা দেখাচ্ছে দাড়ির জঙ্গল। পুরু ঠোঁট আর ক্ষুধার্ত হাউন্ডের মত বড়সড় দুটো চোখ।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল মোটু। 'ঘোড়াটার যত্ন নিতে হবে নাকি, স্ট্রেঞ্জার? আমি লিভারিম্যান।' লোকটার মাঝারি সাইজের ভুঁড়ি শার্ট ফুঁড়ে বেরোতে চাইছে, র-হাইডের দড়ি দিয়ে বেল্টের কাজ চালিয়ে নিচ্ছে সে, কোন রকমে প্যান্টটা আটকে রেখেছে। 'লোকে আমাকে জর্জ ও'নীল নামে চেনে,' যোগ করল সে।

'স্টলে রেখে কিছু দানাপানি দাও ওকে,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল ওয়েস। 'ঠিকমত যত্ন কোরো। তবে বিরক্ত কোরো না আবার।'

খরখরে স্বরে হেসে উঠল ও'নীল। 'হ্যামারহেডগুলো সবই সাধারণ ঘোড়া,' কিছুক্ষণের জন্য থেমে নিজের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দেখল লিভারিম্যান, উৎসুক দৃষ্টি স্থির হলো ওয়েসের উপর। 'আরও দূরে যাবে, নাকি এখানেই থামছ?'

'জায়গামত পৌঁছে গেছি,' নির্লিপ্ত মুখের মত, কোন ভাবান্তর দেখা গেল না ওয়েসের গাঢ় নীল চোখে। 'আসার পথে দেখলাম রেঞ্জের একটা বড়সড় অংশ পুড়ে গেছে, আগুন লেগেছিল?' কলতলার লোকগুলো হয়তো আগুনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ভাবল ওয়েস। মাইল দুই পেছনে ট্রেইলের কিনারে কয়েকটা ওয়্যাগন দেখে এসেছে ও, একটা ক্রীকের কাছে ক্যাম্প করেছে দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো। হয়তো ওই দলের অংশ এরা। 'আগুন ঠেকানোর জন্যে একটা দেয়ালও দেখলাম। মনে হচ্ছে সময়মত তৈরি করা হয়েছিল ওটা।'

'এড লোরিং তৈরি করেছে ওটা,' জানাল জর্জ ও'নীল, চোখের ইশারায় লোরিংকে নির্দেশ করল। 'প্রায় পুরোটা একাই তৈরি করেছে ও, যেন আগে থেকেই জানত আগুন লাগবে।'

এড লোরিংয়ের দিকে ফিরল ওয়েস। 'তোমাকে সতর্ক করা হয়েছিল নাকি, মিস্টার? নাকি স্রেফ দুর্ঘটনা?'

কিন্তু জবাব দিল রয় স্ট্রাইডার। 'দুর্ঘটনা!' বলবার সময় সশব্দে মাটিতে থুথু ফেলল চওড়া ভুরুর লোকটি। তারপর ওয়েসের দিকে ফিরল, চোখে সন্দেহ আর বিদ্বেষ। 'আগন্তুক হিসেবে প্রচুর প্রশ্ন করছ তুমি, বন্ধু!'

স্থির দৃষ্টিতে স্ট্রাইডারের দিকে তাকাল ওয়েস, ওর নীল চোখ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল তাকে। কয়েক সেকেন্ড এভাবে কেটে যাওয়ার পর লাল হয়ে উঠল স্ট্রাইডারের মুখ, কঠিন হয়ে গেছে চোয়াল। 'ঠিক ধরেছ,' শেষে নিস্পৃহ স্বরে বলল ওয়েস। 'যখন কিছু জানতে ইচ্ছে করে আমার, প্রশ্ন করেই জেনে নেই।' স্ট্রাইডারকে বাতিল করে দিয়ে লোরিংয়ের দিকে ফিরল ও।

'আমাদের ধারণা এ এলাকার বড় র‍্যাঞ্চগুলো ওই আগুনের জন্যে দায়ী,' সতর্ক কণ্ঠে উত্তর দিল লোরিং। 'আমাদের চলে যেতে বলেছিল ওরা, কিন্তু নিজের বাড়ি থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেবে এমন লোক নই আমরা। এই জমিতে যে-কেউ বসতি করতে পারে।

'এই রেঞ্জের বেশিরভাগ জমি তিন র‍্যাঞ্চারের–স্টিফেন বেইনি, হলস্টেন ওয়াকার আর কর্নেল এভারি কোয়ার্টারম্যানের। কয়েকশো মাইল এলাকা শুধু ওই তিন বাথানের দখলে। তার তুলনায় আমাদের জমি একেবারে অল্প, এবং মিডল ফর্কের উত্তরে ব্ল্যাক মেসার পাদদেশে বসতি করেছি আমরা–এমন জায়গায় যাতে ওদের ক্ষতি না হয়। কিন্তু তারপরও ঝামেলা হচ্ছে এখানে।'

'যাদের নাম বললে, তাদের সাথে?'

'আর কে হতে পারে! পিবডির বিরুদ্ধে চোরা গরু জবাই করার অভিযোগ করেছে বেইনি, কিন্তু ও অস্বীকার করেছে বলে গোলাগুলিই হয়ে যেত, যদি না আমি আর ম্যাকনেব সেখানে উপস্থিত থাকতাম। কয়েকদিন আগে ওরিন ম্যাকনেবের বসতিতে গিয়েছিলাম আমি আর পিবডি, গিয়ে দেখলাম মরে পড়ে আছে ওরিন। নিরস্ত্র অবস্থায় খুন করা হয়েছে ওকে। গুটি কয়েক গরু ছিল ওর, ওগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে বাড়িটা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

এই ওরিন হচ্ছে জ্যাকের ছোট ভাই।'

'তারপর এখানে, ক্রসিঙে হাঙ্গামা বাধল,' পিবডি বলল এবার। 'লোরিং, স্ট্রাইডার আর আমি রাস্তায় চেপে ধরলাম কর্নেল কোয়ার্টারম্যানকে। কিন্তু নিজের কথায় অনড় থাকল সে, বলল ওরিনের খুনের ব্যাপারে কিছুই জানে না, আর বলল হয় আমাদেরকে এ তল্লাট ছাড়তে হবে নয়তো ঝামেলা হলে তার পরিণতি মেনে নিতে হবে। স্ট্রাইডার খুনী হিসেবে অভিযুক্ত করে তাকে, চ্যালেঞ্জ করে সরাসরি।'

'লড়েনি সে?'

'ফুঃ! সে তো ভীতুর ডিম!' নাক সিঁটকে বলল স্ট্রাইডার।

'মাঝে মধ্যে,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল জন ওয়েস। 'একটা লড়াই এড়িয়ে যেতেও সাহস লাগে। এক কোয়ার্টারম্যানের কথা শুনেছি আমি, হয়তো এ লোকই, একাধিকবার নিজের সাহসের প্রমাণ দিয়েছে সে। চালু ইন্ডিয়ান-যোদ্ধা ছিল সে।'

'তো সে নিঃসঙ্গ, নিরস্ত্র এক র‍্যাঞ্চারকে খুন করল শেষে?' ফের অবজ্ঞা প্রকাশ করল স্ট্রাইডার, জন ওয়েসকে যে তার পছন্দ হয়নি আচরণে সেটা স্পষ্ট জানিয়ে দিল।

'তুমি কি ভেবেছ অন্য কেউও কাজটা করতে পারে? খুনের জায়গায় কি কোয়ার্টারম্যানকে দেখেছ? কিংবা এমন কোন আলামত কি পেয়েছ যাতে মনে হয় সে বা ওর রাইডাররা জঘন্য কাজটা করেছে?'

'এমন কাজ আর কে করবে! বা কে করতে পারত?'

'তুমিও করতে পারো।'

'আমি?' আড়ষ্ট হয়ে গেল স্ট্রাইডার যেন একটা ঘুসি হাঁকিয়েছে ওয়েস, মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ, তারপর প্রচণ্ড রাগে কুৎসিত হয়ে গেল।

'থামো, রয়!' বার্নের দরজায় দাঁড়ানো জর্জ ও'নীল বলে উঠল, জরুরী তাগাদা তার কণ্ঠে। 'ওর বিরুদ্ধে ড্র করলে স্রেফ খুন হয়ে যাবে তুমি! ও একজন রেঞ্জার, জন ওয়েস!'

স্ট্রাইডারের বিশাল হাতের থাবা চলে গিয়েছিল হোলস্টারের বাকলের ওপর, কিন্তু সেখানেই স্থির হয়ে থাকল হাতটা, তারপর ধীরে ধীরে সরিয়ে আনল। 'দুঃখিত,' নিচু স্বরে বলল সে। 'তোমার পরিচয় জানতাম না।'

আইনের প্রতি সমীহ নয়, কিংবা ভয়ও পিছিয়ে দেয়নি রয় স্ট্রাইডারকে।

ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে, কিন্তু ভীত নয়। স্রেফ সতর্কতার কারণেই মত বদলেছে।

'বলছিলাম তুমিই কাজটা করতে পারো,' ফের বলল ওয়েস। 'কিংবা লোরিং বা আমি। আমাদের বিরুদ্ধে যতটা, র‍্যাঞ্চারদের বিরুদ্ধে তারচেয়ে বেশি অভিযোগ নেই তোমার।'

'ঠিক এ কথাটা আগেও বলেছি, রয়,' যোগ করল লোরিং। 'নিশ্চিত না হয়ে এগোতে পারি না আমরা, যেখানে খুনোখুনি হওয়ার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়ে আছে। যদিও সবকিছুই আপাতত আমাদের বিরুদ্ধে। কোন কিছু করার আগে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে।'

'কিন্তু এই রেঞ্জার ব্যাটাও সাহায্য করতে পারবে না আমাদের!' ঘোষণা করল পিবডি। 'কে ডেকেছে তোমাকে, কোয়ার্টারম্যান?'

'ঠিক, এবং ব্যাপারটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও। যদি অপরাধীই হত সে, কোন রেঞ্জারকে ডেকে পাঠাত না, নিজেই তোমাদের দেশছাড়া করত, এবং একগাদা রাইডারকে লেলিয়ে দিত। ও ভাবছে এসবের পেছনে অন্য কোন ব্যাপার আছে।'

'তাই নাকি?' ফের বিদ্রূপ করল স্ট্রাইডার। 'তোমাকে সে আনিয়েছে শুধু একটা কারণে–সবকিছু যাতে আইনের বৈধতা পায়!'

ওঅটর ট্রাফের ওপাশে এসে দাঁড়াল জর্জ ও'নীল। 'রাস্তার ওদিকে হোটেল আছে, পরিষ্কার বিছানা পাবে, মি. ওয়েস। আর এদিকে এমি বুথের রেস্তোরাঁ। পিকোসের পশ্চিমে এরচেয়ে ভাল খাবার আর পাবে না। হয়তো ওখানে ফের দেখা হবে তোমার সঙ্গে?'

নড করল ওয়েস, তারপর লোরিংয়ের দিকে ফিরল। 'তোমার লোকদের ঠাণ্ডা করো, ব্যাপারটা দেখব আমি।'

'তুমি নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবে আর এদিকে না খেয়ে মরব আমরা?' এই প্রথম মুখ খুলল ম্যাকনের, তিক্ততা তার স্বরে। 'ওয়্যাগনগুলো দেখেছ তুমি, ওখানেই আছে আমাদের পরিবারের লোকজন! পর্যাপ্ত রসদ নেই এবং আমাদের সব স্টক তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে! কিভাবে অপেক্ষা করব আমরা? কিই বা করতে পারি? সহজ ভাবে ব্যাপারটাকে নিতে বলছ, ওই মহিলা বা বাচ্চারা তো তোমার নয়!'

'বড় র‍্যাঞ্চের রাইডার বা পাঞ্চারদের সাথে ঝামেলা করে গানফাইটে মরলে কী লাভ হবে? তেমন হলে এই তল্লাট ছাড়া সহজ হয়ে যায় না তোমাদের? তোমাদের কিছু হলে কে দেখবে ওদের? ধৈর্য ধরো,

ম্যান!'

চুপ করে থাকল সবাই, সত্যটি ঠিকই বুঝতে পারছে—প্রত্যেকের মুখে ফুটে উঠেছে। বিষণ্ন, নিঃসঙ্গ এবং শঙ্কিত কিছু মানুষ। নিজেদের জীবনের আশঙ্কায় শঙ্কিত নয়, এ কারণে যে ক্ষুৎপিপাসা, বালিঝড়, বন্যা বা দুর্ধর্ষ ইন্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করেই টিকে আছে এরা; বরং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পীড়া দিচ্ছে লোকগুলোকে। 'ঠিক আছে, তোমার কথাই সই,' শেষে বলল লোরিং। 'অপেক্ষা করব আমরা। কাউকে কথা দিয়ে শেষ পর্যন্ত রাখোনি, এমন কিছু তোমার সম্পর্কে শুনিনি আমি।'

*

রাস্তার ওপাশে লংহর্ন হোটেলে ওয়েসের জন্য অপেক্ষায় ছিল এলাকার প্রভাবশালী তিন র‍্যাঞ্চার। এদের যে-কেউ বাইরে বেরিয়ে এলে হয়তো গোলাগুলি শুরু হতে পারে, জানে ওয়েস; তা ছাড়া তিন বাথানের পাঞ্চার বা রাইডাররা আজ রাতে শহরে আসবে, যে-কোন মুহূর্তে নরক ভেঙে পড়তে পারে গিলা ক্রসিঙে।

জর্জ ও'নীলের কথা মনে পড়ল ওর, লোকটা আভাসে বুঝিয়ে দিয়েছে র‍্যাঞ্চারদের কোথায় পাওয়া যাবে, একইসঙ্গে উত্তপ্ত একটা পরিস্থিতি এড়াতে সাহায্য করেছে ওকে। একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল তার উপস্থিতি। দূরদৃষ্টি আর বিচক্ষণতা ছাড়াও ঘটে বুদ্ধি বা ধৈর্য দুটোই আছে লোকটার।

এভারি কোয়ার্টারম্যান প্রায় ছ'ফুটের মত লম্বা, চুল দাড়ি সাদা হয়ে গেছে তার। জন ওয়েস যখন কামরার ভিতরে ঢুকল, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, দীর্ঘদেহী মানুষটাকে ধোপদুরস্ত কালো কোট আর সাদা হ্যাটে কোন সিনেটরের মত লাগছে। হাত বাড়িয়ে দেওয়ার সময় তার চোখের কোণ কুঁচকে গেল। পাশেই গাঢ় চোখের লম্বা এক মেয়ে দাঁড়িয়ে, সৌন্দর্য এবং ফিগার দুটোই আকর্ষণীয়।

'কেমন আছেন, কর্নেল? আমি ওয়েস।'

'চিনতে পারছি তোমাকে, স্যার, তোমার গল্প শুনে শুনে চেহারার বর্ণনা এমন ভাবে পেয়েছি যে মুখস্থ হয়ে গেছে। মি. ওয়েস, এ আমার মেয়ে, ক্যারল।' খানিকটা পাশ ফিরে বিশালদেহী, লাল চুলো এক লোকের দিকে ফিরল সে। 'এ হচ্ছে স্টিভ বেইনি, ওই ভদ্রলোক—' খাটো, সুঠামদেহী এক লোকের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'হলস্টেন ওয়াকার, রানিং-ডব্লু ওর ব্র্যান্ড।'

নীরবে মাথা দোলাল ওয়েস, ক্যারল কোয়ার্টারম্যানের প্রতি বেইনির ঔৎসুক্য দেখে করুণা বোধ করল। কিন্তু এদের কারও প্রতিই খুব একটা আগ্রহ বোধ করল না ও, বরং ওয়াকারের প্রতি আগ্রহী হলো। হলি ওয়াকার একজন সফল র‍্যাঞ্চার, কাউপাঞ্চারদের গল্পে সবসময়ই তার নাম শোনা যায়–অধীন কাউহ্যান্ড বা প্রতিবেশীদের সাথে তার রূঢ় আচরণ টেরিটরিতে মোটামুটি সর্বজনবিদিত।

হলি ওয়াকারের সাথে হাত মেলানোর সময় লোকটার মুঠির জোর অনুভব করল, কোন লোকের হাতে এত জোর থাকতে পারে ধারণা ছিল না ওর। মোটামুটি সুদর্শন মানুষ সে, নির্লিপ্ত মুখ এবং মাপা চাহনি ধূসর চোখ জোড়ায়। মুখের মসৃণ চামড়া সুগঠিত হাড়ের ওপর টানটান হয়ে আছে।

'দেখলাম রেঞ্জের প্রচুর জায়গা পুড়ে গেছে,' হালকা সুরে মন্তব্য করল ওয়েস। 'কাজটা কে করেছে?'

'নেস্টররা ছাড়া আর কে করবে এমন জঘন্য কাজ!' বিরক্তি ঝরে পড়ল বেইনির কণ্ঠে।

'কিন্তু ওরা দাবি করছে তোমাদের কেউ করেছে। হয়তো তোমরা দুই পক্ষই ভুল করছ।'

'তাবেদারী করতে তোমাকে এখানে পাঠাল কে?' শীতল দৃষ্টিতে ওকে বিদ্ধ করল বেইনি। 'ওই পুঁচকে নেস্টররা, নাকি আমরাই?'

'দু'পক্ষের কেউ নয়,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ওয়েস। 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পাঠিয়েছে আমাকে। আমি দেখতে এসেছি এখানে কোন অন্যায় যাতে না হয়। আইন ভঙ্গ করছে যে, সে যে-ই হোক, লোকটাকে খুঁজে বের করব আমি এবং নিশ্চিত করব যাতে সাজা পায় সে। আইন সবার জন্যেই সমান, নির্দিষ্ট কাউকে রক্ষা করার জন্যে নয়।'

'তোমাকে আগেই বলেছিলাম, রেঞ্জারদের ডেকে পাঠিয়ে আসলে কোন লাভ হবে না, কর্নেল!' কোয়ার্টারম্যানের উদ্দেশে বিষোদ্গার করল বেইনি। 'এই ঝামেলা আমরা নিজেরাই মেটাতে পারব। জন পোলকে একবার লেলিয়ে দিলেই হবে, দেখবে কত সহজে দেশছাড়া হয় ওরা!'

'যদি শুনি তেমন কিছু শুরু করেছ তুমি,' শীতল স্বরে ঘোষণা করল ওয়েস। 'তোমাকেই জেলে ঢোকাব।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে ওর দিকে ফিরল বেইনি। 'নিজেকে কী মনে করো তুমি? পঞ্চাশজন রাইডার আছে আমার, এদের অন্তত এক ডজন লোক তোমার

চেয়েও কাজের! নিজের লড়াই করার জন্যে সস্তা রেঞ্জারদের দরকার নেই আমাদের।'

মৃদু হাসল ওয়েস। ওর হাসিটা দুর্লভ এবং প্রায় বন্ধুত্বপূর্ণ, আন্তরিক। প্রথমে কোয়ার্টারম্যান এবং তারপর তার মেয়ের দিকে তাকাল ও। 'স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তোমাদের মধ্যে মতের অমিল আছে,' শুকনো স্বরে বলল ওয়েস, শেষে বেইনির দিকে ফিরল। 'টেক্সাস রেঞ্জারদের সম্পর্কে তোমার মনোভাবের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতে এখানে আসিনি আমি'–হাসিটা মুহূর্তে হারিয়ে গেল ওর চোখ থেকে–'তোমাদের ঝামেলা মেটাতে এসেছি, এবং ঠিক তাই করব। কিন্তু,' শেষে যোগ করল ও, 'জন পোলের মত আরও রাইডার যদি থাকে তোমার, শেষে তুমিই বিপদে পড়বে। স্বীকৃত একজন খুনী ও, তা ছাড়া রাসলিংয়ের অভিযোগও আছে ওর বিরুদ্ধে, যেখানেই গেছে ঝামেলা করেছে সে। গিলা ক্রসিঙে সংঘর্ষ আটকাতে ওকে যদি গুলি কিংবা দেশ-ছাড়া করতে হয়, তাই করব আমি।'

'জন পোলের মত রাইডারদের কারণেই আমার বাথান গড়ে উঠেছে,' অবজ্ঞা ঝরে পড়ল বেইনির কণ্ঠে। 'পিস্তল চালাতে জানে এমন লোককে নিজের আউটফিটে চাই আমি, যদি সে খুনীও হয়ে থাকে, কিন্তু এটা তো সত্যি যে সে আইনের তথাকথিত স্কার্টের পেছনে লুকাচ্ছে না!'

'শোনো, স্টিভ!' বাধা দিল কোয়ার্টারম্যান। 'এভাবে কথা বলা উচিত হচ্ছে না তোমার! ওয়েস আমার অনুরোধে এসেছে এখানে, এবং আইনের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান হবে।'

'যাকগে, কর্নেল'–কোয়ার্টারম্যানের দিকে ফিরল ওয়েস–'ছয়টা বলদ চাই আমার। ক্রীকের ধারে ওই লোকগুলোকে না খেয়ে মরতে দিতে পারি না আমরা।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছিল স্টিফেন বেইনি, দরজার উপর ঘুরে দাঁড়াল সে। ফিরে এল কয়েক কদম, চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে গেছে। 'কী বললে?' গর্জে উঠল সে। 'বেজন্মা ওই ফকিরগুলোকে খাওয়াব আমরা? কেন, কী ঠেকা পড়েছে...'

সহসাই কঠিন, শীতল হয়ে উঠল জন ওয়েসের মুখ। 'যথেষ্ট বকবক করেছ, বেইনি! এরপরও কিছু মনে করছি না, কারণ নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি আমি। কথাটা শেষ করো, তা হলে দেখবে কীভাবে তোমার মুখ থেকে সবগুলো দাঁত বের করে আনি!'

বুনো রাগ দেখা গেল বেইনির চোখে, কুৎসিত হয়ে গেল মুখটা। 'ভীতুর

ডিম, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছ তুমি, বুঝতে পারছ না? কী বলে ডাকা উচিত তোমাকে?'

কথাটা কেবল শেষ করতে পারল বেইনি, পরমুহূর্তে তার মুখে আঘাত করল ওয়েস। কখন দু'পা আগে বেড়েছে ও, কিংবা আঘাতটা কোন্ দিক থেকে এসেছে কিছুই টের পায়নি র‍্যাঞ্চার। চোয়ালে তীব্র আঘাতে হুঁশ হলো তার, ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। তীব্র ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল বেইনির শরীর, ফুঁসে উঠল। কিন্তু অসহায় হয়ে দেখল রেঞ্জার লোকটি ওর চেয়ে অনেক বেশি চটপটে, সমানে একের পর এক আঘাত করছে। বিন্দুমাত্র ছাড় দিচ্ছে না। শেষ আঘাতটি এসে চিবুকে লাগল, তীব্র ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল বেইনি, অজান্তে হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল মেঝেয়—ব্যথা আর তীব্র ক্রোধ সঙ্গী হলো ওর।

একেবারে নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে ওয়েসকে। কোয়ার্টারম্যানের দিকে তাকাল ও, বিস্ময় আর বিহ্বল দেখাচ্ছে তাকে। ক্ষীণ হাসি দেখা গেল হলি ওয়াকারের ঠোঁটের কোণে। 'লড়তে জানো বটে, বন্ধু! এত দ্রুত কাউকে নড়াচড়া করতে দেখিনি আমি।'

ক্যারল কোয়ার্টারম্যানের দিকে তাকাল ওয়েস। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে বেইনিকে দেখছে মেয়েটা, তারপর চোখ তুলে সরাসরি ওর দিকে তাকাল। 'দুঃখিত, মিস্ কোয়ার্টারম্যান,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল ও। 'এই চেয়েছিল সে। কিন্তু ঝামেলা করার ইচ্ছে ছিল না আমার।'

'মুহূর্তের মধ্যেই সুযোগটা লুফে নিয়েছ, তাই না?' কিছুটা শীতল সুরে বলল ক্যারল। 'তুমি যে মানুষ খুন করতে পারবে তাতে বিস্ময়ের কী আছে!'

'পরিস্থিতিটা এমন ছিল, আমি যদি ড্র করতাম তা হলেও বিস্মিত হত না কেউ। এরচেয়ে ছোটখাট কারণেও বহু মানুষ মারা গেছে এই পশ্চিমে,' উত্তরে নির্লিপ্ত স্বরে বলল ওয়েস, ক্যারল কোয়ার্টারম্যান ওর ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হলো কিনা তা বোঝার গরজ অনুভব করল না। কোয়ার্টারম্যানের দিকে ফিরল ও। 'অনুরোধটা এখনও আছে, কর্নেল, ফের মনে করিয়ে দিচ্ছি। তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি, কিন্তু মনে রাখতে হবে মহিলা বা বাচ্চাদের সাথে লড়ছ না তোমরা। তা ছাড়া এরা সৎ এবং ভালমানুষ।'

দ্বিধা দেখা গেল কোয়ার্টারম্যানের মুখে, আনমনে দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে, হয়তো একটু আগের অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে বলে কিছুটা আফসোস করছে।

'কয়েকটা গরু দিতে পারব আমি,' ওয়েসের পেছন থেকে বলে উঠল ওয়াকার। 'কিন্তু ওদের যা অহমিকা, আমাদের সাহায্য নেবে ওরা?'

ঘুরে দাঁড়াল ওয়েস। 'ধন্যবাদ, ওয়াকার। দেখা যাক, ওরা নেয় কিনা।'

'আমি কি আসতে পারি তোমার সাথে?'

ক্যারলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল জন ওয়েস, বিস্মিত এবং সন্তুষ্ট। 'নিশ্চই, ম্যা'ম!'

*

ওয়্যাগনের চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। দশটা পরিবার আছে এখানে, তাদের মধ্যে সব মিলিয়ে বিভিন্ন বয়সের সতেরোটা বাচ্চা। চারজনের দলটা ওয়্যাগনের কাছাকাছি যেতে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল এক লোক, হাতে একটা শটগান শোভা পাচ্ছে। লোকটা পিবডি।

'কী চাও তোমরা?' সন্দিগ্ধ সুরে জানতে চাইল সে, ওয়েসের উপর থেকে সরে গিয়ে হলি ওয়াকারের উপর স্থির হলো দৃষ্টি। তারপর ক্যারল কোয়ার্টারম্যানকে দেখতে পেয়ে ঝটিতি হ্যাট সরিয়ে ফেলল মাথা থেকে। 'কিছু মনে কোরো না, ম্যা'ম,' পুরুষদের উপর ফিরে গেল তার দৃষ্টি। 'এবার কী, রেঞ্জার? কী চাও তুমি?'

'কথা বলতে চাই তোমাদের সাথে–ম্যাকনেব, লোরিং আর তোমার সঙ্গে। এখানেই আলোচনাটা হতে পারে।'

'সন্দেহ আছে আমার,' অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ম্যাকনেব, কাঁধের উপর একটা স্পেন্সার ধরে রেখেছে। 'যদি কিছু বলার ইচ্ছে থাকে তোমার, সবার সামনে বলতে হবে। আমাদের মাঝখানে এসো!'

স্যাডল ছেড়ে ম্যাকনেবকে অনুসরণ করল ওরা, ক্যাম্পে আগুনের ধারে এসে বসল। একটা ওয়্যাগন থেকে বেরিয়ে এল লোরিং, তার পাশে এসে দাঁড়াল স্ট্রাইডার। আগুনের ধারে রান্নার আয়োজন করছিল এক মহিলা, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওদের; কোলে একটা বাচ্চাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এক তরুণী, আগন্তুকদের উপস্থিতি তারও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ওদের দিকে তাকানোর সময় চাহনিতে আশঙ্কা ফুটে উঠল।

আশা করেনি কেউ, কিন্তু ওয়াকারই শুরু করল। 'তোমরা সবাই আমার পরিচয় জানো, কিন্তু মনে হয় না প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের মধ্যে সদ্ভাব আছে। একটা আউটফিট হারালে কেমন লাগে এখন জানি, কারণ কয়েকবার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। কোন ভাবে আমি যদি তোমাদের উপকারে

আসি, তা হলে সত্যিই খুশি হব।'

'তোমাদের কারও সাহায্য চাইনি আমরা!' চাঁছাছোলা স্বরে বলল ম্যাকনেব। 'এবং তা নিচ্ছিও না! কারও দয়া চাই না আমাদের।'

দু'পা এগিয়ে এল স্ট্রাইডার। 'এটা নিশ্চই কোন চালাকি!' বিস্ফোরিত হলো সে। 'ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার। কেন আমাদের সাহায্য করবে তোমরা? যাতে পরে আমাদের ক্যাম্পে গরুর চামড়া খুঁজে পেয়ে হামলা করার উসিলা পেয়ে যাও, তাই না?'

'বোকার মত কথা বোলো না!' অধৈর্য স্বরে বলল ওয়াকার। 'তোমরা এখানে থাকো, চাইনি আমরা। কিন্তু এসেছ, এবং থাকছও। কখনও আমার সাথে ঝামেলা হয়নি তোমাদের, কিন্তু আমাদের প্রয়োজনীয় পানি ব্যবহার করছ তোমরা। এ মুহূর্তে অবশ্য ওসব নিয়ে ভাবছি না। তোমাদের সবকিছু পুড়ে গেছে, প্রতিবেশী হিসেবে এ অবস্থায় কিছু দায়িত্ব আছে আমাদের।'

'তা হলে সাহায্য করতে চাও তুমি?' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল স্ট্রাইডারের কণ্ঠে। 'কিন্তু তোমাদের সাহায্য দরকার নেই আমাদের!'

'ওয়াকার স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে চাইছে, স্ট্রাইডার,' মুখ খুলল ওয়েস। 'কোয়ার্টারম্যানকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছি আমি, এবং ওয়াকার নিজেই সাহায্য করতে চেয়েছে।'

'কিন্তু সাহায্য দরকার নেই আমাদের! আমাদের সবকিছু পুড়িয়ে দেয়ার আগে কেন এসব ভাবেনি সে?'

'আমি তোমাদের শ্যাক পুড়িয়ে দেইনি!' বিরক্তি ঝরে পড়ল ওয়াকারের কণ্ঠে। 'আমি…'

'তা হলে তুমি ওই জঘন্য কাজটা করোনি?' অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল ছোটখাট এক লোক, চোখ দুটো বিদ্বেষে জ্বলছে তার। 'তুমি একটা…'

হাত বাড়িয়ে লোকটার বাহু চেপে ধরল লোরিং, ঠেলে অন্ধকারে পাঠিয়ে দিল তাকে। 'কেউ ওকে আটকে রাখো তো!' চিৎকার করল সে। 'কী ব্যাপার, মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমাদের? মহিলা আর বাচ্চাদের মধ্যে গানফাইট শুরু করতে চাইছ নাকি?'

মুহূর্তের জন্য থমকে গেল ওয়েস, পরিস্থিতিটা পছন্দ হচ্ছে না। বিরোধী ভূমিকার কারণটা জানা না থাকলেও তার গভীরতা সম্পর্কে সচেতন ও, টের পাচ্ছে প্রবল বাধার মুখে পড়তে যাচ্ছে। সদিচ্ছা থাকলেও ওয়াকার নিজেই

অস্থির, অধৈর্য মানুষ। পরিস্থিতিটা তারও পছন্দ হচ্ছে না, এবং ক্রমে খেপে উঠছে।

দুই দল লোকের মাঝখানে বিশ গজ দূরত্ব, যে-কোন কিছুই ঘটতে পারে। আচমকা ক্যারল কোয়ার্টারম্যানকে দেখা গেল সেখানে, কোলে বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলার দিকে এগোচ্ছে। হাসছে মেয়েটি, সত্যিকার আগ্রহ ও আন্তরিকতা নিয়ে। কাছে পৌঁছে বাচ্চাটার উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে দিল। 'দেখো ওকে, দারুণ মিষ্টি চেহারা, তাই না? চুলগুলো কী লাল!'

লালচে ছোপ দেখা গেল মহিলার গালে। ছোট্ট হাত বাড়িয়ে দিল বাচ্চাটা, ক্যারলের কোলে এসে জুড়ে বসল। 'নাম কী? কত হলো ওর?' মহিলার দিকে তাকিয়ে সহাস্যে জানতে চাইল ক্যারল।

'দশ মাস,' পরনের অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে বলল মহিলা। 'ওর নাম কার্ল...আমার স্বামীর নামে,' একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দীর্ঘদেহী সুদর্শন এক যুবকের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

ক্যারলের উদ্দেশে ক্ষীণ হাসল যুবক। 'বয়সের চেয়ে বড় দেখায় ওকে,' সগর্বে বলল সে। 'আমার ধারণা তাগড়া জোয়ান হবে ও।'

সমীহের দৃষ্টিতে ক্যারলকে দেখছে ওয়েস। যে-মুহূর্তে মনে হচ্ছিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, ঠিক তখনই নিজে এগিয়ে গেছে মেয়েটি, সহানুভূতি আর মমতার একটা বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্থির দৃষ্টিতে বাচ্চা আর মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আছে স্ট্রাইডার, হলি ওয়াকারের মুখে স্বস্তির চিহ্ন।

'গরুর ব্যাপারে কী ঠিক করলে?' লোরিংয়ের উদ্দেশে জানতে চাইল ওয়েস।

'এসবের মধ্যে নেই আমি!' গোয়ারের মত বলল ম্যাকনেব, রাগে তপ্ত শোনাল কণ্ঠ। 'কারও দয়া নেই না আমি!'

আগুনের কাছে রান্নার কাজে ব্যস্ত মহিলাটি এগিয়ে এল, হাতের খুন্তি ম্যাকনেবের দিকে তাক করল সে। 'জ্যাক ম্যাকনেব, তোমার ঢং দেখে অবাক হচ্ছি! দয়ার কথা বলছ তুমি! মানুষগুলো সাহায্য করতে চাইছে, কারণ এরা আমাদের প্রতিবেশী। উইচিটায় লিউ ফুলারের বাড়ি পুড়ে যাওয়ার কথা কি ভুলে গেছ? সবাই আমরা সাহায্য করেছিলাম। এটা দয়া নয়, বরং প্রতিবেশীর দায়িত্ব!'

কোঁকড়ানো চুলের কার্ল দৃষ্টি আকর্ষণ করল সবার। 'মি. ওয়াকার, আমার সাথে একজন লোক দাও, মাংস আনতে আমিই যাব। তোমাকে

অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'তা হলে এই কথাই রইল,' সিদ্ধান্ত টানল ওয়াকার। 'আরও আগে থেকে এরকম পারস্পরিক সহযোগিতা করলে আমাদের মধ্যে হয়তো এই ঝামেলা হত না।'

সিগারেট রোল করবার ফাঁকে চিন্তিত ভঙ্গিতে লোকগুলোর দিকে তাকাল জন ওয়েস। ক্ষণিকের জন্য হয়তো বিস্ফোরনুখ পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু আসলে কোন কিছুরই নিষ্পত্তি হয়নি। আপাত শান্ত পরিবেশের গভীরে সমস্যাটা ঠিকই রয়ে গেছে, তিক্ত বিরোধিতাও উপড়ে ফেলা যায়নি। জ্যাক ম্যাকনেব উদ্ধত, আর রয় স্ট্রাইডার অধৈর্য প্রকৃতির। ওয়েস নিশ্চিত স্টিভ বেইনিও একই জাতের লোক। সত্যিকার ঝামেলা আসলে শুরুই হয়নি।

*

লিভারি স্টেবলের সামনের টুলে বসে তিন রাইডারকে শহরে ফিরে আসতে দেখল জর্জ ও'নীল, গোলাগুলির কোন শব্দ শুনতে পায়নি সে। কামড়ে তামাকপিণ্ড থেকে ছোট্ট এক টুকরো মুখে পুরল সে, স্টিভ বেইনিকে এগিয়ে আসতে দেখল। মুহূর্তের জন্য চোয়াল দুটো স্থির হয়ে গেল ওর, তারপর তামাক চিবুতে শুরু করল।

'হাউডি!' হ্যাট তুলে নাচাল ও'নীল। 'মনে হচ্ছে ওই রেঞ্জার আর হলি ওয়াকার মিলে সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলেছে। কিন্তু নিশ্চিত থাকতে পারো গরুর মাংসের জন্যে শিগ্গিরই ক্যানিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে আসবে ওরা।'

'আমার গরুর ধারে-কাছেও আসবে না ওরা!' শীতল দৃষ্টিতে ও'নীলকে দেখল বেইনি। 'রেঞ্জারের কথায় হয়তো মজে গেছে হলি, কিন্তু আমি মজে যাওয়ার লোক নই। কর্নেল ওকে ডেকে পাঠিয়ে আসলে বোকামি করেছে। আমরা নিজেরাই ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পারতাম।'

'এই কথাটাই বলে এসেছি আমি,' একমত হলো ও'নীল। 'যাক্গে, ওই আগুন আসলে ঈশ্বরের দয়া। আগুনই রেঞ্জ থেকে বিতাড়িত করেছে ওদের, এবং ওরা যদি স্মার্ট হয়ে থাকে তো এবার দেশ-ছাড়া হবে…কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কি,' এক গাল থেকে আরেক গালে তামাকের দলা চালান করে দিল ও। 'এ তল্লাট থেকে সরে পড়া ছাড়া উপায় নেই ওদের।'

দাঁত বের করে হাসল বেইনি। সাফল্য তাকে আত্মবিশ্বাসী করেছে, কিন্তু ভাগ্য আর সামর্থ্যের মধ্যে খুব কমই ফারাক চোখে পড়ে ওর। ভাগ্য কখনও

মন্দ যায়নি, কিন্তু ওর সাফল্যের বড় কারণ জন পোলের দৃঢ়তা। র‍্যাঞ্চিংয়ে বেইনির ব্যক্তিগত দক্ষতার চেয়ে বরং পোলের মানুষ সামলানোর ক্ষমতাই কাজে এসেছে বেশি।

বেইনির ধারণায় কর্নেল এভারি কোয়ার্টারম্যান আসলে বোকার হদ্দ। কিন্তু কথাটা কাউকে বলেনি, কারণ ক্যারলকে বিয়ে করবার ইচ্ছে আছে ওর। হলি ওয়াকারের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং ক্ষুব্ধ ও, লোকটার ব্যক্তিগত খ্যাতি আর রানিং-ডব্লুর সমৃদ্ধিই তার কারণ। এ পর্যন্ত কখনোই মন্দা যায়নি বাথানটার। বেইনির ধারণা ওয়াকার স্রেফ অবজ্ঞাই করে ওকে।

বেইনি নিশ্চিত ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে ওরা। নেস্টররা তো লড়বেই না, একরকম নিশ্চিত সে, বরং চাপ দিলে প্রথম চোটেই দেশ-ছাড়া হবে। ওর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় ম্যাকনেব, লোরিং বা পিবডির মত লোকের কোন ওজন নেই। পেশীশক্তির প্রতি সমীহ আর অন্য সবকিছুর প্রতি কেবল ঘৃণাই আছে ওর, এছাড়া আর কিছু জানতে শেখেনি সে।

কেউ যদি বেইনিকে বলে দিত যে জর্জ ও'নীলের কাছে ওর চিন্তা-ভাবনার মূল্য আসলে স্রেফ অলস সময় কাটানোর ফাঁকে ওর ভিতরটা পড়তে পারবার আনন্দ, নির্ঘাত খেপে যেত বেইনি। জীবনে বহু মানুষ দেখেছে হসল্যার, খোশ-গল্প করেছে এবং বিনে পয়সায় পরামর্শ দিয়ে আসলে তাদের ভিতরটা পড়ে নিয়েছে; সেই অভিজ্ঞতায় জানে সারা তল্লাটে দু'জন লোককে বিশ্লেষণ করা সবচেয়ে সহজ—এদের একজন রয় স্ট্রাইডার, আরেকজন স্বয়ং স্টিভ বেইনি।

নিজের চেয়ারে স্থির বসে আছে ও'নীল, জীর্ণ জুতোয় মোজা ছাড়াই পা সেঁধিয়েছে। ওর শার্টের কলার সবসময়ই নোংরা থাকে, হ্যাটে থাকে বহুল ব্যবহারে পড়ে যাওয়া আঙুলের ছাপ। কারও সমীহ বা গুরুত্ব পাওয়ার মত লোক নয় সে, কিন্তু এই বার্নই আসলে গিলা ক্রসিঙের কেন্দ্রবিন্দু। হাজারো কথা, মন্তব্য কানে আসে ওর, এবং নিজের বিশ্লেষণ এভাবেই সমৃদ্ধ করেছে সে।

চতুর সে, এবং নিজের চেয়ে ধূর্ত যে-কোন মানুষকে র‍্যাটলের মত ঘৃণা করে। সচরাচর কারও প্রতি এই ঘৃণা অনুভব করতে হয় না ওকে, কারণ সারা জীবনে তেমন লোক খুব কমই দেখেছে ও'নীল। কিন্তু তিক্ত, দুর্বিষহ একটা ঘটনা ওর মনে ঘৃণার অনল জ্বালিয়ে রেখেছে বহু দিন। ক্যারল কোয়ার্টারম্যানের প্রতি হাত বাড়ানোর পর থেকে এই ঘৃণার শুরু।

মেয়েটির স্বতঃস্ফূর্ত, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের ভুল ব্যাখ্যা করেছিল ও'নীল, ক্যারলের মেয়ার স্টলে এনে রাখার সময় একদিন মেয়েটার হাত চেপে ধরেছিল। মুহূর্তের মধ্যে ছিটকে-সরে গিয়েছিল ক্যারল, এমন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল যেন একটা কীট দেখছে। রাইডিং কোয়ার্ট দিয়ে ক্যারল ওর মুখে আঘাত করলেও বোধহয় এতটা আহত বোধ করত না ও'নীল। রাগে তেতে উঠেছিল ও, ছুটে গিয়ে জাপটে ধরেছিল মেয়েটিকে। সেদিন হয়তো একটা অঘটন ঘটে যেত, হলি ওয়াকারের আচমকা উপস্থিতি বাঁচিয়ে দেয় মেয়েটিকে। হঠাৎ এলেও কিছুই দেখেনি ওয়াকার।

ক্যারল জানে ওই ঘটনা জানতে পারলে হসল্যারকে খুন করবে ওর বাবা, তাই কাউকে কিছু বলেনি ও, কিন্তু ও'নীলকে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে খুব সচেতন থাকছে। এদিকে হসল্যারের ঘৃণা ক্রমশ শাখা-প্রশাখা গজাচ্ছে, অন্তস্তলে ক্রিয়া করছে নির্জলা অ্যাসিডের মত। বিষাক্ত ঘৃণা একসময় বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসায় রূপ পেল, শোধ নেওয়ার পরিকল্পনা শুরু করল ও'নীল। রেঞ্জের এই ঝামেলায় নিশ্চিত ভাবেই ভরাডুবি হবে কোয়ার্টারম্যানের, তখন দেখা যাবে ওই মেয়ের অহংকার কোথায় যায়! নিজে কিছুই করবে না ও, পরিস্থিতি বিস্ফোরণের অপেক্ষায় আছে, কেউ একজন সলতেয় আগুন ধরিয়ে দিলেই হলো—শেষ হয়ে যাবে বেসিনের শান্তি!

নীরবে তামাক চিবুতে থাকল জর্জ ও'নীল, অপমানের জ্বালা ক্রিয়া করছে ভিতরে ভিতরে। যে-কোন অশিক্ষিত মানুষের মতই, নিদারুণ দম্ভ আছে ওর ভিতরে, এবং ক্যারল কোয়ার্টারম্যানের মুখে নিজের প্রতি অবজ্ঞা দেখে নিস্পৃহ থাকবার মত কোন শিক্ষাই পায়নি ও। কামুক দৃষ্টিতে মেয়েটির আসা-যাওয়া দেখেছে ও, ক্যারলের উজ্জ্বল হাসি যেন তাতে আরও ইন্ধন যোগায়। মেয়েটি স্টেবলের ঘটনা ভুলে গেছে বিশ্বাস করে না ও'নীল, বরং ও নিশ্চিত ইচ্ছে করেই ওর ঘৃণা আর ঈর্ষাকে জাগিয়ে তুলছে ক্যারল, সামান্য এক হসল্যারের সীমাবদ্ধতা আর ঔদ্ধত্যকে যেন মনে করিয়ে দেয় বারবার।

দারুণ সতর্কতার সাথে রয় স্ট্রাইডারের মধ্যে ঈর্ষা আর অসন্তোষের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে সে, স্টিভ বেইনির মধ্যে দম্ভ বা অন্যদের প্রতি অবজ্ঞা সৃষ্টি করেছে। প্রায় খুনোখুনি হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল দু'জনের মধ্যে, বার-বির এক কাউহ্যান্ডকে যখন পিটিয়ে আধ-মরা করে ফেলেছিল স্ট্রাইডার। খেপে গিয়ে স্ট্রাইডারের কেবিনের উদ্দেশে যাত্রা করে বেইনি, কিন্তু কোয়ার্টারম্যানের হস্তক্ষেপে নিরস্ত হয়েছিল সে।

শুধু গিলা ক্রসিং কেন, আসলে শহরের চৌহদ্দির কোন ঘটনাই অজানা নেই জর্জ ও'নীলের। সে জানে জন পোলই রাসলিঙের হোতা, কিন্তু কোয়ার্টারম্যান আর ওয়াকার জানে সেজন্য নেস্টররা দায়ী। ও'নীল নিজেই তথ্যটা সরবরাহ করেছে। অবশ্য সরাসরি কিছু বলেনি, স্রেফ মন্তব্য করেছিল যে নেস্টরদের মাংসের অভাব হয় না কখনও। মন্তব্যটা প্রচার পেয়ে যায়, বেসিনের অনিশ্চিত পরিস্থিতি আর দুই পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে।

বেইনিকে খানিকটা আভাস দিলেও তাতেই কাজ শুরু হতে দেখল ও'নীল। রাস্তার ওপাশে দাঁড়ানো জন পোল, নেলসন আর ফাউলারের দিকে এগোল যুবক। দীর্ঘ আলোচনা শুরু হলো, তারপর বেশ কিছুক্ষণ পর সন্তুষ্ট দেখা গেল পোলকে। দীর্ঘ, ছিপছিপে শরীর তার। এত দূর থেকেও তার চোখে বিদ্বেষ স্পষ্ট পড়তে পারল হসল্যার। সশব্দে সাইডওঅকে থুথু ফেলল ও, সন্তুষ্ট বোধ করছে নিজের উপর।

হোটেলের দিক থেকে এগিয়ে আসছে জন ওয়েস, সাইডওঅকে বোর্ডের পাটাতনে গম্ভীর শব্দ তুলছে ওর জুতো। ঠিক পাশেই হাঁটছে ক্যারল কোয়ার্টারম্যান, উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে দেখছে ওয়েসকে। জানে কোথায় যাচ্ছে, কৌতূহল মিশ্রিত এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করছে ও।

দারুণ লম্বা ও! যেভাবে দীর্ঘ, আত্মবিশ্বাসী পা ফেলছে—কোন রাইডার নয়, বরং দক্ষ শিকারীর মত নিশ্চিত, চটপটে পদক্ষেপ; সবল, পুষ্ট পেশীর অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। কিন্তু তারপরও লোকটির মধ্যে উদ্বেগ আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো ক্যারল। 'কী ব্যাপার, রেঞ্জার?' সহাস্যে জানতে চাইল ও। 'ঝামেলা আশা করছ? আমি তো ভেবেছিলাম মোটামুটি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ইতোমধ্যে।'

'কিছুই নিশ্চিত হয়নি,' উদ্বেগ প্রকাশ পেল ওয়েসের কণ্ঠে। 'তুমিও জানো সেটা, ম্যা'ম। হয়তো সাময়িক একটা বোঝাপড়া হয়েছে, কিন্তু কতক্ষণ? আসল সমস্যা রয়ে গেছে, এবং কী সেটা? কোথায়? এখানে ঝামেলা হলে কে বেশি উপকৃত হবে?'

'বুঝলাম কি বোঝাতে চাইছ তুমি। ভাবতেই বিস্ময় লাগছে কীভাবে এর শুরু হলো! নেস্টররা আসার পর কিছুটা নাখোশ হয়েছে সবাই, বাবা আর হলি আপত্তি করেছিল, কিন্তু কেবল স্টিভকেই ওদেরকে তাড়ানোর ব্যাপারে অধীর হতে দেখেছি। সবসময়ই অধীর হয়ে থাকে ও, একটা না একটা কারণ থাকেই। তারপরই রাসলিং শুরু হলো, নেস্টরদের চলে যেতে বলল

সবাই। কিন্তু ওরা সাফ বলে দিল যে যাবে না।'

নড করল ওয়েস। 'বহু রেঞ্জ ওঅর শুরু হতে দেখেছি আমি, কিন্তু তার জন্যে সাধারণত এরচেয়েও গুরুতর কোন কারণ থাকে। এখানকার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন সেধে ঝামেলা বাধাতে চাইছে। ব্যাপারটা ভেবে দেখেছি, কিন্তু বেসিনে ঝামেলা হলে কার লাভ হতে পারে?'

'একটা লড়াইয়ে কেউই চূড়ান্ত বিজয়ী হতে পারে না, একমত হলো ক্যারল। 'সবারই কিছু না কিছু ক্ষতি হয়। সত্যিকারে লাভ করতে হলে লড়াইয়ের বাইরে থাকতে হবে তাকে, যাতে মওকা বুঝে ফল ভোগ করতে পারে শেষে।'

নড করল ওয়েস, আনমনা হয়ে পড়েছে। 'অন্য মোটিভও আছে। নগদ লাভ ছাড়াও নোংরা কাজ করতে পারে মানুষ, কোন মেয়ে বা স্রেফ ঈর্ষার কারণেও হতে পারে। এখানকার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে কারও উপকৃত হওয়ার সুযোগ নেই, যদি না র‍্যাঞ্চার আর নেস্টর, দুই পক্ষকেই ঘৃণা করে এমন কাউকে পাওয়া যায়। কারণটা পরিষ্কার হয়নি আমার কাছে।'

'তেমন কাউকে আমিও চিনি না,' দ্বিধান্বিত স্বরে বলল ক্যারল। কিন্তু আচমকা জর্জ ও'নীলের কথা মনে পড়ল ওর, কিন্তু ছোট্ট ওই ঘটনার কারণে এত কিছু ঘটছে ভাবতেই অসম্ভব মনে হচ্ছে। 'তোমার ওপর খেপে আছে স্টিভ,' আচমকা বলল ও। 'হয়তো খুনও চেপেছে ওর মাথায়, একসময় সেটা চলেও যাবে। কিন্তু ঘুসি দিয়ে যতটা ক্ষতি করা সম্ভব, মনে হচ্ছে তারচেয়েও বেশি ক্ষতি করেছ ওর।'

আচমকা ক্যারল অনুভব করল স্টিভ বেইনির প্রতি ওর মনোভাব বেশ বদলে গেছে। বেশ কিছুদিন ধরে নিজেকে ও বোঝাচ্ছিল যে শেষ পর্যন্ত প্রতিবেশী ওই র‍্যাঞ্চারকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। সুদর্শন সে, সঙ্গী হিসেবে মন্দ নয়, যদিও তাকে ভালবাসেনি ক্যারল। জন ওয়েসের সাথে তুলনা করলে বেইনিকে একেবারে নগণ্য মনে হচ্ছে—মিথ্যে অহমিকা, বদ মেজাজ আর অধৈর্য স্বভাবই যেন ওর সব সম্বল। 'সতর্ক থেকো তুমি,' চাপা স্বরে ওয়েসকে বলল ও। 'আমরা যতটা আশা করছি তারচেয়েও আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে স্টিভ। নিজের অধিকার ফলাতে কার্পণ্য করে না ও।'

'ও যে আমাকে পছন্দ করে না সেটা এরই মধ্যে জেনে গেছি,' উত্তরে বলল ওয়েস। 'হয়তো সকালের মারামারিই তার কারণ।'

হোটেলের সামনে পৌঁছে বিদায় নিল ক্যারল। পোর্চে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল ওয়েস, চিন্তিত। ক্যারল কোয়ার্টারম্যানের একটা কথা ভুলতে পারছে না। *সত্যিকারে লাভ করতে হলে লড়াইয়ের বাইরে থাকতে হবে তাকে, যাতে মওকা বুঝে ফল ভোগ করতে পারে শেষে।*

র‍্যাঞ্চার আর নেস্টরদের মধ্যে লড়াই হলে শেষ পর্যন্ত ফল ভোগ করবার জন্যে কে থাকবে? পুরো বিকেল আর সন্ধে ব্যস্ত সময় কাটাল ওয়েস, ব্যাংকার, ডাক্তার, দুই আইনজ্ঞ আর তিন স্টোরকীপারের সাথে আলোচনা করল। শেষজনের সাথে আলাপ করে হোটেলে ফিরবার সময় দারুণ চিন্তিত দেখাল ওকে। বেশি কিছু জানতে পারেনি, যা জেনেছে তা একেবারেই অস্পষ্ট, প্রায় ভিত্তিহীন।

*

বিস্ময়কর হলেও, রাতটা ঝামেলাহীন কাটল গিলা ক্রসিঙে। প্রায় মাঝরাতের পর হোটেলে ফিরল ওয়েস, এতটা ক্লান্ত যে বুট পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে জানালা পথে আসা সূর্যের অত্যাচারে ঘুম ভাঙল ওর, ততক্ষণে সরব হয়ে উঠেছে পুরো শহর। হাত-মুখ ধুয়ে নতুন একপ্রস্থ কাপড় পরল ও, তারপর দ্রুত রাস্তায় নেমে এল।

অন্য দিনের চেয়ে ভিড় দেখা যাচ্ছে রাস্তায়, বেশিরভাগই বিভিন্ন বাথানের পাঞ্চার বা রাইডার। হার্নেস শপের সামনে জমায়েত হয়েছে তারা, একটা ওয়্যাগনের পাটাতনে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশে বক্তব্য দিচ্ছে স্টিভ বেইনি, রাগে লাল হয়ে গেছে তার মুখ। ভিড় ঠেলে র‍্যাঞ্চারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওয়েস। 'কী হচ্ছে এখানে?' জানতে চাইল ও।

চরকির মত ঘুরল বেইনি, কুৎসিত দেখাচ্ছে মুখ। 'তুমি!' অবজ্ঞা প্রকাশ করল সে। 'শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছ! অথচ বেজন্মা নেস্টররা খুন করেছে টিরেলকে!'

'কোন্ নেস্টর?' ধৈর্য ধরে জানতে চাইল ও। 'টিরেল কে?'

'টিরেল'–মেজাজ তেতে ওঠায় লাল হয়ে গেছে বেইনির মুখ–'হলি ওয়াকারের কাউহ্যান্ড। গরু সহ কার্ল ম্যাসনের সাথে ওকে পাঠিয়েছিল ওয়াকার। কিন্তু বেজন্মা ম্যাসন খুন করেছে ওকে!'

'কথাটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না,' শান্ত স্বরে জবাব দিল জন ওয়েস। 'তুমি আসলে বলতে চাইছ ম্যাসনই খুন করেছে টিরেলকে, যে কি-না ম্যাসনের জন্যেই মাংসের যোগান নিয়ে যাচ্ছিল?' অন্যরা যাতে শুনতে পায়, স্পষ্ট চড়া কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'তুমি কি ভাবো তাতে কিছুই যায়-আসে না!' তপ্ত স্বরে ঝামটে উঠল বেইনি। 'ট্রেইলে মৃত পাওয়া গেছে টিরেলকে, এবং এই মুহূর্তে ম্যাসনকে ঝোলাতে যাচ্ছি আমরা!'

আধ-ডর্জন লোক সামনের দিকে ঠেলে দিল কার্ল ম্যাসনকে। খুনের নেশা চেপে বসেছে লোকগুলোর চোখে-মুখে। এরইমধ্যে গলায় ফাঁস পরিয়ে দেয়া হয়েছে।

'সাবধান! ওই যে, নেস্টররা আসছে!' চিৎকার করল কেউ।

সত্যিই আসছে তারা। নিরেট বুদ্ধির পরিশ্রমী, কিছু শঙ্কিত মানুষ। শঙ্কিত, কিন্তু নিজের বিশ্বাসের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে লড়াই করতে প্রস্তুত।

ঘুরে দাঁড়াল ওয়েস। 'কোয়ার্টারম্যান! ওয়াকার! তোমাদের লোকদের ফিরিয়ে নাও! র‍্যাঞ্চে ফেরত পাঠাও ওদের, আর বলে দাও ওরা যেন সেখানেই থাকে! ওই লোকগুলোর দিকে যদি একটা গুলিও ছোঁড়ে কেউ, তোমাদের দু'জনকে দায়ী করব আমি!'

'পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, ওয়েস,' বিরস মুখে বলল কোয়ার্টারম্যান। 'টিরেলকে খুন করেছে ম্যাসন।'

'পিছিয়ে যেতে বলো ওদের!' ফের সতর্ক করল ওয়েস। 'এখনই রাস্তা থেকে সরে যেতে বলো, নইলে তোমাদের দু'জনকে ধরব আমি! আমার কথা যদি না শোনো তাহলে নরক নামিয়ে আনব এখানে!'

খরখর শব্দে হেসে উঠল স্টিভ বেইনি। 'কেন, বোকার হদ্দ? এখন আর কাউকে থামাতে পারবে না তুমি! কেউই আটকাতে পারবে না। পোল, আমার নির্দেশ শুনে রাখো, যেই মুহূর্তে নেস্টররা ট্রাফ পেরিয়ে এদিকে আসবে, গুলি শুরু করবে তুমি!'

তর্ক করে সময় নষ্ট করা যাবে না এখন, বরং হাত চালাল ওয়েস। এমনকি হাত তোলারও সময় পায়নি স্টিভ বেইনি। এত দ্রুত হাত চালিয়েছে ওয়েস, মোক্ষম ঘুসি দুটো ঠেকানোর কোন সুযোগই পেল না বি-বার বস্। ছিটকে গিয়ে ওয়্যাগনের পাটাতনে আছড়ে পড়ল সে, গুঙিয়ে উঠে দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে শুরু করল। কিন্তু তাকে কোন সুযোগই দিল না ওয়েস, কোমরের কাছে জামা চেপে ধরে টেনে তুলল বেইনিকে। শরীর ঘুরিয়ে দিয়ে ভিড়ের মুখোমুখি দাঁড় করাল, মেরুদণ্ডের সাথে পিস্তল চেপে ধরেছে। 'জন পোল!' চিৎকার করল ও। 'একটা গুলি করো শুধু, দেখবে তোমার বস্ গায়েব হয়ে গেছে! তারপর তোমাকে গুলি করব! রাস্তা থেকে সরে যাও!'

বেইনিকে ঠেলে সামনের দিকে এগোল ওয়েস। 'বলো ওদের! ওদেরকে রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দাও, নয়তো তোমাকে দুই টুকরো করে ফেলব আমি!'

'মরে গেলেও বলব না!' নিঃশ্বাস নেওয়ার ফাঁকে বিষোদ্গার করল বেইনি।

নীরবে খিস্তি করল ওয়েস। প্রায় ট্রাকের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে নেস্টররা, প্রতিপক্ষে পাঁচ গুণ লোক দেখেও ভ্রূক্ষেপ করছে না। পিস্তল তুলে ভারী বাঁট বেইনির মাথায় নামিয়ে আনল ও, দড়াম করে বালির উপর আছড়ে পড়ল র‍্যাঞ্চারের অচেতন দেহ।

পা চালিয়ে বেইনির দেহ টপকে গেল ওয়েস, রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। খুরের মত ধার ওর চোখের চাহনিতে, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়ালের পেশী। মবের মুখোমুখি দাঁড়াল ও, দুই হাতে জোড়া পিস্তল শোভা পাচ্ছে। 'ঠিক আছে, একটা লড়াই চেয়েছ তোমরা!' আচমকা নীরব হয়ে যাওয়া রাস্তায় গর্জে উঠল ওর গম্ভীর কণ্ঠ। 'খোদার কসম, লড়াইটা পেয়ে গেছ! আমার সঙ্গে!

'পিছিয়ে যাও! রাস্তা থেকে সরে যাও, নয়তো পিস্তল বের করো। যে-ই প্রথম পিস্তল বের করবে তাকেই গুলি করব! বারোটা গুলি আছে আমার পিস্তলে, এবং এই জীবনে কখনও মিস্ করিনি আমি! তোমাদের মধ্যে কে আগে মরতে চায়?'

ছুরির মত ধারাল দৃষ্টি চালাল ওয়েস, রাগে কাঁপছে ওর কণ্ঠ। এবার মবের দিকে এগোল। ধাপ্পা দেয়নি ও, জানে এই পরিস্থিতি থেকে ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়। নিজের মৃত্যু হলেও জঘন্য কাজটা ঠেকাতে প্রস্তুত।

'পিছিয়ে যাও!' রাগে আরও চড়া হয়ে গেল ওয়েসের কণ্ঠ। মনে হলো লোকজন যেন আবিষ্ট হয়ে গেছে ওর রুদ্র ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে। ভিড়ের মধ্যে এমন কোন লোক নেই যে জন ওয়েসের খ্যাতি বা ওর হাতের পিস্তলের নিশানা ভেদ করবার ক্ষমতা সম্পর্কে জানে না। এরা জানে অ্যাবিলিনে একবার পাঁচজন লোকের তোপের মুখে পড়েছিল সে, কিন্তু শরীরে সামান্য একটা আঁচড় ছাড়া কিছুই হয়নি ওর। প্রতিটি লোকের কাছে মনে হলো পিস্তলের ভয়ঙ্কর কালো মাজল যেন সরাসরি তারই দিকে তাক করা, জন ওয়েসকে বিশ্বাস করল ওরা। বিশ্বাস করল যে-ই পিস্তলে হাত দেবে, আজকে এখানেই ধূলিময় রাস্তায় চিরদিনের জন্যে গড়াগড়ি করতে হবে

তাকে।

ওর পেছনে, একই রকম হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে নেস্টরদের দল। দুটো দলের মাঝখানে নিঃসঙ্গ একজন মানুষ দাঁড়িয়ে, মৃত্যুর প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সে। এই মানুষটাই বড়সড় ভিড়টাকে ধীরে ধীরে রাস্তা থেকে সরে যেতে বাধ্য করল।

হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনাই দেখছে ক্যারল কোয়ার্টারম্যান, উত্তেজনা আর উদ্বেগে পাগলের মত লাফাচ্ছে ওর হৃৎপিণ্ড। ভিড়ের মধ্যে একটা লোক পায়ের ভর বদল করল প্রথমে, অন্যরা যেন অজান্তেই নড়াচড়াটা টের পেয়ে গেল। সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে, ভয়ঙ্কর দুটো পিস্তলের আওতা থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য অধীর হয়ে পড়ল হঠাৎ। পিছাতে গিয়ে টের পেল অনায়াসে পিছাতে পারছে; কারণ পেছনের লোকগুলোও পিছাচ্ছে, কোন রকম সচেতন ভাবনা বা যোগাযোগ ছাড়াই!

'কোয়ার্টারম্যান! ওয়াকার!' চড়া কণ্ঠে ডাকল ওয়েস। 'শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমাদের! এই লোকগুলোকে বাথানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দাও, নইলে মবকে ইন্ধন যোগানোর অভিযোগে তোমাদের জেলে ঢোকাব আমি! এখানে যদি একটা লোকও মারা যায়, সেজন্যে তোমাদের দু'জনকেই যাতে ফাঁসিতে ঝুলতে হয় সেটা নিশ্চিত করব!'

আড়ষ্ট হয়ে গেল কর্নেলের দেহ। 'আর সতর্ক করার দরকার নেই, ওয়েস। কি করতে হবে বুঝতে পেরেছি।' ঘুরে নিজের লোকদের দিকে ফিরল সে, চড়া কণ্ঠে নির্দেশ দিল। 'ঘোড়ায় চড়ো, বয়েজ। সোজা বাথানে ফিরে যাও। আইনের জন্যে কাজটা বাকি রেখে গেলাম আমরা।'

ওয়াকারও সুর মেলাল তার সঙ্গে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কাউহ্যান্ডরা, আচমকা রাস্তাটাকে এত লোকের জন্য খুব সঙ্কীর্ণ মনে হলো ওদের।

কার্ল ম্যাসনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল ওয়েস, নেস্টরের গলায় দড়ি শোভা পাচ্ছে এখনও। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে জন পোল, কয়েক হাত দূরে নিউটন আর ফাউলার। 'দড়িটা খুলে ফেলো, পোল!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নির্দেশ দিল ওয়েস।

কঠিন দেখাচ্ছে বন্দুকবাজের মুখ। 'মাথা খারাপ!'

আচমকা ভিতরটা শীতল হয়ে গেল ওয়েসের। 'খুলে ফেলো ওটা,' ফের বলল ও। 'ধীরে ধীরে করবে কাজটা!'

দড়ির প্রান্ত ছেড়ে দিল জন পোল। একপাশে সরে দাঁড়াল সে, কনুইয়ের কাছে বাঁকা হয়ে আছে হাত, মুঠিগুলো পিস্তলের বাঁট ছুঁইছুঁই করছে। 'দারুণ একটা ব্লাফ দিয়েছ, রেঞ্জার! কিন্তু চান্সটা নেব আমি!'

জন পোলের হাতে বিদ্যুৎ খেলে যেতে দেখল ক্যারল কোয়ার্টারম্যান। সমস্ত অনুভূতি আর আবেগ যেন ছেড়ে গেল ওকে, দেখল একই মুহূর্তে নড়ে উঠেছে ওয়েসের হাত।

আচমকা লিভারি স্টেবলের দরজায় একটা রাইফেলের মাজল দেখতে পেল ক্যারল। 'জন!' আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল ও। 'সাবধান! স্টেবলে…'

হ্যাটের ব্রিমের তলা দিয়ে শ্যেনদৃষ্টি চালাল জন ওয়েস; হাতের তালুয় উঠে এসেছে বহুল ব্যবহৃত পিস্তলের বাঁট। কোমরের কাছ থেকে গুলি করল ও, ক্যারলের চিৎকার শুনবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আগুন ওগরাল ওর ডান হাতের পিস্তল।

ডান পাশে একটা রাইফেলের গর্জন শোনা গেল, আচমকা ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল ওয়েস। ডান হাতের পিস্তল ছুটে গেছে হাত থেকে। অন্য পিস্তলটা ঝটিতি ছুঁড়ে দিয়ে ডান হাতে লুফে নিল ও, বার্নের দরজা পথে ভিতরের অন্ধকারের উদ্দেশে একটা গুলি পাঠিয়ে দিল, স্পেন্সার রাইফেলের গোলাকার মাজলের ঠিক নীচ দিয়ে।

মাথা ঘুরছে ওর, মনে হচ্ছে রাস্তাটা কাঁপছে, কিন্তু কোন রকমে পায়ের নীচে রাস্তাকে ফেলে উঠে দাঁড়াতে পারল ও। এখনও দাঁড়িয়ে আছে জন পোল, কিন্তু বুকের কাছে নীল শার্টে একটা রক্তাক্ত ফুটো তৈরি হয়েছে। সমানে আগুন ওগরাচ্ছে বার-বি র‍্যামরডের পিস্তল। নিজের চারপাশে সর্বত্র পিস্তলের গর্জন শুনতে পাচ্ছে সে, এবং নিশানা ছাড়াই সমানে গুলি করছে পোল।

পা কাঁপছে ওর, কিন্তু পোলের দিকে এগোল ওয়েস। দেখল একটা গুলি ধুলো চটকাল বন্দুকবাজের পায়ের কাছে, বিতৃষ্ণার সাথে ভাবল মিস্ করেছে ও, জানে না আসলে র‍্যামরডের শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর মাটিতে পড়ে ধুলো উড়িয়েছে ওটা।

হতচকিত হয়ে জন পোলকে পড়ে থাকতে দেখল ও। রক্তাক্ত হাতে ধুলো খামচে ধরেছে পোল। বার্নের দিক থেকে ফের একটা পিস্তলের গর্জন কানে এল ওয়েসের, চরকির মত আধ-পাক ঘুরল ও। কিন্তু ফের ধুলোর ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল, মুখে রক্তের তেতো স্বাদ অনুভব করছে। বেলুনের

মত বড় আর হালকা মনে হচ্ছে মাথাটাকে, কিন্তু কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলো ও, কাঁপা হাতে পিস্তলে তাজা বুলেট ভরল। ফের বার্নের ভিতর থেকে একটা গুলি তেড়ে এল, কিন্তু এগোতে থাকল ওয়েস। বাম হাত বাড়িয়ে দরজার একপাশ আঁকড়ে ধরল ও, তারপর অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল।

থলথলে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জর্জ ও'নীলের, সীমাহীন আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে আছে ওয়েসের দিকে। রাইফেলটা এখনও ধরে রেখেছে সে, সেটা তুলে নিশানা করবার সময় নিদারুণ বিস্ময় দেখা গেল হুসল্যারের চোখে। তখনই নিজের পিস্তল তুলল ওয়েস, শেষ তিনটা গুলি করল।

মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল হুসল্যারের দেহ, চটপট তিনটে ফুটো তৈরি হয়েছে বুক আর পেটে। পায়ের পাতার উপর দোল খেল ওর দেহ, মুখে রক্ত উঠে এসেছে। রক্তমাখা বুদ্বুদের সাথে শেষ কয়েকটা শব্দ মুখ দিয়ে উগরে দিল সে, তারপর নোংরা খড় আর ধুলো বিছানো মেঝেয় মুখ থুবড়ে পড়ল।

ওয়েসের মনে হলো হঠাৎ হাঁটু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ওর, শক্ত মেঝে আঘাত করল ওকে। মুখে উৎকট ধুলো আর খড়ের স্বাদই কেবল মনে রাখতে পারল ও, আর কেউ দৌড়ে আসছে ওর দিকে...

*

দীর্ঘ সময় অজ্ঞান হয়ে থাকল ও, এবং তারপর সূর্যের উজ্জ্বল আলো দেখতে পেল জানালা পথে। কাছেই কোথাও কল চাপছে কেউ, মৃদু গুনগুন করছে কোন মহিলা। অদ্ভুত একটা বিছানায় শুয়ে আছে ও, আবিষ্কার করল ওয়েস, বেড-কাভারটা শেষ যখন দেখেছিল তারচেয়ে অনেক পরিষ্কার দেখাচ্ছে এখন। অনেক ফর্সা মনে হচ্ছে।

দরজা খুলে যেতে ক্যারল কোয়ার্টারম্যানের মুখ দেখতে পেল ও। 'ওহ্! জ্ঞান ফিরে পেয়েছ!' বিস্ময় মেয়েটির মুখে। 'আমরা আশঙ্কা করছিলাম হয়তো কখনও জ্ঞান ফিরবে না তোমার! কেমন বোধ করছ?'

'আমি...সত্যিই জানি না। এটা কার বাড়ি?'

'ডক হ্যাসেটের বাড়ি। আমার আঙ্কেল, আর তোমার ডাক্তার সে। আপাতত তোমার নার্সের কাজ করছি আমি। চারটা বুলেট ছিল তোমার শরীরে, দুটো রাইফেলের, দুটো পিস্তলের—এড আঙ্কেল তাই বলেছে, যদিও আমার ধারণা আসলে দুটোর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না সে।'

'ও'নীল?'

'মারা গেছে। তোমার একটা গুলি আঁচড় কেটে গেছে ওকে, বাকি তিনটে জায়গামত লাগিয়েছ। জন পোলও মারা গেছে তোমার গুলিতে।'

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আরও গোলাগুলি হয়েছে।'

'বাবা আর হলি ওয়াকার ওগুলো ছুঁড়েছে। পোলকে সাহায্য করতে চেয়েছিল নিউটন আর ফাউলার। দু'জনে মিলে কাজটা শেষ করেছে ওরা। বাবার শরীরেও একটা বুলেট ঢুকেছে, মারাত্মক কিছু নয় আঘাতটা, কিন্তু ওয়াকারের কিছুই হয়নি।'

'ম্যাসন?'

'ওই হচ্ছে সবচেয়ে ভাগ্যবান। মবের লোকজন সুযোগ পেয়ে তিনটা গুলি লাগিয়েছিল ওর দেহে, কিন্তু কোনটাই স্রেফ আঁচড় কাটা ছাড়া বেশি কিছু করতে পারেনি। নেস্টররা সব ক্যানিয়নে ফিরে গেছে, স্টিভ বেইনি পর্যন্ত কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছে না এখন।'

'এখানে ক'দিন আছি আমি?'

'এক সপ্তাহ। মনে হচ্ছে এরচেয়ে আরও বেশি দিন থাকতে হবে তোমাকে। এড আঙ্কেল বলেছে নড়াচড়া করতে পারবে না তুমি, এবং বিছানায়ই থাকতে হবে। নার্স হিসেবে আমাকে পাচ্ছ তুমি, অন্তত আগামী দুই সপ্তাহ।'

'নার্স হিসেবে তোমাকে?' দাঁত বের করে হাসল ওয়েস। 'চলবে, কিন্তু স্টিভ বেইনির কি হলো?'

শ্রাগ করল মেয়েটা। 'তুমি যেই মাথাব্যথা দিয়েছ, তারচেয়েও বেশি মাথাব্যথা নিয়ে বাথানে ফিরে গেছে ও। রাসলিং করত পোল, তার কিছু বার-বির ছাপ্পড় মারত ওরা, বাকিগুলো বেচে দিত। নিউটন কাজ করত ওদের সাথে, মরবার আগে সব স্বীকার করেছে সে। কসম কেটে বলেছে নিজ চোখে জর্জ ও'নীলকে প্রেয়ারিতে আগুন ধরাতে দেখেছে ও।

'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আমাকে ঘৃণা করত সে, কিন্তু পরে ওর অফিস তল্লাশি চালিয়েছিল লোকজন, কাগজপত্র পেয়েছে যাতে এই লড়াই শেষ হলে কিভাবে সব জমি কিনে নেবে সেই পরিকল্পনার খসড়া করেছিল সে। ও ধারণা করেছিল লড়াইয়ে বেশিরভাগ লোকই মারা পড়বে। এখানে আসবার পর ওর ব্যাপারে তোমার প্রশ্নই সন্দিহান করে অন্যদের, পরে প্রমাণিত হলো যে তোমার ধারণাই ঠিক ছিল। রেঞ্জ ওঅর শেষে জমি কিনতে প্রচুর টাকা দরকার হত, একমাত্র ওরই যথেষ্ট নগদ টাকা ছিল।'

'টিরেলের ঘটনার কিছু জানো?'

'তেমন কিছু নয়। ম্যাসনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাথানে ফিরে এসেছিল ও, হুসল্যারের সাথে কথা হয়েছে ওর। হয়তো পোলই খুন করেছে ওকে। টিরেল হয়তো র‍্যামরডকে রাসলিং করতে দেখেছিল, আসল ব্যাপার কখনোই জানা হবে না আমাদের।'

'এবার আমি ঘুমোব,' বলে প্রশান্তিতে চোখ বুজল ওয়েস।

*

গিলা ক্রসিং ছাড়িয়ে প্রায় আধ-মাইল চলে এসেছে জন ওয়েস। উঁচু একটা মেসায় উঠে থেমে পেছন ফিরে তাকাল ও। স্পষ্ট চোখে পড়ছে শহরটা, সকালের উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় হাসছে যেন। কোথাও কোন সাড়া নেই, চওড়া রাস্তাটা ফাঁকা, সাইডওঅকের ওপর বসে আছে এক লোক, বলের পিছু পিছু এগোচ্ছে একটা বাচ্চা। আরও দূরে, অধৈর্য ভাবে পা চালাল একটা ঘোড়া, বিরক্তিকর মাছির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

একেবারেই নীরব, শান্তিপূর্ণ শহর, ভাবল ওয়েস। কোন একদিন সমস্ত পশ্চিমই গিলা ক্রসিঙের মত শান্তিপূর্ণ হয়ে যাবে···

উদ্ধার

ভোরের আলো ফুটবার পরপরই, বৃষ্টি শুরু হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে ড্রাই ক্রীক স্টেশনে পৌঁছল জেফ ক্রেমার। পাইনের সারি পেরিয়ে সিয়েনাগা ক্রীকের পাড়ে উঁচু যে-মালভূমি আছে, ওখানে পৌঁছে দূরে আগুনের লেলিহান শিখার নাচন দেখতে পেল সে।

ক্যাম্প ফায়ারের আগুন এত বড় হয় না, কিংবা এমন খোলা জায়গায় ক্যাম্পও করে না কেউ। উঁহুঁ, কোথাও কোন ঘাপলা আছে। প্রথমে সামান্থার কথাই মনে এল ওর। বিশ মিনিট আগে ওর স্টেজ হোয়াইটওঅটরের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার কথা, অথচ অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ড্রাই ক্রীক স্টেশন এখন জ্বলে-পুড়ে ছাই হতে বাকি।

ট্রেইল এড়িয়ে সরাসরি ঢাল বরাবর ঘোড়া ছোটাল ক্রেমার, ছড়ানো-ছিটানো পাইনের ফাঁক গলে এগোল। পাইনের কাঁটার খোঁচা খেতে পারে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করছে না। সরাসরি প্রেয়ারির দিকে, সবচেয়ে সহজ পথে ঘোড়া ছোটাল তুমুল গতিতে।

সরু কাঠির মত কিছু লগ খাড়া আছে বটে, হালকা বৃষ্টির মধ্যেও জ্বলছে লেলিহান শিখায়–স্টেশনে পৌঁছে দেখতে পেল ক্রেমার। বাকি সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পড়ে থাকা ছাইয়ের স্তূপই বড়সড় স্টেশন ভবনের শেষ নমুনা। কয়লার মত কালো স্টেজের চাকা আর জোয়ালের একটা অংশ চোখে পড়ল ওর, জ্বলছে ওগুলো, তবে শিখাহীন।

প্রবল আশঙ্কায় মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে ওর। দ্রুত রাশ টেনে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল ক্রেমার, আগুনের চারপাশে চক্কর মারল। ছাই-ভস্মের মাঝে একটা দেহ পড়ে আছে, কোমরে বেল্টঅলা একজন পুরুষ। একনজর দেখেই বুঝে নিয়েছে ক্রেমার, ওটা স্টেশন এজেন্ট ফ্রেড টলিভারের মৃতদেহ।

সামান্থা কোথায় তাহলে? ড্রাইভার লোকটা, এড কার্টিসই বা কোথায়

গেল?

কাদায় বিক্ষিপ্ত কিছু পদচিহ্ন চোখে পড়ল ওর, স্টেবলের দিকে চলে গেছে। হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে আগে বাড়বার নির্দেশ দিল ও, কয়েক গজ এগোতে স্টেবলের ঠিক বাইরে কার্টিসকে দেখতে পেল।

দু'বার গুলি করা হয়েছে ড্রাইভারকে। পেছন থেকে প্রথমবার, কার্টিস তখন স্টেবলের উদ্দেশে ছুটছিল বোধহয়। দ্বিতীয়বার একেবারে কাছ থেকে। সম্ভবত মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর, কাছে এসে উপর থেকে মাথায় গুলি করে নিশ্চিত হয়েছে ড্রাইভারের মৃত্যু সম্পর্কে। নিরস্ত্র একজন মানুষকে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় খুন।

কোথাও সামান্থার চিহ্নমাত্র নেই। স্যাডলে বসেই পেছন ফিরে তাকাল ক্রেমার, আধ-পোড়া একটা লগ তুলে নিয়ে পোড়া স্টেজের ছাই ছড়িয়ে খুঁজতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরই পুড়ে যাওয়া একটা ব্যাগ দেখতে পেল, যার কিনারা দিয়ে আধ-পোড়া মেয়েলি কাপড় উঁকি দিচ্ছে। চিনল ক্রেমার–সামান্থার কাপড়।

দৃশ্যত এখানে ছিল সামান্থা।

স্থির হয়ে স্যাডলে বসে থাকল ও, তুমুল বৃষ্টি ভ্রূক্ষেপ করছে না। আসলে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছেছিল সামান্থা, স্টেজে ওর ব্যাগটাও তোলা হয়েছিল। হয় ও স্টেজে চাপার পর, কিংবা তার আগের মুহূর্তে ঘটনাটা ঘটেছে।

অ্যাপাচী?

একটা সম্ভাবনা বটে, কিন্তু হালে পানি পায় না। প্রায় বছর খানেক ধরে শান্ত আছে রেডস্কিনরা, তাছাড়া এড কার্টিসের মৃতদেহ বিকৃতও করা হয়নি। ইন্ডিয়ানরা হলে চাঁদির ছাল তুলে নেওয়ার কথা।

সবচেয়ে কাছে, যেখান থেকে সাহায্য মিলতে পারে, সেই হোয়াইটওঅটর প্রায় পনেরো মাইল উত্তরে। প্রতিটি মুহূর্তে সামান্থাকে নিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা।

ঘোড়া ঘুরিয়ে স্টেবলের কাছে চলে এল ক্রেমার। সবক'টা স্টল শূন্য। স্যাডল ছেড়ে নেমে এল ও, স্টেবলে ঢুকে মেঝে জরিপ করতে শুরু করল। গতরাতেও বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি শুরুর পর অন্তত একজন লোক এসেছিল এখানে, কারণ ভেজা কাদা লেগে আছে মেঝেয়, শুকায়নি এখনও।

স্টলে সাধারণত চারটে ঘোড়া থাকে। তবে যা নমুনা মিলেছে, তাতে ক্রেমার নিশ্চিত হলো আগের রাতে আটটা ঘোড়া ছিল। নিজেই ঘোড়ার নাল

পরায় টলিভার, জানে ক্রেমার, এবং নালগুলো ওর পরিচিত। ঝটপট ট্র্যাক পরখ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

টলিভারের নাল পরানো চারটে ঘোড়ার ছাপ সহজেই আলাদা করা যাচ্ছে। অন্য তিনটে ঘোড়ার ছাপ অপরিচিত হলেও চতুর্থটার অন্তত একটা হুবহু টলিভারের ব্যবহৃত নালের মত। অপরিচিত চারটে ঘোড়া যেসব স্টলে ছিল, সবক'টাই শুকনো, কাদা নেই এক ফোঁটা; তার মানে একটাই–বৃষ্টির আগেই ঘোড়াগুলো স্টলে ঢুকিয়েছে রাইডাররা।

অন্যদের ঘোড়া মাঝে মধ্যে স্টেশনের স্টলে রাখে টলিভার, কিন্তু ওর বিশেষ নাল লাগানো ওই ঘোড়ার উপস্থিতির অর্থ ঘোড়াটা শুধু কালই নয়, বরং আগেও এসেছে এখানে।

দরজার কাছে সরে গেল ক্রেমার, অভ্যস্ত হাতে সিগারেট রোল করল। মাথা গরম করে ছোটাছুটি করলে লাভ হবে না। আগে ভেবে-চিন্তে, পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে হবে।

গতরাতে চারজন মানুষ উপস্থিত হয়েছিল স্টেশনে। সামান্থা সম্ভবত ওদের আগেই পৌঁছেছিল, এবং জলদি ঘুমিয়ে পড়েছিল। দৃশ্যত সকালে হোয়াইটওঅটরের স্টেজ পৌঁছার আগে কোন ঝামেলা হয়নি।

ফ্রেড টলিভার এবং এড কার্টিস দু'জনই ভাল করে চেনে সামান্থাকে। ক্রেমারের বহুদিনের বন্ধু ওরা। সাহসী, সৎ মানুষ। তবে নিরীহ। মেয়েটার কোন ক্ষতি করেনি ওরা, সামান্থা এখানে থাকা অবস্থায় ক্ষতি হতে পারে সেই চিন্তাও ঠাঁই পায়নি ওদের মাথায়, জানে ক্রেমার। এটাই হয়তো পরিস্থিতির নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অসতর্ক অবস্থায় ছিল ওরা।

সামান্থা বেশ সুন্দরী। বিশ্বস্ত, আন্তরিক এবং সহজ-সরল মেয়ে। যে-কোন পুরুষের মনোযোগ টেনে রাখার মত আকর্ষণীয় ফিগার ওর। ধরা যাক, আগন্তুকদের একজন আগ্রহী হয়ে পড়েছিল ওর প্রতি, হয়তো উত্যক্ত করেছিল ওকে? চোখের সামনে কোন মহিলার অপমান হবে, এমন কিছু সহ্য করবে না টলিভার, জানে ক্রেমার। কার্টিস আরও এক কাঠি বাড়া। বেপরোয়া, জেদী এবং সাহসী লোকটা।

আচমকা সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল জেফ ক্রেমারের কাছে। প্রায় তৎক্ষণাৎ সমস্ত প্রশ্নের জবাবও পেয়ে গেল। বেনিং আর টেনেম্যানদের দল। ওরাই দায়ী।

টেনেসির পাহাড়ে এদের আদি নিবাস। টাফ, বেপরোয়া এবং বিপজ্জনক আউটফিট। কোন বন্ধু নেই ওদের। ঝগড়াটে, নিষ্ঠুর এবং মেয়ে-

ঘেঁষা স্বভাবের। সুযোগ পেলে মেয়েদের উত্যক্ত করতে ছাড়ে না। ছয় মাস আগে হাফ-মুন এলাকায় বসতি করেছে দলটা।

কঠিন চীজ একেকজন। টলিভার একবার বলেছিল ওদের সম্পর্কে: 'যেখান থেকেই এসে থাকুক, নিশ্চই পালিয়ে এসেছে। বাজি রেখে বলতে পারি, পেছনে কয়েকটা লাশও ফেলে এসেছে ওরা।'

ক্রেমার দেখেছে ওদের। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ শরীরের কাউবয় মনে হতে পারে, দৃঢ় চোয়াল আর কাঁধের অধিকারী। বিশালদেহী লোকটা টিম বেনিং, চওড়ায় গাছের গুঁড়ির মত। বেন টেনেম্যান ততটা সুঠামেদহী নয়, চুপসানো মুখে হনুর হাড়ের কাছে একটা ক্ষতচিহ্ন রয়েছে।

গরু পালে না ওরা, কিন্তু কখনও মাংসের অভাব হয় না ওদের। দিনে কিছুটা হুইস্কি তৈরি করে, এবং রাতে সেটা বিক্রি করে পেশাদার পেডলারদের মত।

এখানে বসতি গড়বার পর মাস পেরোনোর আগেই সান্টা রিটায় এক লোককে খুন করে ওরা। তিনজনে মিলে নিষ্ঠুর ভাবে পিটিয়েছে লোকটাকে, শেষে গুলি করে মেরেছে। এলাকায় বিক্ষিপ্ত কিছু ঝামেলা হয় বটে, কিন্তু টেনেম্যানদের কেউ ঘাঁটাতে যায় না। ওদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—ঝামেলা একজনের হলে সেটাকে দল বেঁধে মোকাবিলা করে। কে যাবে পাঁচজনের সঙ্গে লাগতে? সুতরাং কেউই পারতপক্ষে ঘাঁটাতে যায়নি টেনেম্যানদের।

বাড়ি থেকে স্টেজ ধরতে সরাসরি স্টেশনে এসেছে সামান্থা, টেবিলে রেখে যাওয়া নোটে তাই লিখে এসেছিল। বেনিং আর টেনেম্যানরা স্টেশনে পৌঁছেছিল ওর পরপরই। এর আগেও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় স্টেশনে রাত কাটিয়েছে টেনেম্যানরা, যদিও অতিথি হিসাবে আন্তরিক অভ্যর্থনা বা সেবা তারা কখনও পায়নি, স্রেফ ঝামেলা এড়ানোর জন্যই ওদের উপস্থিতি মেনে নেওয়া হয়েছে প্রতিবার। নিশ্চই ঝামেলা পাকিয়েছিল ওদের কেউ, পরিণতিতে খুন হয়ে যায় টলিভার। পরে কার্টিসকেও খুন করেছে ওরা, স্টেশন ভবন পুড়িয়ে দিয়ে সামান্থাকে নিয়ে কেটে পড়েছে।

টালি-বুক আর পেন্সিল বের করে এক পাতায় ওর ধারণার কথা লিখল ক্রেমার, তারপর জানাল কি করতে যাচ্ছে। পাতাটা ছিঁড়ে স্টেবলের দরজার পাল্লার সঙ্গে সেঁটে দিল। দরজা ভেতরের দিকে খোলে বলে বৃষ্টিতে ভেজার সম্ভাবনা কম। কামারের দোকানের কাছে চলে এল ও এবার। দেয়ালের আঙটার সঙ্গে পুরানো একটা স্লিকার ঝুলছে, ওটা সরিয়ে দিতে গোপন কুঠুরীতে টলিভারের শটগানটা চোখে পড়ল।

এটার জন্যেই ছুটে এসেছিল এড কার্টিস। কিন্তু সফল হতে পারেনি। চার শটের রিভলভিং রোপার-ব্যারেলের কাছে কয়েক ইঞ্চি কাটা। ভিতরে শেল ভরা আছে কিনা, পরখ করল ক্রেমার, তারপর স্লিকারের ভিতরে চালান করে দিল অস্ত্রটা। বেরিয়ে এসে ডানের কাছে চলে গেল।

ধীর, দ্বিধান্বিত পায়ে স্টেবলে ফিরে এল ও। ঘোড়ার জন্য কিছু দানাপানি প্যাকেটে ভরে বেডরোলের সঙ্গে বেঁধে রাখল। তারপর ডানের লাগাম হাতে বেরিয়ে এসে স্যাডলে চাপল।

হাফ-মুন এখান থেকে বত্রিশ মাইল দূরের পথ। বিকল্প একটা পথের হদিশ জানা আছে ক্রেমারের। ওর ধারণা টেনেম্যানরা এই পথের কথা জানে না, এখনও এলাকায় নতুন ওরা, স্বভাবতই বত্রিশ মাইল পথ পাড়ি দেবে। রেইন ক্রীক আর ওয়েস্ট ফর্ক হয়ে যে শর্টকাট যাওয়া যায়, সেটা ওদের জানবার কথা নয়।

ওর দু'জন বন্ধু খুন হয়েছে। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে স্টেজ স্টেশন। ওর স্ত্রী অপহৃতা। স্বভাবতই দয়া বা করুণা নামের সবকিছু উধাও হয়ে গেছে জেফ ক্রেমারের ভিতর থেকে।

সামান্থা পুবের মেয়ে। সুন্দরী, শান্ত, ধীর-স্থির স্বভাবের এবং যথেষ্ট পরিণত। স্ত্রী হিসাবে ওকে পেয়ে সুখীই ছিল ক্রেমার, মেয়েটাও সুখী ছিল। শুধু একটা ব্যাপারে আপত্তি ছিল সামান্থার, ওর অস্ত্র বহন করা মেনে নিতে পারেনি। মেয়েটা শুনেছে কয়েকটা খুন করেছে ক্রেমার। এসব অবশ্য বহুদিন আগের কথা, টেক্সাসের ঘটনা। ওদের দুই বছরের বিবাহিত জীবনে কোন অনভিপ্রেত ঘটনাই ঘটেনি, যদ্দিন না লনি ম্যাসন এখানে এসেছে।

ছেলেটাকে দেখেই ধাত বুঝে নিয়েছে ক্রেমার। দেখতে সুদর্শন, বিশের ঘরও পেরোয়নি, শান্ত চেহারা, অথচ পুরোটাই মেকী। লনি ম্যাসনের ভেতরটা দেখতে পায়নি সামান্থা, যেটা ক্রেমার দেখেছে—ভিতরে ভিতরে সে একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনী।

বেশ কয়েকবারই র‍্যাঞ্চে এসেছে ছেলেটা, চলবার পথে থেমে গল্প করেছে সামান্থার সঙ্গে। ক্রেমারের সঙ্গে দেখা হলে নীরব উস্কানি আর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়েছে। জেফ ক্রেমারের কথা শুনেছে সে, টেক্সাসে রেঞ্জার থাকা অবস্থায় কয়েকটা খুন করেছে। রেঞ্জার জীবনে ক্রেমারের সুনামকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছে ম্যাসন। কিন্তু স্রেফ ঝামেলা এড়ানোর জন্যেই ছেলেটার নীরব উস্কানি অগ্রাহ্য করেছে ক্রেমার।

তবে সবসময়ই ও জানত, কোন একদিন হয়তো এড়ানো যাবে না।

সত্যি সত্যিই তাই ঘটল শেষে। ড্রাই ক্রীক স্টেশনের পাশে ছোট্ট একটা বাথান রয়েছে স্টেজ কোম্পানির, ফ্রেড টলিভারই দেখাশোনা করে। ওদের কিছু গরু চুরি হয়ে গেল হঠাৎ। ফ্রেড টলিভারকে নিয়ে গরু খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে ক্রেমার। খুঁজতে খুঁজতে জায়গামত পৌঁছে যায় ওরা। আরও একজনের সঙ্গে লনি ম্যাসনকে আবিষ্কার করে। টলিভারের একটা বাছুরকে শুইয়ে ব্র্যান্ড করছিল ম্যাসন।

কেউ কিছু বুঝবার আগেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়ায় ম্যাসন। দারুণ ক্ষিপ্র ছিল সে। কিন্তু নসেজে শেখা বিদ্যে তখনও ভুলে যায়নি জেফ ক্রেমার। সেকেন্ড খানেক পরই দেখা গেল বুক চেপে ধরে লুটিয়ে পড়েছে ম্যাসন, হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছে বুলেট। টলিভারের কোমরের বেল্ট ছুঁয়ে চলে গেল অন্য লোকটার গুলি। দ্বিতীয় গুলি করবার সুযোগ পেল না সে, নইলে হয়তো ঠিক খুন হয়ে যেত বাতে আক্রান্ত স্টেশন এজেন্ট।

লাশ দুটো নিয়ে হোয়াইটওঅটরের উদ্দেশে রওনা দিল ওরা, ল-অফিসে শেরিফকে লাশ বুঝিয়ে দেবে। বিশ্রাম নিতে ক্রেমারের বাথানে থামল ওরা। সব শুনে দারুণ হতাশা বোধ করল সামান্থা। স্যাডলের উপর পড়ে থাকা দেহ দুটো দেখে যে-আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল ওর চোখে, তা কখনও ভুলতে পারবে না ক্রেমার।

সবকিছু ব্যাখ্যা করলে হয়তো বুঝত সামান্থা, কিন্তু শুনবার আগ্রহ হয়নি ওর। ব্যাপারটা রীতিমত বিস্ময়কর মনে হয়েছে ওর কাছে। খুনী হওয়া দূরে থাক, লনি ম্যাসনের মত তরতাজা একজন যুবক গরুচোর, এটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল ওর কাছে। স্রেফ পিস্তলে নিজের কারিশমা দেখিয়েছে জেফ। জানত কোন একদিন এমনই হবে, অস্ত্র বহন করলে কেউ না কেউ মরবেই। ফ্রেড টলিভার ওকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওসব মাথায় ঢোকেনি সামান্থার—একটা ব্যাপারই মন জুড়ে ছিল যে ওর স্বামী দু'জন মানুষ খুন করেছে, এদের একজন শান্ত স্বভাবের স্বল্পভাষী, হাসি-খুশি এক তরুণ।

এ নিয়ে, বেশ কয়েকবারই তর্ক করেছে ওরা। একসময় খেপে গিয়েছিল ক্রেমার। এমন কথা বলেছে যা বলা ঠিক হয়নি। রাগের মাথায় ঘোষণা করেছে পশ্চিমা কোন মানুষের বউ হওয়ার যোগ্যতা নেই সামান্থার। বোধহয় সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলে সামান্থা—পুবে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাগের মাথায় কথাটা বলে পরে অনুতপ্ত হয়েছে ক্রেমার। রেঞ্জ থেকে ফিরে এসেছিল মাফ চাওয়ার জন্য, কিন্তু ততক্ষণে ড্রাই ক্রীক স্টেশনের পথ ধরেছে সামান্থা। ক্রেমারের জন্য একটা নোট রেখে গিয়েছিল

টেবিলের উপর।

হে-স্টেক পর্বতশ্রেণীর চূড়ার উপর ভিড় করেছে ভারী মেঘের দল, প্রায় ছুঁইছুঁই করছে। ঘোড়ার গতি বাড়াল ও, দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে ঢুকে পড়ল রেইন ক্যানিয়নে। উপত্যকা ধরে পানির স্রোত বইছে। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে এখন। উঁচু একটা ট্রেইল ধরে পাহাড়ে উঠে এল ও। ডান ঘোড়াটা বুনো ছিল একসময়, এ ধরনের পরিবেশে চলতে অভ্যস্ত। বজ্রপাতের শব্দ ক্যানিয়নের দেয়ালে দেয়ালে এমন ভাবে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করছে যেন দৈত্যাকার সব বোল্ডার গড়িয়ে পড়ছে মার্বেল পাথরের করিডরে, গম্ভীর শব্দে কাঁপন উঠেছে পাহাড়ে পাহাড়ে।

পাইনের ঝাড় এখন আর সবুজ নেই, বৃষ্টিতে ভিজে কালো দেখাচ্ছে। হালকা চালে ছুটছে ডানটা। চোখ কুঁচকে বৃষ্টির ধোঁয়াটে পর্দা ভেদ করে দেখার প্রয়াস পেল ক্রেমার, ওয়েস্ট ফর্কের শুরুতে উঁচু একটা জায়গা রয়েছে—জায়গাটার নাম স্যাডল—ওটা ধরে যেতে হবে। এড়িয়ে গেলে ঘুরপথে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

ওয়েস্ট ফর্কের স্যাডলের কাছে যখন পৌঁছল ও, ততক্ষণে ধরে এসেছে বৃষ্টি। দু'পাশে ক্লিফের ঢাল প্রায় নুয়ে পড়েছে। দশ হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু দেয়াল। স্যাডলটা আট হাজার ফুট উঁচুতে।

থামল না ক্রেমার, টানা এগিয়ে চলেছে। আকাশে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বজ্রপাতের শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা। কাঁধে আছড়ে পড়ছে তুমুল বৃষ্টি, একসময় ক্লান্ত বোধ করল ও। বেশ কয়েকবার ট্রেইল ছেড়ে গাছের আড়ালে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে ঘোড়াটা, কিন্তু ক্রেমারের তাগাদায় রাস্তায় থাকতে বাধ্য হয়েছে। একসময় স্যাডল পেরোল ওরা, নিচু ঢাল ধরে নামতে শুরু করল।

গাছপালার ফাঁকে খোলা জায়গায় এসে হাফ-মুনের দিকে দৃষ্টি চালাল ক্রেমার। অগুনতি ন্যাড়া ক্যানিয়ন আর পাহাড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সামনের এলাকায়, মাকড়সার জালের মত বিছিয়ে আছে; প্রাকৃতিক একটা গোলকধাঁধা। বৃষ্টিস্নাত লালচে পাথর আর গ্র্যানিট উজ্জ্বল দেখাচ্ছে; শান্ত স্থবির দাঁড়িয়ে আছে পাইনের ঝাড়, নগ্ন শাখাগুলো রাইফেলের দীর্ঘ ব্যারেলের মত ধূসর আকাশ আর ন্যাড়া ক্লিফের দেয়ালের দিকে তাক করা। ঘোড়ার গতি বাড়াল ক্রেমার, তুলনামূলক সহজ ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে এখন। দারুণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে ঘোড়াটা, বিক্ষত খুর নিয়েও এগিয়ে চলেছে।

সহজ এবং সংক্ষিপ্ত ট্রেইলটা চেনে না বলে ঘুরপথে এসেছে

টেনেম্যানরা, স্বভাবতই ওর চেয়ে পিছিয়ে থাকবে তারা; তা ছাড়া এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া আর অপরিচিত এলাকা বলে সতর্কতার সঙ্গে এগোবে। ক্রেমার আশা করছে টেনেম্যানদের আগেই হাফ-মুনে পৌঁছে যেতে পারবে।

আচমকা ডানদিকে পাহাড়ের একটা গভীর চেরা চোখে পড়ল ওর। ক্রমশ নিচু হয়ে খাদের আকৃতি পেয়েছে চেরাটা। ঘোড়ার গতিপথ বদলে পাইনের সারির ফাঁক গলে এগোল ও, প্রায় হাঁটছে এখন ডানটা, সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ক্যানিয়নের তলা পর্যন্ত নেমে গেছে।

ক্যানিয়নের তলায় জমা পানিতে তুমুল স্রোত উঠেছে। পানির কিনারায় চোখের ভুরুর মত বাঁকা হয়ে গেছে ট্রেইল। নাক সিটকে অস্বস্তি প্রকাশ করল ডান, সরে যেতে চাইল, কিন্তু ক্রেমারের হালকা কিন্তু লাগাতার তাগাদায় এগিয়ে যেতে বাধ্য হলো। আধ-ঘণ্টা পর চড়াইয়ের শুরু হলো, দুই পাহাড়ের মাঝখানে উপত্যকার খোলা জায়গা ক্রমশ আরও উপরে উঠে গেছে।

অনেকক্ষণ এভাবেই চলল ও, কেবলই উঠছে। তারপর একসময় হাফ-মুনের উপরের এক উপত্যকায়, ঘন পাইনের সারিতে নিজেকে আবিষ্কার করল জেফ ক্রেমার।

কয়েক জায়গায় ঘন হয়ে জন্মেছে কিছু পাইন, তুমুল বৃষ্টিতে সাময়িক আশ্রয় হতে পারে ওর জন্য, তারই একটার নীচে এসে স্যাডল ছাড়ল ক্রেমার। কিছু দানাপানি নোজ-ব্যাগে ভরে ওটা ঝুলিয়ে দিল ডানের গলায়। পাইনের ফাঁক গলে এগোল ও এবার, দৃষ্টি নীচের পাহাড়ী উপত্যকায়।

পুরানো কেবিনটা আগের মতই আছে, ঠিক যেমন দেখেছিল। দীর্ঘ, নিচু ছাতের কেবিন। স্টেবল আর করাল রয়েছে পঞ্চাশ গজ দূরে। একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসল ক্রেমার, সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল। বৃষ্টি ধরে এসেছে, গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছে এখন, ক্রমশ ঘনায়মান অন্ধকারের অপেক্ষায় থাকল ও, ট্রেইলের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে।

রাতের অন্ধকার প্রায় জাঁকিয়ে বসেছে, এ সময়ে ওদের আসতে দেখতে পেল জেফ ক্রেমার। ছয়জন রাইডার আর চারটে চুরি করা ঘোড়ার পিঠে প্যাক দেখা যাচ্ছে। পুড়িয়ে দেওয়ার আগে স্টেজ স্টেশন লুট করেছে ওরা, মালপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

ফিল্ড-গ্লাস দিয়ে প্রত্যেকের মুখ জরিপ করল ক্রেমার, সবার আগে অবশ্য সামান্থাকে দেখল। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত এবং ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে, কিন্তু

এখনও মাথা উঁচু করে স্যাডলে বসেছে, চাপা অহঙ্কার আর অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছে আচরণে। রাইডারদের একজন স্যাডল থেকে নামাল ওকে, তারপর কেবিনের ভিতরে নিয়ে গেল। একে একে স্যাডল ছাড়ল অন্যরা, তারপর মালপত্র নামিয়ে ঘোড়াগুলোকে করালে নিয়ে গেল।

কেবিনে একটাই দরজা, জানালা নেই। কিছু পোর্ট-হোল রয়েছে অবশ্য, কিন্তু বাইরে থেকে ভিতরের কিছু দেখবার উপায় নেই। কেবিনে ঢুকবার একমাত্র উপায়–সামনের দরজা।

পাহাড়ের কিনারে বসে পড়ল ক্রেমার, সতর্ক মাপা দৃষ্টিতে সামনের দৃশ্য জরিপ করল। বুঝতে পারছে কী করতে হবে ওর। ওই দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে এবং খুব দ্রুত…

*

আড়ষ্ট হাত ডলার ফাঁকে দীর্ঘ কামরার এদিক-ওদিক নজর চালাল সামান্থা ক্রেমার, একটু আগে ওর হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছে বেন টেনেম্যান।

ওপাশের দেয়ালের লাগোয়া কয়েকটা বাঙ্কে জীর্ণ, নোংরা বেডরোল বিছানো। উল্টে রাখা একটা বেঞ্চ রয়েছে একপাশে; কাদামাখা বুট, পরিত্যক্ত ব্রিডল, আধ-ছেঁড়া ল্যারিয়েট ছাড়াও রকমারি জিনিস অবহেলার সঙ্গে মেঝেয় ফেলে রাখা। কেবিনের বাতাস গরম, ভাপসা এবং ঘামের কটু গন্ধে ভরা।

চুলোয় তেল চিটচিটে একটা পাত্র বসিয়ে খাবার গরম করছে বেনিং। ডেভ টেনেম্যান, রোদপোড়া সুদর্শন চেহারার মাঝবয়েসী লোকটি বাঙ্কে বসে বুট খুলতে ব্যস্ত। সামনের দিকে চাঁদি খালি হতে শুরু করেছে তার। দূর থেকে সামান্থার উদ্দেশে সবক'টা দাঁত কেলিয়ে হাসল সে, তারপর বুট খুলে পা তুলে দিল বাঙ্কের উপর, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল, আঙুল ভাঁজ করে মাথার পেছনে রেখেছে জুত করে বসবার জন্য।

ডেভ টেনেম্যানই ঝামেলা বাধিয়েছিল স্টেশনে। সামান্থার উদ্দেশে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু একটারও উত্তর পায়নি দেখে খেপে যায় সে। কাছে এসে ওর বাহু চেপে ধরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিল টলিভার। ঝটকা মেরে টেনেম্যানের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে নিজের চরকায় তেল দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল স্টেশন এজেন্ট।

জবাব দিতে বিন্দুমাত্র দেরি করেনি ডেভ টেনেম্যান। ওর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল আরেকজন। নির্দয় ভাবে পিটিয়েছে টলিভারকে, এমনকী টলিভার মেঝেয় লুটিয়ে পড়বার পরও সমানে লাথি হাঁকিয়েছে। দু'জনে মিলে, ধীরে

ধীরে কিন্তু নিপুণ পেশাদারিত্বের সঙ্গে পিটিয়েছে। সামান্থার চিৎকার শুনে কী হয়েছে জানতে স্টেশন ভবনের দরজায় ছুটে এসেছিল এড কার্টিস, পলকের জন্য চোখ চালিয়েই পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছিল। উল্টো ঘুরেই ছুটতে শুরু করল সে। খেয়াল করেনি পিছু নিয়ে দরজার বাইরে চলে এসেছে বেন টেনেম্যান, ঝটিতি পিস্তল বের করেই কার্টিসের পিঠে গুলি করল।

কিছুক্ষণ পর আরেকটা গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে সামান্থা।

ততক্ষণে পুরোপুরি নিথর হয়ে গেছে ফ্রেড টলিভার। মেঝেয় পড়ে আছে রক্তাক্ত বিধ্বস্ত দেহ। জীবনের কোন চিহ্নই নেই।

জোর করে সামান্থাকে স্যাডলে তুলে দেয় টেনেম্যানদের একজন। প্যাক-হর্সে লুট করা মাল তুলল দুই টেনেম্যান, অন্য দু'জন শোভেল দিয়ে ফায়ারপ্লেস থেকে জ্বলন্ত কয়লা বের করে ছড়িয়ে দিল সারা মেঝেয়, খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল সামান্থা। হালকা বৃষ্টির মধ্যেও আগুন ধরে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। স্টেবলে গিয়ে ঘোড়ার বাঁধন খুলে দিল একজন, মুহূর্তে শূন্য হয়ে গেল স্টলগুলো। কেবিন থেকে ছুটে বেরোনোর সময় জ্বলন্ত একটা চেলা তুলে নিল ডেভ টেনেম্যান, বেরিয়ে এসে স্টেজের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল সেটা।

জ্বলন্ত কেবিন আর স্টেজকোচের দিকে তাকিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ল সে। ট্রেইলে এসেও ফিরে তাকাল, আমোদ-মাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। মিনিট খানেক পর দ্রুত পাহাড়ের দিকে ঘোড়া ছোটাল সবাই।

এখন, দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সিগারেট রোল করছে বেন টেনেম্যান, আড়চোখে বাঙ্কে বসে থাকা ডেভকে দেখছে। 'ডেভ,' ধীর, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলল সে। 'সকাল হওয়ার আগেই সব ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ো। যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে যাব আমরা।'

মাথার পেছন থেকে হাত সরিয়ে সিধে হয়ে বসল ডেভ। 'তার কোন দরকার আছে কি, বেন?' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ করল সে। 'কার মাথায় আসবে যে কাজটা আমাদের? প্রমাণই বা করবে কীভাবে? অযথা দুশ্চিন্তা করছ, তোমার যেমন স্বভাব!'

তামাকের দলা একগাল থেকে আরেক গালে চালান করে দিল জুড টেনেম্যান, কোণের টেবিলে বসে সলিটেয়ার খেলছে। তামাকের রসে মুখ ভরে যাওয়ায় ফায়ারপ্লেসের উদ্দেশে পিক ফেলল সে। ঠিক ঠিক আগুনে গিয়ে পড়ল। 'বেন ঠিকই বলেছে, ডেভ। প্রমাণ করার কিছু নেই। ওরা ঠিকই ধারণা করবে কাজটা কাদের। তারপর সত্যি সত্যি এখানে চলে

আসবে।'

'ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে তোমাদের,' হঠাৎ বলল সামান্থা। 'আমাকে একটা ঘোড়া দেবে তোমরা, তারপর চলে যেতে দেবে। এখুনি। আমার স্বামী ঠিকই চলে আসবে।'

আলসেমি ভরা চাহনিতে ওকে দেখল ডেভ টেনেম্যান। 'আমার একবারও মনে হয়নি তুমি বিবাহিতা!'

'আমাকে চলে যেতে দিলেই মঙ্গল হবে তোমাদের,' শান্ত স্বরে বলল সামান্থা।

সিগারেট ধরাল বেন টেনেম্যান। 'কাউকে পরোয়া করি না আমরা। পাঁচজন লোক থাকলে মাত্র একজন মানুষকে পরোয়া করারও কিছু নেই। কিন্তু মেয়েমানুষ মাত্রই ঝামেলা, সবকিছু বদলে যায় ওদের উপস্থিতিতে–সবচেয়ে চালু এবং সৌভাগ্যবান লোকটাও ভজকট করে ফেলে। হোয়াইটওঅটারের লোকজনকে নিয়ে ভাবছি আমি, নাছোড়বান্দা টাইপের মানুষ ওরা।'

স্থির হয়ে বসে থাকল সামান্থা, একটুও নড়ছে না। বেন টেনেম্যান লোকটাই বেশি বিপজ্জনক। কোন ভাবে যদি তাকে বোঝানো যেত···। 'আমার স্বামী ঠিকই জেনে যাবে যে এখানে এসেছ তোমরা। এলাকাটা ওর পরিচিত। এতক্ষণে হয়তো কাছাকাছিও চলে এসেছে।'

দাঁত কেলিয়ে হাসল ডেভ টেনেম্যান। সামান্থার কথায় প্রভাবিত হওয়া দূরে থাক, বিন্দুমাত্র বিশ্বাসই করেনি। বাঁকা, কিন্তু তাচ্ছিল্যের হাসিটা ফিরে এল তার ঠোঁটের কোণে। 'মনে হয় না, হানি। তুমি ওকে ছেড়ে চলে এসেছ, তাই না? টলিভারর সঙ্গে তোমার কথাবার্তা কিছু শুনেছি। মানেটা অবশ্য বুঝিনি তখন, একটু আগে যখন বললে যে তুমি বিবাহিতা, তারপর বুঝেছি।'

'জেফের জন্যে একটা নোট রেখে এসেছি আমি।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, যেভাবেই হোক আঁচ করতে পেরেছে মিথ্যে বলেনি সামান্থা। 'তুমি বরং প্রার্থনা করো এখানে যেন না আসে সে!' গম্ভীর, শীতল সুরে বলল আউটল। 'এখানে এলে স্রেফ জবাই হয়ে যাবে ব্যাটা!'

হুমকিটা অস্বস্তি ধরিয়ে দিল সামান্থার মনে। 'টেক্সাসে রেঞ্জার ছিল ও,' মরিয়া হয়ে বলল ও, ভিতরে ভিতরে হতাশ হতে শুরু করেছে। 'নিজের চামড়া বাঁচাতে জানে সে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল বেন টেনেম্যানের মুখ, ঝট করে ফিরে তাকাল সে।

'কী নাম ওর?'

চিবুক উঁচু করল সামান্থা, গর্বের সঙ্গে নামটা উচ্চারণ করল: 'জেফ ক্রেমার।'

উনুনের দেয়ালের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো একটা ফর্কের, চমকে উঠেছে টিম বেনিং। পাত্র নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল সে। মুখ গম্ভীর, কিন্তু কপালের পাশে তিরতির করে লাফাচ্ছে একটা শিরা। 'বেন, ওই লোকের কথাই বলছিলাম। এই ব্যাটাই খুন করেছে লনিকে!'

কেউ কিছু বলছে না, অস্বস্তিকর নীরবতা।

কিছুটা হলেও দ্বিধান্বিত টেনেম্যানরা। একজন মানুষ, হোক না সাবেক রেঞ্জার, পাঁচজনের বিরুদ্ধে কিই বা করতে পারবে? কিন্তু একেবারে হেলাফেলা করবার মত লোক নয় জেফ ক্রেমার, বেপরোয়া আর জেদী লোক হিসাবে টেক্সাসে দারুণ সুনাম ছিল ওর। পিস্তলে চালু, কিন্তু তারচেয়েও বেশি চালু মাথাটা খাটানোয়। এখানে এলে হয়তো দলবল নিয়েই আসবে সে। কে বলতে পারে সঙ্গে সাহায্য নিয়ে আসবে না?

সমস্ত ভয় বা আশঙ্কার পরও অদ্ভুত এবং অসম্ভব এক প্রত্যাশা করছে সামান্থা। যদি ওকে ছেড়ে দিত এরা! জেফ এখানে এসে পৌঁছবার আগেই ওকে ছেড়ে দিলে...আচমকা ও উপলব্ধি করল জেফ আসবেই। বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। শত বিপদের আশঙ্কা থাকবার পরও এখানে আসবে সে।

মানসপটে জেফ ক্রেমারের মুখখানা দেখতে পেল ও। ঠাণ্ডা, শান্ত কিন্তু মাপা চাহনি, বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য। ঠোঁটের কোণে মাঝে মধ্যে এক চিলতে হাসি খেলা করে, সেই হাসির ছায়া চোখেও খেলে যায়। আন্তরিক হাসি, সমর্থ সবল দুটো হাতের ছোঁয়া...

'কাজটা ভালই করেছে ও,' মন্তব্য করল সাইলেন্ট টেনেম্যান, বেনের পর সে-ই বয়োজ্যেষ্ঠ। খুবই কম কথা বলে সে, এজন্যেই এমন অদ্ভুত নাম। 'লনি স্রেফ একটা খুনী ছিল, ওর মত জঘন্য নীচ ছেলে আমি আর দেখিনি!'

'কিন্তু পিস্তলে দারুণ ছিল ওর হাত! তা ছাড়া সিড গ্যানন ছিল ওর সঙ্গে।' উনুন থেকে মাথা তুলে মনে করিয়ে দিল টিম বেনিং।

সিগারেটে টান দিল বেন টেনেম্যান। 'মেয়েটা হয়তো ঠিকই বলেছে। ওকে বোধহয় ছেড়ে দেয়া উচিত।'

ঝটিতি উঠে দাঁড়াল ডেভ, রাগে চোখ জ্বলছে। 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার?' কর্কশ স্বরে খেঁকিয়ে উঠল। 'ওই মেয়ে আমার, তোমাদের কারও নয়! ওকে কোথাও যেতে দেব না আমি!'

ডেভের দিকে ফিরল বেন, চাহনিতে অসন্তোষ। দীর্ঘ একটা মিনিট পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। 'বোধহয় ভুলে গেছ কার জন্যে আমাদের এই দুরবস্থা?' শেষে শান্ত কিন্তু শীতল কাঠিন্যের সুরে জানতে চাইল সে। 'তোমার জন্যে, ডেভ। তুমি যদি ওই মেয়েটার দিকে হাত না বাড়াতে, তা হলে এখানে নিরাপদে থাকতে পারতাম আমরা, কোন ঝামেলা হত না। তোমার ব্যাপার-স্যাপার ইদানীং ভাল লাগছে না আমার, ডেভ। তোমার জন্যেই মবেটি ছেড়ে আসতে হয়েছে। ওখানেও মেয়েলি ঝামেলায় জড়িয়েছ।'

'কিন্তু ওকে ছেড়ে দিলে আমাদের কথা বলে দেবে,' মনে করিয়ে দিল জুড টেনেম্যান। 'তারচেয়ে কি সকালে ঝামেলা খালাস করে ফেলাই ভাল না? তা হলে কেউই কিছু প্রমাণ করতে পারবে না।'

বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল বেন টেনেম্যান। কেউ কিছু প্রমাণ করবে–চিন্তাটাই ত্যক্ত করে তুলছে ওকে। *উঁহুঁ, কিছু প্রমাণ করবার ঝামেলায় যাবে না লোকজন, স্রেফ সিদ্ধান্ত নেবে এবং তারপর নেক-টাই পার্টির আয়োজন করবে।* কষে সিগারেটে টান দিল সে। *কোন সম্ভাবনাই নেই...*

সপাটে খুলে গেল দরজা, বাতাসের ঝাপটায় নিভু নিভু হয়ে গেল লণ্ঠনটা; তারপ্রর মুহূর্ত খানেক বাদে, দরজা বন্ধ হয়ে যেতে ওরা দেখতে পেল দরজার কবাটের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী এক লোক। চামড়ার ভেজা চ্যাপ্‌স পরনে, কোমরে ক্রস করে দুটো গানবেল্ট বাঁধা। স্লিকারের তলায় কিছু একটা ফুলে আছে, জিনিসটা বেশ বড়সড়। বাম হাতের আঙুল চালিয়ে হ্যাট খানিকটা তুলল সে। অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল সামান্থা, উল্লাস আর আনন্দে প্রায় বুজে এল কণ্ঠ।

'তোমাদের খেল্ খতম, বয়েজ!' বলল জেফ ক্রেমার।

'খেল্ তো তুমিই শুরু করেছ–এখানে এসে,' চালিয়াতির সুরে বলল বেন টেনেম্যান। 'তবে শেষ করব আমরা।'

'সন্দেহ আছে আমার,' শান্ত স্বরে বলল সে, কথা বলবার ফাঁকে সামান্য হাত নাড়ল, স্লিকারের তলা থেকে উঁকি দিল শটগানের ভয়ঙ্কর দর্শন নল। 'তোমরা কি বাকশট পছন্দ করো?'

হাঁটু গেড়ে বসে আছে বেনিং। অসুস্থ, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে। শটগানের রেঞ্জের মধ্যে আছে সে। বেন আর জুডও তাই। একেবারে চুপসে গেছে জুড। হাত দুটো কোলে রেখেছে সে, শরীর থেকে কিছুটা দূরে।

'তো, কী করবে ,তুমি?' জানতে চাইল বেন, কিছুটা হলেও সামলে

নিয়েছে।

'কী আর করব, স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাব। বাকিটা তোমাদের আর শহরের লোকজনের ওপর ছেড়ে দেব।'

'কাউকে এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছ না তুমি!' উঠে বসল ডেভ টেনেম্যান, হাতে একটা পয়েন্ট ফোর-ফোর চলে এসেছে। 'শটগানটা ফেলে দাও!'

স্মিত হেসে সামান্য মাথা নাড়ল ক্রেমার।

খানিক বিস্ফারিত হলো বেন টেনেম্যানের চোখ। 'ডেভ, পিস্তল ফেলে দাও!' নির্দেশ দিল সে ভাইকে।

দাঁত বের করে হাসল ডেভ। 'বোকামি কোরো না, বেন। এখানে একটা শো-ডাউন হবে।'

'একজনের বিরুদ্ধে তিনজন,' শান্ত স্বরে বলল ক্রেমার। 'আপত্তি নেই আমার।'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে উঠল ডেভ। 'তুমি তো আমাকে দেখতেই পারো না, বেন। ঠিক বলেছি না?'

'ডেভ!' আতঙ্কিত হয়ে গেল বেনিঙের কণ্ঠ। 'ওটা নামিয়ে রাখো!'

একই জায়গায় বসে আছে সামান্থা, ডেভ টেনেম্যানকে দেখছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে পিস্তল হাতছাড়া করবে না আউটল। ভাইরা কিংবা বেনিং মরল কি বাঁচল, তাতে পরোয়া করবে না, গুলি করবার ঝুঁকিটা সে নেবেই।

বেনও জানে সেটা। হনুর হাড়ের কাছে আড়ষ্ট পেশী আর ফ্যাকাসে চামড়াই তা জানান দিচ্ছে।

শান্ত স্বরে কথা বলল জেফ ক্রেমার। 'একটা লোক ক'টা গুলি হজম করতে পারে? আমি একজনকে দেখেছি অগুনতি গুলি হজম করতে, ডেভ, কিন্তু বাকশটের একটা গুলি শরীরে লাগার পর সবচেয়ে টাফ লোককেও বেঁচে থাকতে দেখিনি, শুনিওনি। লোড করার ঝামেলায় যেতে হবে না আমাকে, চারটে শেল রয়েছে এটার চেম্বারে। আর পিস্তল তো আছেই। তো, তারপরও চান্স নেবে?'

'নেব, নিশ্চই নেব!' এখনও হাসছে সে, তবে সেটা চেষ্টাকৃত।

বেন টেনেম্যানের পেছনে, কিছুটা বাম দিকে সামান্থার অবস্থান, রেঞ্জের বাইরে। ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সাইলেন্ট টেনেম্যান, এতটা কাছে যে হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে।

হাত বাড়াল সামান্থা, যদি পিস্তলটা হোলস্টার থেকে তুলে নিতে পারে…

কিন্তু তার আগেই সক্রিয় হয়ে উঠল সে। নিমেষে পিস্তল বের করল। 'পিস্তল ফেলে দাও, ডেভ,' কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল ভাইকে। 'আমাদের সবাইকে খুন করবে তুমি!'

জ্বলে উঠল ডেভের চোখ, সেখানে কেবলই ঘৃণা। ঝট করে সামান্থার দিকে ফিরল। 'নিকুচি করি! তুমি···' উঠে দাঁড়াচ্ছে সে, একইসঙ্গে পিস্তলের নলটা ঘুরছে সামান্থার দিকে।

টাশ্‌শ্‌!

বদ্ধ ঘরে বোমা ফাটল যেন। সাইলেন্ট টেনেম্যানের গুলি ঠিকানা খুঁজে পেল ডেভের বাহুতে। মুঠি থেকে পিস্তল খসে পড়ল তার, বাহু থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। শূন্য দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল সে, মুখে বিস্ময়, চাহনি এমন যেন এইমাত্র গভীর ঘুম থেকে জেগেছে।

গুলি করেনি জেফ ক্রেমার। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। 'ভালই হলো তোমাদের জন্যে, বয়েজ,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'এবার টাইট হয়ে বসো।' চোখ না সরিয়েই সামান্থার উদ্দেশে পরের কথাগুলো বলল। 'স্যাম, উঠে দাঁড়াও, এখানে চলে এসো। আমার আর টেনেম্যানদের মাঝখানে পোড়ো না আবার। কাউকে খুন করার ইচ্ছে নেই, কিন্তু নাচার হলে তাই করব আমি।'

দুর্বল, কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়াল সামান্থা, অন্য কেউই নড়েনি। স্থির দৃষ্টিতে জিমের দিকে তাকিয়ে আছে বেন টেনেম্যান। 'ওই জিনিসটা না থাকলে···' কর্কশ স্বরে আক্ষেপ প্রকাশ করল সে।

বেনকে ঘিরে আধ-চক্কর মারল সামান্থা, আশঙ্কা হলো ওকে ধরতে চেষ্টা করবে সে; কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। জিমের পাশে এসে দাঁড়াল ও।

'দরজাটা খুলে বেরিয়ে যাও, স্যাম, জলদি···!'

শটগানের পুরোটাই এখন উন্মুক্ত, দু'হাতে সেটা ধরে রেখেছে ক্রেমার। 'খেল্ খতম হয়ে গেছে তোমাদের। তোমরা বরং কেটে পড়ো, যত জোরে পারো ঘোড়া ছুটিয়ে দাও। নিশ্চিত বলতে পারি তোমাদের ধরতে পারলে ঝুলিয়ে দেবে পাসি।'

'অনেক সময় আছে,' গম্ভীর স্বরে বলল বেন টেনেম্যান। 'তোমাকে ঠিকই ধরে ফেলব। হোয়াইটওঅটর পর্যন্ত যাওয়ার সময় তোমরা পাবে না।'

'আমি যখন ড্রাই ক্রীক স্টেশন ছেড়ে আসি,' উত্তরে বলল ক্রেমার। 'তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হোয়াইটওঅটর থেকে আসা স্টেজ পৌঁছে যাওয়ার কথা। স্টেবলের দরজার সঙ্গে একটা নোট রেখে এসেছি, বুঝতেই পারছ ওটা পেলে কী করবে ড্রাইভার। এতক্ষণে নিশ্চই পঞ্চাশজন লোক রওনা

দিয়েছে এখানকার উদ্দেশে। পালাতে পারবে না, তবে চেষ্টা করতে পারো।'

দরজা খুলল মেরি, বাতাসের ঝাপটায় নিষ্প্রভ হয়ে এল লণ্ঠন। ঝটিতি ঘুরেই বেরিয়ে পড়ল ক্রেমার, পেছনে দরজার কবাট টেনে দিল, তারপর হাত বাড়িয়ে সামান্থার কনুই চেপে ধরে ছুটতে শুরু করল। দ্রুত কেবিনের কোনা ঘুরে ছুট দিল বনের উদ্দেশে। করালের সামনে এসে থামল ও। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। সবক'টা ঘোড়াকে বের করে দিল স্টল থেকে, সারাক্ষণ চোখ রেখেছে কেবিনের উপর। ভিতরে তর্ক করছে ওরা, বেরিয়ে আসবে কি আসবে না, ঠিক করতে পারছে না। আশঙ্কা করছে বেরোতে গেলেই বাইরে থেকে গুলি করবে জেফ ক্রেমার।

দরজা খুলে গেল একটু পর, তারপর একটা চিৎকার শোনা গেল। পরমুহূর্তে ছুটন্ত পদশব্দ। স্টেবলের দরজায় আলো জ্বালল কেউ। আলো বরাবর তিনটে গুলি পাঠিয়ে দিল ক্রেমার। দেয়াশলাইয়ের কাঠি নিভে গেল তৎক্ষণাৎ, অন্ধকার আর নীরব হয়ে গেল জায়গাটা।

ঢাল ধরে উপরে চলে এল ক্রেমার, যেখানে ঘোড়াটাকে রেখে গিয়েছিল। একই ঘোড়ার স্যাডলে চাপল ওরা। স্টেবল থেকে একটা ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে এসেছে ক্রেমার, ওটার লাগাম রয়েছে হাতে। ফিরতি পথে এগোল ওরা।

পেছন থেকে ওর কোমর জড়িয়ে ধরেছে সামান্থা, কাঁধে মাথা রেখেছে। কানের কাছে ফিসফিস করল: 'ওরা কি আমাদের অনুসরণ করবে?'

'না,' পঞ্চো বের করে সামান্থার কাঁধে জড়িয়ে দিল ক্রেমার। 'আগে ঘোড়াগুলো ধরতে হবে ওদের। তা ছাড়া এই ট্রেইলটা ওদের কেউই চেনে না।'

'তা হলে ধরা পড়বে ওরা?'

'সে-সম্ভাবনাই বেশি।'

মিনিট কয়েক নীরবে কেটে গেল। দূরের পাহাড়ে খুরের শব্দ হলো—অনেক ঘোড়ার। তারপর দীর্ঘ নীরবতা। একটা গুলির শব্দ শোনা গেল একটু পর, জবাবে বেশ কয়েকটা গুলি হলো—টানা। তারপর ফের নীরবতা নেমে এল। শেষে মাত্র একটা গুলি হলো আবার।

ক্যানিয়নে পানির উচ্চতা কমে গেছে। মিনিট কয়েক পর, সমতল জমিতে পৌঁছে গেল ওরা। ক্লান্ত সামান্থা প্রায় লেপ্টে আছে ক্রেমারের শরীরের সঙ্গে। 'হোয়াইটওঅটরে যেতে চাও?' জানতে চাইল ক্রেমার। 'ওখানে গেলে স্টেজ ধরতে পারবে।'

'বাড়ি ফিরে যেতে চাই আমি, জেফ। আমাদের বাড়িতে। আর…আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'বেশ তো।'

বৃষ্টিস্নাত ধূসর আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। দিনের প্রথম আলোয় সতেজ দেখাচ্ছে প্রকৃতি। বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি ধরে এগোল ঘোড়া দুটো। মাঝে মধ্যে পানি জমেছে নিচু জায়গায়। হাত বাড়িয়ে সামান্থার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল ক্রেমার, ওভাবেই সারা পথ রাইড করল ওরা।

***

ওয়েস্টার্ন গল্প সঙ্কলন

চালবাজ

গোলাম মাওলা নঈম

নয়টি ভিন্ন ভিন্ন গল্পের এক চমকপ্রদ সঙ্কলন।

বসতি: ছোট্ট অনাথ এক মেয়ের বসতি রক্ষায় কুখ্যাত এক বন্দুকবাজের মরণপণ লড়াই...**সংঘর্ষ:** খুনের দায়ে কার্টিস ড্রুরিকে ধাওয়া করছে পাসি, ধরা মাত্র লটকে দেবে...*লোভ:* দুস্তর মরুভূমিতে মৃত্যুর প্রহর গুনছে জিম হিউয়েট। চল্লিশ মাইল দূরে বন্দিনী মার্থা ম্যালোনকে উদ্ধার করতে হবে...*চালবাজ:* দুর্ধর্ষ টাউন মার্শালের বিরুদ্ধে জন ওয়েসের শোডাউন চাইছে পপলারবাসী, ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে তারা...*হারজিত:* স্টেজ বিকল হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টিমুখর রাতে স্টেশনে আশ্রয় নিয়েছে মারিয়া কিলকেনি। এদিকে পুরুষরা জুয়া খেলতে বসে গেছে—ওর ভাগ্য আর অধিকার নিয়ে! এ ছাড়া আরও আছে **লারেডো কিড, সাহস, উচ্ছেদ** এবং **উদ্ধার** নামের চারটি অসাধারণ গল্প। কাহিনীগুলো আপনাকে নিয়ে যাবে বুনো পশ্চিমের স্বপ্নীল সেই স্বাধীন জীবনে, যেখানে অস্ত্রের ভাষায় নিষ্পত্তি হয় সমস্ত বিরোধ।

বইটি আজই সংগ্রহ করুন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০